তিতুমীর

বা

নারকেলবেড়িয়ার লড়াই

বিহারিলাল সরকার

পুস্তক বিপণি
২৭, বেনিয়াটোলা লেন,
কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : ১৮৯১

প্রকাশক
শ্রীঅনুপকুমার মাহিন্দার,
পুস্তক বিপণি,
২৭, বেনিয়াটোলা লেন,
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ
শ্রীগণেশ বসু

প্রচ্ছদ ও আলোকচিত্র মুদ্রণ
ইম্প্রেশন হাউস
কলকাতা-৯

মুদ্রক
শ্রীমতী রেখা দে,
শ্রীহরি প্রিন্টার্স,
১২২/৩, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট,
কলকাতা-৪

সম্পাদকের নিবেদন

বারাসত বিদ্রোহের ১৫০ বছর পূর্ণ হল। তিতুমীরকে নিয়ে এই ১৫০ বছরে প্রচুর চিন্তাভাবনা করা হয়েছে। ভারতের জাতীয় ইতিহাসে তাঁর ভূমিকাটি ঠিক কোথায় তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। তিতুমীরের জীবন-কাহিনী বাংলায় প্রথম লিপিবদ্ধ করেন বিহারিলাল সরকার—এই কারণে তাঁর বইটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। তিতুমীরের বিদ্রোহের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে তাই এই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থটি পুনঃপ্রকাশের দায়িত্ব নেওয়ায় প্রকাশকের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

বিহারিলাল সরকারের অনেক চিন্তাধারার সঙ্গে আমরা একমত নই। তাঁর গ্রন্থপ্রকাশের পরে তিতুমীরকে নিয়ে প্রচুর গবেষণা হযেছে, অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। সেইসব তথ্যের আলোকে বিহারিলালেব সব বক্তব্যকে আমরা নির্বিচারে মেনে নিতে পারিনি। সমকালীন সাময়িকপত্রিকাগুলি তিতুমীরের বিদ্রোহকে কি চোখে দেখেছিল, তা তুলে ধরার জন্য আমবা সমকালীন পত্রিকা থেকে তিতুমীরের বিদ্রোহ বিষযে কিছু সংবাদ সংকলন করে দিয়েছি—আমাদের আগে এ কাজ কেউ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

এই গ্রন্থ সম্পাদনার ব্যাপারটি কিভাবে করা যেতে পারে সে বিষয়ে পথনির্দেশ করেন অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু। কাজে অগ্রসর হবার পর এ বিষয়ে অধ্যাপক শ্রীঅশোক মুস্তাফি প্রভূত সাহায্য করেন। তিতুমীর সম্বন্ধে কার্ল মার্কসের মন্তব্য সম্পর্কে তিনিই প্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শ্রীঅশোক উপাধ্যায় প্রথম থেকে নানাভাবে এব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেছেন। 'নব্যভারত' ও 'বীণাপাণি' পত্রিকায় প্রকাশিত বিহারিলাল সরকারের 'তিতুমীরে'র দুটি সমালোচনার কথা তিনি না জানালে আমার অজানাই থাকত। অধ্যাপক শ্রীনরহরি কবিরাজ তিতুমীর বিষয়ে একদিন আমার সঙ্গে আলোচনা করেন ও তাঁর প্রকাশিত একটি লেখা আমাকে ব্যবহার করতে দেন। অধ্যাপক শ্রীগৌতম ভদ্রের

সৌজন্যে ডঃ মৈয়ুদ্দিন আমেদ খানের 'হিস্ট্রি অব দি ফরাজি মুভমেণ্ট ইন বেঙ্গল' বইটি ব্যবহার করতে পেরেছি। শ্রীঅরুণচাঁদ দত্ত এ কাজে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। গ্রন্থে ব্যবহৃত বিহারিলাল সরকারের ছবিটি জাতীয় গ্রন্থাগারের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

ছাপার ভুলের মধ্যে একটি মারাত্মক ভুল সংশোধন করে নিতে অনুরোধ জানাই। ১০ম পৃষ্ঠার ১ম লাইনে '১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে'র জায়গায় '১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে' পড়লে বাধিত হব।

স্বপন বসু

বিষয়সূচী

তিতুমীর।

বা

নারকেলবেড়িয়ার লড়াই।



শ্রীবিহারিলাল সরকার কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত।

কলিকাতা

২৩ নং যুগলকিশোর দাসের লেনে

কালিকা-যন্ত্রে

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



১৩০৪ সাল।

['তিতুমীর'-এর প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র]

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়কে

এই গ্রন্থ

কৃতজ্ঞতা চিহ্ন-স্বরূপ ভক্তিসহকারে

উৎসর্গ করিলাম।

কৈফিয়ৎ

তিতুমীর বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। পুনরায় পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল কেন? পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার তিনটি কারণ। প্রথম কারণ,—অনেকের অনুরোধ; দ্বিতীয় কারণ,—অনেক কথা বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত হয় নাই। তৃতীয় কারণ,—পুস্তকে তিতুর জীবনী স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা।

অনুরোধ

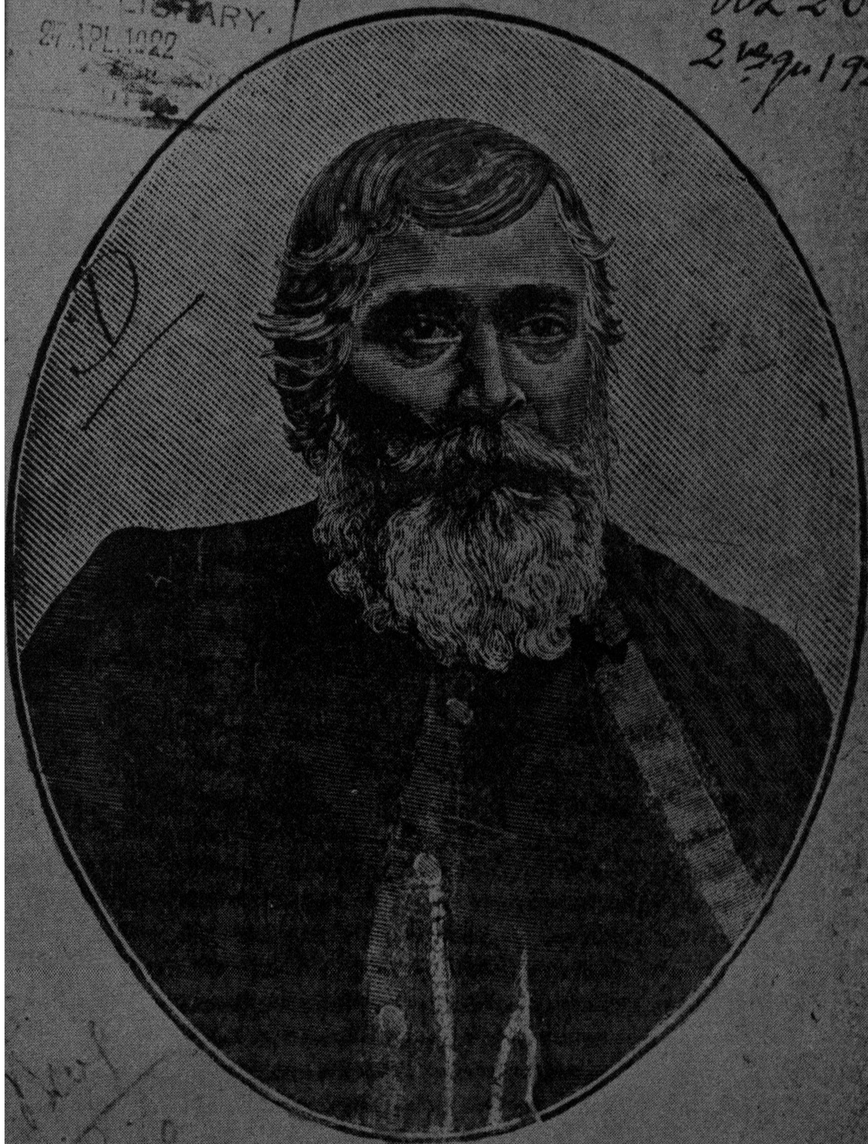
তিতুমীর যখন ধারাবাহিকরূপে বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত হয়, তখন পাঠকগণকে এই অনুরোধ করিয়াছিলাম, তিতুমীর সম্বন্ধে যদি কেহ নূতন তত্ত্ব অবগত থাকেন, তাহা হইলে, তিনি দয়া করিয়া জানাইবেন। সে সম্বন্ধে অনেকে আমাকে যথেষ্ট কৃপা করিয়াছেন। কেহ কেহ, দুই একটি ভ্রমপ্রমাদও দেখাইয়া দিয়াছেন। পুস্তকে সে ভ্রমপ্রমাদ সংশোধিত হইয়াছে। ভ্রমপ্রমাদ দেখাইবার যথেষ্ট অবসর ছিল। অতঃপরও যদি পুস্তকে কোন্ ভ্রমপ্রমাদ থাকে, তাহা হইলে, পাঠক, নিজগুণে দেখাইয়া দিবেন,—ইহাই আমার সানুনয় অনুরোধ। যদি কখন তিতুমীরের ভাগ্যে সংস্করণান্তর সংঘটিত হয়, তাহা হইলে সে সংস্করণে সে ভ্রমপ্রমাদ সংশোধিত হইবে। আমার এই শেষ অনুরোধ,—একবার দয়া করিয়া, "তিতুমীর" আদ্যোপান্ত পাঠ করিবেন, আর আবশ্যক বুঝিলে, অবসর পাইলে, পাত্রাপাত্র-বিবেচনায় "তিতুমীরে"র উদ্দেশ্য-তত্ত্বের আলোচনা করিবেন।

কৃতজ্ঞতা

নিম্নলিখিত মহাত্মারা "তিতুমীরে"র প্রকাশ-সম্বন্ধে বিবিধপ্রকারে আমায় সাহায্য করিয়াছেন। ইঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। অমৃতবাজার পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষগণ; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায় এম এ, বি এল্; শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী; শ্রীযুক্ত মুন্সী আসগার আলি; শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (টি, এন্, মুখার্জ্জী); বিশ্বকোষ প্রকাশক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু; হিতৈষী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীচরণ মিত্র বি, এ; মুরশিদাবাদ-কাহিনী প্রণেতা শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি, এ; দৈনিক ও সমাচার-চন্দ্রিকার সহকারী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায়; পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী এবং চব্বিশ-পরগণা তারাগুণিয়ানিবাসী 'কল্পনা-মঞ্জরী', প্রভৃতি প্রণেতা শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ বসু। ইতি সন ১৩০৪ সাল, তারিখ ১৫ই আশ্বিন।

কলিকাতা,
১০নং, রামচাঁদ নন্দীর গলি। } শ্রীবিহারিলাল সরকার

স্বর্গীয় রায় সাহেব বিহারিলাল সরকার।



জন্ম—সন ১২৬২ সালের ২রা কার্ত্তিক হাওড়া-আন্দুলে।

দেহান্তর—সন ১৩২৮ সালের ৯ই ফাল্গুন ৺কাশীধামে।

উপক্রমণিকা

মুসলমান-বিপ্লবটা সহজে কিছু ভয়াবহ হইয়া উঠে। কেননা, এ বিপ্লব-বিভ্রাটের মূল,— ধর্ম্মান্ধতার উৎকট উদ্দীপনা। সকল বিপ্লবে না হউক, অধিকাংশ বিপ্লবে বটে। মুসলমান ধর্ম্মনিষ্ঠ। স্বধর্ম্মে মুসলমানের অসীম অনুরক্তি। ধর্ম্মাচরণে মুসলমানের অপরিমেয় শ্রদ্ধা-ভক্তি। মুসলমান ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিতে পারে; পরন্তু ধর্ম্মের জন্য প্রাণ লইতেও পারে। মুসলমান সহজ-সাহসী ও সদা-বিশ্বাসী। মুসলমান উদ্যমশীল ও শক্তিশালী। মুসলমানের সাহস আছে, বিশ্বাস আছে, তেজ আছে, বিক্রম আছে, উৎসাহ আছে, উদ্যম আছে, ঐকান্তিকতা আছে, একাগ্রতা আছে, একতা আছে, ক্ষমতা আছে; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অনেক সময় অনেকের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। নিম্নশ্রেণী মুসলমানদের অনেকেই ধর্ম্মের উন্মত্ততায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়ে। তাই তাহারা অনেক সময় লক্ষ্য ঠিক রাখিতে পারে না। কোথায় কিরূপ ভাবে কিরূপ শক্তি প্রয়োগ করিলে, কিরূপ ভাবে কাজ করিলে, কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে, দেশের ও সমাজের উপকার হইতে পারে, তাহা তাহারা ঠিক করিতে না পারিয়া, অনেক সময় ধর্ম্মের নামে ব্যর্থ শক্তি-প্রয়োগে বিপ্লব সাধন করিয়া, অনর্থক লোকক্ষয় করিয়া বসে। ধর্ম্মের পালন, ধর্ম্মের রক্ষণ, ধর্ম্মের প্রচার, ধর্ম্মের প্রসার, হয়ত তাহাদের চরম সাধু উদ্দেশ্য; কিন্তু কোন্ পথে, কি প্রণালীতে, কি ভাবে, কি প্রকারে, চলিলে বা চালাইলে, সে সাধু উদ্দেশ্য সহজে সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা সিদ্ধান্ত করিতে না পারিয়া, নিম্নশ্রেণীর মুসলমানেরা অনেক সময় বিপথে গিয়া পড়ে। বিপথে পড়িয়াই ত তাহারা দেশপ্লাবী মহাবিপ্লবে আত্ম-ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত করে এবং পতঙ্গবৃত্তি অবলম্বন করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনে ঝাঁপ দিয়া পুড়িয়া মরে।

পাঠক বোধ হয়, তিতুমীরের নাম শুনিয়া থাকিবেন। ছয়ষষ্টী বৎসর পূর্ব্বে এই তিতুমীর ভয়ঙ্কর বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করিয়াছিল।

সে বিদ্রোহ-ফলে স্বয়ং তিতুমীরকে বহুসংখ্যক শিষ্য-উপশিষ্যসহ অপঘাতে ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

তিতুমীর বহু গুণসম্পন্ন। স্বধর্ম্মে তাহার যেরূপ আসক্তি-অনুরক্তি ছিল, আত্ম ধর্ম্মাচারে তাহার যেরূপ শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল, স্বধর্ম্ম প্রচার-প্রসারে তাহার যেরূপ আন্তরিকতা-ঐকান্তিকতা ছিল, স্বধর্ম্ম-রক্ষাকল্পে তাহার যেরূপ একাগ্রতা-নিষ্ঠামত্তা ছিল, আজকাল মুসলমান-সম্প্রদায়ে তাহা বিরল বলিলেও বোধ হয়, অত্যুক্তি হয় না। তিতুমীর উদ্যোগী সাহসী পুরুষ,—তিতুমীর শক্তিশালী উৎসাহী পুরুষ। সেই তিতুমীরের তাদৃশ শোচনীয় পরিণাম,—ভীষণ-অপমৃত্যু কেন হইল? তিতুমীর আজ কেন ইহজগতে দস্যু-দানব অপেক্ষা হীন-হেয় বলিয়া বিঘোষিত হইতেছে? লোকে কেন আজ তিতুমীরের নাম শ্রবণমাত্র লজ্জা-ঘৃণায় কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করে? লোকে কেন আজ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে তিতুমীরের মস্তকে অজস্র গালি বর্ষণ করে? তিতুমীরের নাম হইলে, তাহার কথা শুনিলে, কেন আজ অনেক মুসলমান পর্য্যন্ত হাস্য-পরিহাস করে? কেন আজ দেশশুদ্ধ লোক তাহাকে এত টিটকারী দেয়? এখনও কেন স্থানে স্থানে পথভিখারীরা উচ্চ-কণ্ঠে,—শ্লেষের সূচিভেদে, তিতুমীরের গান গাহিয়া থাকে? সে গানে কি সাংঘাতিক শ্লেষ আছে, আমাদের অনেক পাঠক বোধ হয় তাহা জানেন না। সেই গানটী এইখানে উদ্ধৃত করিলাম,—

১ নং গান।

উত্তরে এক গ্রাম ছিল নামে নারিকেলবেড়ে,
তাতে হাজার দুই নেড়ে।
ওরে বুড়ো, ওরে বুড়ি, আজকে গাঁয়ের হাট,
কেস্তে দিয়ে দাড়ি কাট॥
তিতুমীর বলে আল্লা, বানাইলাম বাঁশের কেল্লা,
তাতে আমার নাই হেল্লা,
যেমন মাঠ ছিল, তেমনই হ'লো মাঠ,
কেস্তে দিয়ে দাড়ি কাট॥

শুধু শ্লেষ নহে, শুধু ব্যঙ্গ নহে, শুধু বিদ্রূপ নহে, শুধু উপহাস নহে, গানে অবিমৃষ্যকারিতার পরিণাম-স্মৃতির কি অশ্রুময় মর্ম্মান্তিক শোকোচ্ছ্বাস আছে, তাহাও দেখুন ;—

২ নং গান।

নারিকেলবেড়ে গাঁয়েতে একজন ছিল তিতুমীর।
সরা-সরিয়াৎ তিনি করিলেন জাহির॥
পীর-পয়গম্বর, কুতুব-অলি কিছুই তিনি মান্‌তেন্ না,
এবার সারলে ইংরেজের মামু জানে নাকলে না।
সদাই বলে হায় আল্লা, বুঝি প্রাণ যায়, একি হ'লো দায়॥
এবার মাল্লে গুলি, ভাঙ্গলে খুলি, হজরৎ গুলি খেলে না,—
এবার সারলে ইংরেজের মামু জানে নাকলে না॥
সদাই বলে আল্লা-নবি, আমার হ'লো কি,
জোর করে সব ধরে আনলাম গৃহস্থের বৌ ঝি।
তাব প্রতিফল হাতে হাতে জারিজুরি খাটলো না।
এবাব সারলে ইংরেজের মামু জানে নাকলে না।[১]

এখনও অনেক স্থানে নিম্নলিখিত অনুতাপের তাপোচ্ছ্বাসিত গানটী পথভিখারীর মুখে পথে পথে গীত হইয়া থাকে,—

৩ নং গান।

জোলানী উঠিয়া বলে উঠরে জোলা ঝাট।
হাজাম বাড়ী গিয়া শীঘ্র গোঁপদাড়ী কাট॥
তিতুমিরের গলাধরি নসরদ্দি কয়,
তোমার বুদ্ধিতে মামা ঠেকিলাম একি দায়।
এসেছে রাঙ্গা গোরা, উর্দ্দিপরা ব্যাতের টোপ্ মাথায়॥
এরা মারছে গুলি, ভাঙ্গছে খুলি, হজরৎ গুলি মানলে না।
সারলে ইংরেজের মামু, এবার আর জানে রাখলে না॥[২]

---

১ প্রথম ও দ্বিতীয় গান দুটী ২৪ পরগণা-বারাসাতের অন্তর্গত গঙ্গানগর গ্রামনিবাসী কলিকাতার অনাথ বাবুর বাজারের দারোগা শ্রীযুক্ত মুন্সী আসগর আলির নিকট হইতে সংগৃহীত।

২ গানটী বিশ্বকোষ হইতে সংগৃহীত।

তিতুর নামে এত শ্লেষই বা কেন? এত ব্যঙ্গই বা কেন? এত কোপই বা কেন? এত দুঃখই বা কেন? তিতু বহু গুণসম্পন্ন ছিল; কিন্তু বুদ্ধির দোষে তিতু কেবল আত্মহারা হইয়াছিল। আপনার ধর্ম্মমত প্রচার করাই উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু তিতু প্রকৃত পথ চিনিতে পারে নাই। এ নিরাময়, এ শান্তিময়, এ সুখময় এ করুণাময় ইংরেজের রাজত্বে তিতু আপনার ধর্ম্মমত প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে অশান্তির পথ অবলম্বন করিয়াছিল। ধর্ম্মের কাজে তিতু প্রকৃত ধর্ম্মপথে যাইতে পারে নাই। ধর্ম্ম-প্রচারে জগতের উপকার করিবার উদ্দেশ্য লইয়া তিতু রাজবিদ্রোহী হইয়াছিল। তিতু জিঘাংসাপরবশ হইয়া প্রতিশোধের প্রকট কামনায় নিরীহ নির্দ্দোষ হিন্দু-মুসলমান প্রজার উপর অত্যাচার করিয়াছিল; টাকা-কড়ি লুঠিয়া লইয়াছিল; ঘর-দ্বার আগুন দিয়া পুড়াইয়াছিল; সতী কুল-লক্ষ্মীর সর্ব্বনাশ করিয়াছিল; হিন্দুর পবিত্র দেবগৃহ কলঙ্কিত করিয়াছিল; রাজশাসন তুড়ি দিয়া উড়াইতে চাহিয়াছিল। এই কি ধর্ম্ম-প্রচারের প্রশস্ত পথ? এই কি সাধনার সিদ্ধিতত্ত্ব? তিতুর যে গুণ ছিল, তিতু সেই গুণে যদি শান্তির সুধাপ্রবাহ পথ দিয়া, আত্মধর্ম্ম প্রচার করিতে পারিত; তিতু যদি সংযম-সাধনায় শত্রুকুলের তাড়না-লাঞ্ছনা উপেক্ষা করিয়া জিঘাংসা-প্রবণতা পরিত্যাগ করিতে পারিত, তাহা হইলে তিতু অনায়াসে সিদ্ধ হইত,—এ জগতে সিদ্ধপুরুষ বলিয়া নাম রাখিয়া যাইতে পারিত। তিতুর অদ্ভুত জীবনী। দেবত্বে পশুত্বে মিশিয়া লোকের কি সর্ব্বনাশ হইতে পারে, তাহা স্থিরচিত্তে দৃঢ়দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া দেখিতে পারিলে, লোকের জ্ঞানের উন্মেষণা হয়,—চৈতন্যের উদ্দীপনা হয়। তিতুর জীবন অগ্রাহ্য ভাবিয়া, তাহার বিস্তৃত জীবনী উপেক্ষিত হইয়াছে। সাহিত্যে তিতুর জীবনী অল্পমাত্র স্থান পাইয়াছে। সাধারণে কেবল দুই একটা ছড়ায় তাহার জীবনীর আভাসমাত্র পাইয়া থাকে। একটা ছড়া এইখানে প্রকাশ করিলাম,—

ছড়া।

পয়ার।

শুন সব ভক্তি-ভাবে করি নিবেদন।
হজরত আলির লড়ায়ের শুন বিবরণ॥
কৃষ্টদেব রায় হতে, লড়ায়েতে মেতে গেল ন্যাড়া।
ফকিরের বুজরুগীতে লোক হল পুঁড়াছাড়া॥
নাই আর অন্য গতি, ব্রাহ্মণ জাতির থাকা হল ভার।
ব্রহ্মহত্যা গোবধ-আদি কল্লে একাকার॥
কযেকটা জোলা মিলে তাঁত ফেলে মোলবি সব হল।
মুলুকগিরি করি ফিরি, লাউঘাটিতে গেল॥
সেথাতে কল্লে মজা, তুলে ধ্বজা, লড়াই ফতে করে।
রতিকান্ত রায়ের বেটা, দেবনাথকে মারে॥
কইতে ফাটে বুক, বড় দুখ, রায় মরে গেল।
সিংহের মরণ যেন শৃগালের হাতে হল॥
কিন্তু যত ন্যাড়াগণের ঘোড়া কেড়ে গিয়ে লয়।
ঘোড়া জোড়া ফেলে ন্যাড়া পলাইয়ে যায়॥
এই সব আজব কথা, খেলে মাথা, যত ন্যাড়া মেলে।
গেরস্থ লোক পলায় সব, ঘর দুয়ার ফেলে॥
তাদের বা দুখ কত, নারী যত, ঘর ছেড়ে যায়।
দেখলে ন্যাড়া, দেয় তাড়া, বুদ্ধি হত হয়॥
এইরূপ লোটে দেশ, অবশেষ. নারিকেলবেড়ে গিয়ে।
বলে আল্লা, বানায় কেল্লা, বাঁশের ব্যাড়া দিয়ে॥
তিতুমির বাদসা হল, হুকুম দিল, উজিরের তরে।
মৈজদ্দি উজির হয়ে, হুকুম জারি করে॥
যেমত সব ধুলো খ্যালা, ছেলে বেলা, যত ছেলে করে
ফকিরের বুজরুগী, তেমন বুঝহ অন্তরে॥
ফৌজ সব ফেরে কত, দেড়ে যত, ইট লাটী লয়ে।
পোষাকের কথা তাদের, কাজ কিরে ভাই কয়ে॥
শেষেতে একে আর, বাঁচা ভার, শুন সমাচার।
বারঘরের কুটী লুটে কল্লে ছারখার॥

সাহেব যায় পলাইয়ে, খবর নিয়ে, মেজেষ্টারে গিয়ে।
গ্রেপ্তার কারণে সাহেব আইল ফৌজ নিয়ে॥
যত সব চৌকিদার, সমাচার মেজেষ্টারের পেয়ে।
মৌলুবিরদের ঘেরে সব একত্র হইয়ে॥
কিন্তু ঘেরা মাত্র, হাতে অস্ত্র, দাঁড়াইয়ে ছিল।
মার্মার্ শব্দ করে, মৌলবি সব গেল॥
মাল্লে সেপাই যত, কব কত আহা মরি মরি।
দারগাকে মাল্লে সব চারিদিকে ঘেরি॥
সাহেবের কপাল ভাল, জোর ছিল, দৌড়ে সে পলালো।
সেপাই মেরে, যত দেড়ের বৃদ্ধি বেড়ে গেল॥
মিশাতে পর্ব্বত নাড়ে, ফিরে রাঢ়ে, বঙ্গে চমৎকার।
নদে জেলার মাজিষ্টার, আইল তারপর॥
কিন্তু তার জাঁক বড়, হয়ে দড়, আল্ল সাহেব এল।
মূলুক বজরা পিনেষ আদি হাতি কতকগুল॥
ধমকে পাষাণ ফাটে, সত্য বটে, মিছে কিন্তু নয়।
একদিন ছাউনি করে বারঘরেতে রয়॥
পরদিন কামান ছোটে, সাহেব ওটে, দেলপুরু হয়ে।
বারাসতের মাজিষ্টার আইল ফৌজ লয়ে॥
এইটে ভেবে মনে, ডেভিসনে নদের সাহেব বলে।
বারাসাতের ফৌজ এসেছে চলহ সকলে॥
দেখিগে নারিকেলবেড়ে, যত দেড়ে, কেত্তা লড়াই দ্যায়।
বুকে পিঠে মারব গোলা বাঁচবে কে কোথায়॥
ডেভিসন্ ইএশ্ বলিল, সর হইল, হাতির উপর চড়ে।
মার্ মার্ শব্দ করে চল্লো নারিকেলবেড়ে॥
হাতি যায় দশ বারটা, ঘোড়া ছটা, সাত আটজন ইংরাজ।
পিছে পিছে চল্ল সব থানার বরকন্দাজ॥
দারগা সমিভারে, একত্রে যাচ্ছে মহিম দিতে।
হাতীর আগে স্থবল গোলক চল্লো লাঠী হাতে॥
বাদামের পাতা শিরে, চিহ্ন করে, দিল সাহেবেতে।
দেখতে পেয়ে এল ধেয়ে যতেক হেদাতে॥

তলোয়ার লাঠী হাতে, বন্দুক সাতে লয়ে কতকগুলা।
সাহেবকে তাড়ায়ে লয়ে চল্লো কাছা খোলা॥
সুবল গোলকে বলে, গণ্ডগোলে কাজ কি হেথা থেকে।
মাথার পাতা ফেলে, এখন পার হও পাটনি ডেকে॥
সাহেব লোক বজরায় ওঠে, বিপদ ঘটে, বন্দুক নিল হাতে।
কাট্‌ কাট্‌ বলে গেল বজরার নিকটে॥
এসে সব হল খাড়া, যত ন্যাড়া, লড়াই করিবারে।
বজরা ভাসাসনেরে বলে ইট ফেলে মারে॥
সাহেবের বাঁচা ভার, বে-একতার কল্লে কাজে কাজে।
গোটা পাঁচ ছয় দেওড় করে, থেকে বজরার মাঝে॥
গোটা কয়েক জখম হলো, টেনে নিল পিছের হেদাতেরা।
গুলিওয়ালাব কাছে সাহেব জিজ্ঞাসে অস্তরা॥
ছাওড়ে পড়ে কি না, যায় না জানা, বজরার ভিতর থেকে।
গুলিওয়ালা বলে সাহেব পড়লো এসে ঝুকে॥
এদের কেউ মরে নিকো, দস্ত ছাখ যত পাতি নেড়ে।
জানে বাঁচ যদি, সাহেব পলাও হাতি চোড়ে॥
সাহেবের হল ভয়, অতিশয়, এ সব দাড়া দেখে।
ফকিরের বুজরুগী আছে, কাজ কি হেথা থেকে॥
হাতিতে হয়ে সর, মেজিষ্টার নদী পার হল।
চক্ষের নিমিষে সাহেব ঘোলামেদে গেল॥
হেদাতের হল দেশ, নেড়ের শেষ, এককালে হয়।
কিন্তু চম্‌চমা লাগে ইথে গবরনরের ভয়॥
কাপটেন সাহেব ডেকে, হুকুম তাকে গবরনর যে দিল।
কেল্লায় যেয়ে ফৌজ সব বেছে বেছে নিল॥
এল সব ঘোড়ায় চড়া, হয়ে খাড়া, হাঙ্গার পাশে ঝোলে।
কি শোভা করেছে তাদের পোশাকের লালে॥
যেন সব যমদূত, রজপুত আদি কতকগুলি।
সেপাই আইল সব লয়ে বন্দুক-গুলি॥
ফৌজ সব এল যত, কব কত, বর্ণিতে না পারি।
নারকেলবেড়ে হল জ্যান যম রাজার পুরি॥

কামানের শব্দ শুনে, ফকির পানে, মৌলুবি সব চায়।
বুজরুগী সব ফাঁকি জান্ গেলোরে হায় ॥
ফকির বলে তখন, বাপুধন, ভয় করবে কারে।
এই ভ্যাখ গোল্লা খাই হজরতের বরে ॥
সেটাত মিথ্যা নয়, সত্য হয়, গোল্লা খেতে হবে।
মৈজদ্দী কেঁদে বলে উজীর কেজ লবে ॥
কাপটেন সাহেব জোরে, ফকিরেরে কহেন এক কথা।
দস্তগির্ হবে কি লড়ায়ে দিবে মাথা ॥
ফকির বলে ভাই, লড়াই চাই, দস্তগির্ না হব।
গোল্লা মার এখন আমি ধরে ধরে খাব ॥

ত্রিপদী।

বলে ফকির, কোথায় উজীর,
হুকুম জারি করে।
শুনে উজীর, হলো হাজীর,
ফকিরের হুজুরে ॥
হুকুম দ্যায়, কারে ভয়,
লড়াইতে সাজে।
দিয়ে সায়, উজীর যায়,
হেদাতের মাঝে ॥
করে ধূম, বড জুম,
মৌলুবি সব মাতে।
কেউ ঢাল, তলওয়ার,
পিস্তল লয়ে হাতে ॥
ধায় নেড়ে, কালা পেড়ে,
বলে আয় ধিরে।
হাঁকে হাঁকে, ঝাঁকে ঝাঁকে,
ইট ফেলে মারে ॥
ইঙ্গরেজে, তবে সাজে,
হুকুম দিল কাপ্টেনে।

হুকুম পেয়ে,　　　সেপাই ধেয়ে,

যায় কেল্লা পানে ॥

তোপ ছাড়ে,　　　দেড়ে পরে,

মরে ঝাঁকে ঝাঁকে।

ঘোর শবদ,　　　শুনি তবধ,

আল্লা বলে ডাকে ॥

কোন দেড়ে,　　　যায় দৌড়ে,

তরুক্ সওারে কাটে।

কোটা ফাটে,　　　ধূম ওটে,

ব্যোমের গোল্লা ছোটে ॥

কব কত,　　　মমীন্ যত

পলায়ে যায় ঘরে।

হরু কয়,　　　মিথ্যা নয়,

গেলা ছারে খারে ॥[৩]

এই ত ছড়া। কিন্তু ছড়ার আভাসে কি জীবনী শিক্ষার তৃপ্তি-সাধন হয়? তিতুর জীবনী কেবল মুসলমানের নহে; হিন্দু, খৃষ্টান, শিখ, পারসিক, সকল জাতির পাঠ্য। পাঠ্য কেন, শিক্ষণীয় বলিয়া, তিতুর জীবনীতে উদ্‌ভ্রান্তের ভ্রান্তি কাটে,—অশান্তের শান্তি আসে, উন্মাদের প্রলাপ ছুটে,—মূঢ়ের মোহ টুটে।

৩ কলিকাতা বরাহনগর নিবাসী টাঁকীর অন্যতম জমীদার শ্রদ্ধাভাজন সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রমোহন চৌধুরী এম্, এ, বি, এল, মহাশয়ের নিকট হইতে এই ছড়ার কিয়দংশ প্রাপ্ত হই। সেই অংশ বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে "ছত্রপৎ-শিবজী" ও "প্রতাপাদিত্য" প্রণেতা ভক্তিভাজন সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় সমগ্র ছড়ার পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়া দেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

তিতুর জন্ম

১৭৮২ [illegible] খ্রীষ্টাব্দে জেলা চব্বিশ পরগণার বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত হায়দরপুর গ্রামে তিতুমীরের জন্ম হয়। হায়দরপুর গ্রাম বেঙ্গল সেন্‌ট্রাল রেলওয়ের গোবরডাঙ্গা ষ্টেশন হইতে প্রায় চারি ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বে। হায়দরপুর হইতে ইছামতী নদী প্রায় দুই ক্রোশ পথ দূরে অবস্থিত। তিতুমীর মুসলমান। হায়দরপুর গ্রামে অধিকাংশ মুসলমানের বাস।

তিতুর কাল

তিতুর জন্মগ্রহণ করিবার পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে মাত্র পলাসি-ক্ষেত্রে ব্রিটিস-রাজের বিজয়-পতাকা প্রোথিত হইয়াছিল। তখন মুসলমান-সাম্রাজ্যের গৌরব-স্মৃতি মুসলমানের অন্তস্থলে জাজ্জ্বল্যমান ছিল। সে স্মৃতি-তাপের উষ্ণ ধূমোচ্ছ্বাস তখন মুসলমানের প্রাণে প্রাণে পলকে পলকে উদগত হইতেছিল। তখন বঙ্গদেশ এক প্রকার অরাজকবৎ হইয়া উঠিয়াছিল। ব্রিটিসের প্রভুত্ব তখন বঙ্গে বদ্ধমূল হয় নাই। সুতরাং বঙ্গদেশ তখন একেবারে নিরুপদ্রব হইতে পারে নাই। চোর-ডাকাইতের চরম অত্যাচারে, জমিদার-গণের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে, দুর্ব্বলের উপর সবলের আক্রম-বিক্রমে, সকল প্রকার শাসন-শৃঙ্খলার অসদ্ভাবে, সমগ্র বঙ্গভূমি উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল।

তিতুর বংশমর্য্যাদা

হায়দরপুর চব্বিশ পরগণার একটী গণ্ডগ্রাম। সাধারণ গ্রামবাসী মুসলমান অপেক্ষা তিতুমীরের সাংসারিক সম্বন্ধ উচ্চতর। মুন্সী আমীর একজন সম্ভ্রান্ত ধনী জমিদার ছিলেন। বৈবাহিক সম্বন্ধে মুন্সী আমীরের সহিত তিতুর আত্মীয় সম্বন্ধ সংঘটিত হয়। তিতুর বংশমর্য্যাদা বড় ছিল।

তিতুর মূর্ত্তি

তিতু সুন্দর সুপুরুষ ছিল। তপ্ত কাঞ্চননিভ গৌরাভ;—বলসার গিরিগজবৎ খর্ব্ব দেহ—বলিষ্ঠ ও সুসম্বদ্ধ;—বদনমণ্ডল প্রীতি-প্রফুল্লতাময়,—বিধূম বহ্নিবৎ নয়নযুগল নিত্য তীব্রোজ্জ্বল। তিতুকে দেখিলে মনে হইত,—তিতুর দেহ ধর্ম্ম-সাধনার জন্য নহে,—সমর-লীলার জন্য গঠিত হইয়াছে। সে দেহ ধর্ম্ম-ভাব দ্যোতক নহে,—বীরত্ব-বীর্য্য-ব্যঞ্জক।

তিতুর বাল্যাবস্থা

যে তিতু উৎকট ধর্ম্মমদোৎকটতায় সুপথ চিনিতে না পারিয়া, উন্মত্ত এবং উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছিল, সেই তিতু বাল্যকালে স্বধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান্ ছিল। আপনার ধর্ম্ম-নিষ্ঠায় তাহার প্রগাঢ় আসক্তি ও অনুরক্তি ছিল। আপনার ধর্ম্মে তাহার যেরূপ আসক্তি ছিল, আপনার সম্প্রদায়ের উপরও তাহার সেইরূপ শ্রদ্ধাভক্তি ছিল। মুসলমান শক্তির উচ্ছেদ চিন্তায় বালক তিতুর প্রাণ নিত্য ম্রিয়মান হইত। তিপু সুলতানের শোচনীয় পরাভব ও দিল্লীশ্বর সাহ আলমের অবস্থা-বিপর্য্যয়ের কথা স্মরণ হইলে, তিতু প্রাণে ব্যথা পাইত। আত্মেতর মুসলমানেরা তিতুর প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ছিল। সে মনে করিত, যে কোন মুসলমান, তাহার ভ্রাতা, পিতা, মাতা, কিম্বা অন্য কোন আত্মীয় অপেক্ষাও আত্মীয়। স্বধর্ম্মে যাহার এত অনুরাগ, স্বসম্প্রদায়ে যাহার এত মমতা, আত্মধর্ম্মশাসনে যাহার এত শ্রদ্ধা, তাহার হৃদয়ে যে স্বধর্ম্মাবলম্বী, সর্ব্বোচ্চ শক্তিশালী দিল্লীশ্বরের অধঃপতন শেলসম বাজিবে, তাহার আর বিচিত্র কি? তিপুর পরাভবে এবং সাহ আলমের ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে মুসলমানের গৌরবভানু জন্মের মতন অস্তমিত হইল, বালক হইলেও, তিতু বোধ হয়, আপনার স্বধর্ম্মানুরাগের দীপ্তরাগপ্রভায় তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল। সেই নিত্য-প্রবুদ্ধ ধর্ম্মানুরাগের উন্মেষণায় বুঝি তিতুর বালক-হৃদয়ে মুসলমান-গৌরব-উদ্ধারের অসাধ্য-কল্পনা জ্বলিয়া উঠিত! তিতুর বাল্য-যৌবনের কার্য্য-তাৎপর্য্যে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হয়।

তিতুর যৌবনাবস্থা

মুসলমানের গৌরব উদ্ধার হয়ত তিতুর আজন্ম আকাঙ্ক্ষা। তিতুর উদ্দেশ্য ভাল; তিতুর স্বজাতিপ্রীতিও প্রশংসার্হ; কিন্তু তিতু উদ্দেশ্য সিদ্ধির যে পথ অবলম্বন করিয়াছিল, তাহা সর্ব্বথা নিন্দনীয়। ভ্রান্ত তিতু মনে করিয়াছিল, পাশব-বিক্রমে আপন দেশের উদ্ধার হইবে, আপন ধর্ম্মের উদ্ধার হইবে, আপন জাতির উদ্ধার হইবে, আপন সমাজের উদ্ধার হইবে। তিতু একান্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পুরুষ; তাই উদ্দেশ্যসিদ্ধির যে পথকে প্রকৃষ্ট ভাবিয়াছিল, সেই পথের পথিক হইবার জন্য যৌবনকাল হইতে আপনার দেহমনকে প্রস্তুত করিয়াছিল।

যৌবনে তিতু সংসারী ছিল। তিতু স্ত্রীপুত্র পরিবার লইয়া সংসার প্রতিপালন করিত। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে তিতু কলিকাতায় পেশাদারী পালোয়ান হইয়াছিল। পালোয়ানী পাশব-বিক্রম প্রকাশের একতম পথ নহে কি? কেবল পালোয়ানীতে তিতু তৃপ্ত হইল না। পালোয়ানীতে ত অস্ত্রের সম্পর্ক নাই। পালোয়ানের প্যাঁচে ত অস্ত্র-শিক্ষা নাই। অস্ত্র শিক্ষা না হইলে, অস্ত্র-ব্যবহার করিতে না পারিলে, অস্ত্র-সঞ্চালনের কৌশল আয়ত্ত না হইলে, অস্ত্রের লক্ষ্য-নির্দ্ধারণের শক্তি না জন্মিলে, পাশব-বিক্রমে উদ্দেশ্যসিদ্ধির আশা বৃথা। তাই বুঝি, তিতু পালোয়ানী ছাড়িয়া, নদীয়ায় কতকগুলি জমিদারের নিকট লাঠিয়ালের চাকরী গ্রহণ করিয়াছিল। পাশব-বিক্রম-সঞ্চয়ের ফল হাতে হাতে ফলিল। তিতু জমিদারদিগের চাকুরী করিবার সময় একটা বিষম দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লিপ্ত হইয়াছিল। সেই অপরাধে তাহার কারাদণ্ড হয়।

তিতুর ধর্ম্মতত্ত্ব

কারাবাস হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আসিলে পর, এক সময় দিল্লীর রাজপরিবারের কোন এক ব্যক্তির সহিত তিতুমীরের আলাপ পরিচয় হয়। এই আলাপ-পরিচয় তিতুমীরের মতান্তর অবলম্বনের অন্যতম একটা হেতু হইল। যাঁহার সহিত আলাপ-পরিচয়

হইয়াছিল, তিতু তাঁহার সহিত মক্কায় গিয়াছিল। তখন তিতুর বয়স ৩৯ বৎসর। মক্কা-তীর্থে সৈয়দ আহম্মদের সহিত তিতুর আলাপ হইল। সৈয়দ আহম্মদ মুসলমান ওয়াহাবী-সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রচারক। পরন্তু সৈয়দ আহম্মদ ওয়াহাবী সম্প্রদায়ের মত-সংস্কারক। তিনি অনেকগুলি নূতন মতের প্রবর্ত্তন করেন। এখন অনেক মুসলমানের নিকট সৈয়দ আহম্মদ "ইমাম" বলিয়া সম্মানিত ও পূজিত হইয়া থাকেন। মক্কায় তিতু এই সৈয়দ আহম্মদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। এতদিন তিতু যে উদ্দেশ্য হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিল, সৈয়দ আহম্মদের শিষ্যত্ব তাহারই সহায়-পোষক হইল। ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধে প্রাণ দেওয়া ধর্ম্ম, সৈয়দ আহম্মদের ইহাই প্রধানতম মত। মুসলমান ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করিয়া যদি মুসলমান জাতির উদ্ধার সাধন হয়, তাহা হইলে, মুসলমানদের উদ্ধার হইল।

তিতু যে গুরুর শিষ্য হইয়াছিল, সেই গুরু তিতুকে শিখাইয়াছিলেন, যতদিন প্রাণ থাকিবে, ততদিন ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করিবে। তিতু যে মন্ত্র পাইয়াছিল, তাহাতে তিতু বুঝিয়াছিল, ধর্ম্মের জন্য প্রাণান্তপণে যুদ্ধ করিতে হইবে। তিতু এই গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, এই মন্ত্র হৃদয়ে পোষণ করিয়া, বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিয়াছিল। তিতু বাল্যে যাহা চাহিয়াছিল, যৌবনে যাহার পোষণ করিয়াছিল; প্রৌঢ়ে তাহাই পাইল।

তিতুর ওয়াহাবীত্ব

এইখানে ওয়াহাবী তত্ত্বের একটু তাৎপর্য্য প্রকাশ করা প্রয়োজনীয়; নহিলে তিতুর মতটা ভাল বুঝা যাইবে না। সাধারণতঃ মুসলমানের "সুন্নি ও সিয়া" নামে দুই সম্প্রদায় আছে। বাহ্যগঠনে, বাহ্য-অনুষ্ঠানে, ধর্ম্মসংক্রান্ত বাহ্যোৎসবে এবং পবিত্রতার বাহ্য-ভাব-প্রণোদনে "সিয়া"-সম্প্রদায়ের পরম-প্রীতি। "সুন্নি" সম্প্রদায়ের ইহার বিপরীত ভাব। তাহাদের মত,—বাহ্যানুষ্ঠান প্রকৃত মুসলমান ধর্ম্মসম্মত নহে। পবিত্র স্থান পরিদর্শনে সুফল

হয়, সাধু ব্যক্তির সাধন-পূজায় লাভ আছে, "সিয়া"-সম্প্রদায়ের এই বিশ্বাস। সুন্নি-সম্প্রদায়ের কিন্তু এ বিশ্বাস নাই। এই দুই সম্প্রদায়ের আবার অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল আছে। সে সকল দলের কার্য্যানুষ্ঠানের অল্পবিস্তর তারতম্য আছে। মতবিরোধ হেতু সিয়া ও সুন্নি-সম্প্রদায়ে চিরবিরোধ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ওয়াহাবী, সুন্নি-সম্প্রদায়ের একটি শাখা। "ওয়াহাবী" কথাটি মূলত আরব দেশের এক সম্প্রদায়ে প্রযোজ্য। এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক সেখ আবদুল ওয়াহাবের নাম হইতে "ওয়াহাবী" নামের সৃষ্টি হইয়াছে। গত শতাব্দীর প্রারম্ভে মধ্য-আরবের নাজদ প্রদেশে আবদুল ওয়াহাবের জন্ম হয়। তিনি এই মত প্রচার করেন, "এক ঈশ্বরকেই বিশ্বাস করিবে। কেবল তাঁহাতেই নির্ভর করিবে। যাহাতে ঈশ্বরের অপগমতা হয়, সেরূপ ভাবে মহম্মদকে বাড়াইবে না। কোনরূপ মূর্ত্তি, উৎসব বা উপবাসাদি অনুষ্ঠানে যেন মতি-গতি না থাকে। তরবারির সাহায্যে মুসলমান-ধর্ম্মের প্রসার বৃদ্ধি করিতে হইবে।"

বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতে ওয়াহাবী মত প্রবর্ত্তিত হয়। এই সময়ে ফরিদপুরের কাজি সরিয়াতুল্লা বঙ্গদেশে এই মতের প্রবর্ত্তন করেন। ইঁহার শিষ্য-উপশিষ্যবর্গ ফেরাজি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। নানা কারণে ইহারা ভারতে প্রবল হইতে পারে নাই। কিন্তু সরিয়াতুল্লা যে মত প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার ফলে বঙ্গের মুসলমানেরা সৈয়দ আহম্মদের মত শীঘ্র সাগ্রহে গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। অযোধ্যার রায়বেরিলিতে সৈয়দ আহম্মদ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অল্প বয়সে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া, টঙ্কের নবাব আমীর খাঁ পিণ্ডারীর একটী সৈনিক-পদে নিযুক্ত হন। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি টঙ্ক পরিত্যাগ করিয়া দিল্লী গিয়াছিলেন। তথায় তিনি বিখ্যাত সাহা আবদুল আজিজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সাহা আবদুল আজিজ ভারতের একজন বিখ্যাত মুসলমান পণ্ডিত ছিলেন। ভারত ছাড়াইয়া তাঁহার সুনাম প্রচারিত হইয়াছিল।

মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর তাঁহার সম্পূর্ণ আধিপত্য হইয়াছিল।

সৈয়দ আহম্মদ ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্জাবের শিখদের বিরুদ্ধে ধর্ম্ম-যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। পরে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে মক্কায় যান। তথা হইতে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আবার কলিকাতায় আসেন। শিখদের সহিত যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কালাকোটে শিখদের সহিত যুদ্ধে সৈয়দ আহম্মদ নিহত হন।

পাবনার মহম্মদ হোসেন সৈয়দ আহম্মদ কর্ত্তৃক খালিপা-পদে নিযুক্ত হন। সৈয়দ আহম্মদ মহম্মদ হোসেনকে যে সনন্দ দেন, তাহাতে সৈয়দের মতের আভাস পাওয়া যায়। সেই আভাসটুকু এই,—

(১) ভগবানের বিভূতি যেন মানুষে আরোপিত না হয়।

(২) কোনরূপ বাহ্যানুষ্ঠান বা বাহ্যোৎসব করিবে না।

প্রথম মতের ব্যাখ্যা এই,—পরী, প্রেত, ভূত, পুরোহিত, শিষ্য, ছাত্র, পীর-পয়গম্বর কাহারও ভাল করিবার শক্তি নাই,—মন্দ করিবারও ক্ষমতা নাই। পীর-পয়গম্বর, পরী, প্রেত, কাহারেও পূজা করিবে না।

দ্বিতীয় মতের ব্যাখ্যা এই,—বিবাহে বা মৃত্যুতে কোনরূপ উৎসব-অনুষ্ঠান করিবে না। সমাধি সজ্জিত করা, সমাধির উপর ঘর-বাড়ী তৈয়ারি করা, তাজিয়া তৈয়ারি করা, মৃতের বাৎসরিক উৎসব করা, ইত্যাদি নিষিদ্ধ। কথায় না হয়, তরবারিতে লোকের মতি-গতি ফিরাইবে।

এইরূপ মত লইয়া সৈয়দ আহম্মদের শিষ্য তিতুমীর দেশে ফিরিয়া আসিয়াছিল। এই মতের অনুসরণ করিতে গিয়া, তিতুমীর আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছিল। এই মতের প্রভাবেই তিতুর পাশব-বিক্রম প্রকাশের পথ প্রশস্ততর হইল।[৪]

৪ *"A sketch of the Wahibhis in India down to the death of Sayyed Ahmad in 1831."* Calcutta Review, Vol. 50 pp 73—104.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তিতুর ধর্ম্মপ্রচার

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে তিতুমীর মক্কা হইতে ফিরিয়া আসে। মক্কায় হজ করিবার পর তিতুর নাম তিতু মিঞা হইল। হায়দরপুরে তিতু মিঞা আপনার ধর্ম্মমত প্রচার করিতে আরম্ভ করে। তখন বাঙ্গালার অনেক মুসলমানের আচার-ব্যবহার অনেকটা হিন্দুর ন্যায় ছিল। জোলা, নিকারী, পটুয়া, বাদ্যকর প্রভৃতি মুসলমান সম্প্রদায় হিন্দু-আচারী। তাহারা হিন্দুর ন্যায় চলিবে, ইহা তিতুমীর সহিতে পারিল না। তিতু উদ্যোগী শক্তিশালী পুরুষ। কেবল হিন্দু মতে নহে, যে সকল মুসলমান তিতুর মতাবলম্বী ছিল না, তিতু তাহাদিগকে আপনার মতাবলম্বী করিবার জন্য প্রাণান্তপণ করিল। নিজ গ্রামে এবং নিকটবর্ত্তী গ্রামে নব-সংস্কৃত ওয়াহাবী ধর্ম্ম প্রচারিত হইতে লাগিল। তিতুর ধর্ম্মমতে অনেক মুসলমানও প্রীত নহে। তিতুব মতে পীর-পয়গম্বর মানিতে নাই,—মন্দির-মস্‌জিদ তৈয়ারি করিতে নাই,—শ্রাদ্ধ শান্তির (মুসলমানী কথা,—'ফয়তা') প্রয়োজন নাই,—টাকা কর্জ্জ দিয়া সুদ লইতে নাই। তিতু প্রচার করিল,—পর্ব্বোপলক্ষে বা পুত্র-কন্যার বিবাহে বাদ্যোদ্যম করিবে না,—কাছা দিয়া কাপড় পরিবে না। অন্যান্য ধর্ম্মমতাবলম্বী সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরা তিতুর ধর্ম্মপ্রচারে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তবে নিম্ন-শ্রেণীর মুসলমানেরা তিতুর বাক্‌পটুতায় বিমোহিত হইয়া তিতুর দলভুক্ত হইতে লাগিল। অল্পদিনের মধ্যে প্রায় তিন চারি শত লোক তিতুর শিষ্যত্ব স্বীকার করিল। যাহারা তিতুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিত, তাহাদিগকে দাড়ি রাখিতে হইত। এই দাড়ির একটা মাপ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। দাড়ি, কাছা-খোলা এবং মাথার মধ্যভাগ কামান, তিতুর মতের বিশিষ্ট বাহ্য স্বাতন্ত্র্য-নিশানা। শিষ্যগণের

প্রতি কঠোর আদেশ হইল, যাহারা স্বদলভুক্ত নহে, তাহাদিগের সঙ্গে যেন কোনরূপ সমাজ-সংস্রব না থাকে। ক্রমে তিতুর শক্তি বাড়িতে লাগিল। নারকেলবেড়িয়ার চতুষ্পার্শ্বে দশ পনের ক্রোশ ব্যাপী ভূভাগে তিতুর শক্তি প্রসারিত হইল।

যাহারা তিতুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা রাত্রিতে তিতুর বাড়ীতে সমবেত হইত। এই সময় একজন ফকির আসিয়া তিতুমীরের সহায় হইয়াছিল। ফকির নানাপ্রকার ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারে অশিক্ষিত লোকদিগকে যেন মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। তাহার ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে এবং তিতুর প্রচার-গুণে দলে দলে লোক আসিয়া ফকির এবং তিতুর পদানত হইল। যখন শিষ্য দিগের ভক্তি চরমে উঠিয়াছিল, তখন তাহারা আহার-নিদ্রা ও বিষয়-কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, অহোরাত্র তিতুমীর ও ফকিরের সেবায় নিযুক্ত থাকিত। জোলারা বস্ত্র-বয়ন প্রভৃতি কার্য্যে মনোযোগ করিত না এবং পরিবারাদির কোন তত্ত্ব রাখিত না; কেবল তিতুমীর ও ফকিরের নিকটে থাকিত। ভক্তির ইহাই ত স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম। তিতু অবশ্য ভাবিত, সে যাহা করিতেছে, যাহা বলিতেছে, তাহাই সত্য। ভক্ত শিষ্যেরাও বুঝিত, তাহাই সত্য। সত্যের প্রচার হউক, ইহাই গুরু-শিষ্যের চরম উদ্দেশ্য।

তিতুর নিন্দা

তিতুর মত সত্য কি নিত্য, মিথ্যা কি অমূলক, তাহার বিচার করিবার এ স্থান নহে। তবে তিতু যাহা সত্য ভাবিয়াছিল, তাহার প্রচার সে অবশ্যকর্ত্তব্য মনে করিয়াছিল। প্রচার হউক; কিন্তু প্রচারের পথ ও প্রণালী পাপান্বিত। তিতু বহু গুণ-সম্পন্ন ছিল; কিন্তু তিতু পরধর্ম্ম সহিতে পারিত না। সেই পরধর্ম্ম অসহিষ্ণুতা তাহার পাশব-বিক্রমের উত্তেজিকা হইয়াছিল। তাই তিতুর প্রচার-উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। এই পরধর্ম্মের অসহিষ্ণুতাফলে তিতুর গুরু সৈয়দ আহম্মদ পূর্ণ মনোরথ হইতে পারেন নাই। আহম্মদের শিষ্যগণ গোপনে গোপনে ধীরে ধীরে পূর্ব্বমত পরিত্যাগ করিয়া

নূতন মতে কাজ করিয়াছিল; কিন্তু পরধর্ম্মের অসহিষ্ণুতাটুকু চাপিয়া রাখিতে পারে নাই। পরের ধর্ম্ম সহিতে পারিত না বলিয়া আহম্মদের শিষ্যমণ্ডলী পরধর্ম্মাবলম্বীকে আক্রমণ করিয়াছিল। একজন পঞ্জাবী মালিক মহরমের সময় মুসলমানের মসজিদ ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। তাই তাহার জমিদার তাহার অর্থদণ্ড করিয়া তাহাকে বন্দী করিয়াছিলেন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব্ববঙ্গ উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ঐ বৎসর এপ্রিল মাসে আহম্মদশিষ্য ফরিদপুরের সরিয়ৎউল্লা একটী গ্রাম আক্রমণ করিয়া গ্রামটী লুঠিয়া লইয়াছিল। গ্রামের একজন লোক তাহার মতাবলম্বন করে নাই বলিয়া, সমগ্র গ্রাম লুণ্ঠিত হইয়াছিল। পরের ধর্ম্ম সহিতে না পারিয়া, পরের ধর্ম্মকে ঘৃণা করিয়া, পরধর্ম্মীকে আক্রমণ করিলে, বিরোধ ঘটে। সেই বিরোধইত সর্ব্বনাশের মূল।

তিতু পরধর্ম্মাবলম্বী,—এমন কি পরমতাবলম্বী মুসলমানকে ঘৃণা করিত। এ ঘৃণার ফলে তিতুর পাশব-বিক্রমের প্রয়োজন হয়। তিতু গ্রাম লুঠিয়াছিল; এমন কি, মুসলমানের মস্‌জিদ পুড়াইয়া দিয়াছিল। এ উৎপাতের অবশ্য উত্তেজনা হেতু হইয়াছিল। তিতুর আচরণে অন্য মতাবলম্বী মুসলমানেরা উৎকণ্ঠিত হইল। তাহারা পুঁড়া-গ্রামের জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের নিকট তিতুর আচরণের কথা জানাইল। যে সকল জোলা তিতুমীরের মতানুসারে চলিতেছিল, তাহাদের আত্মীয়েরাও উক্ত জমিদার রায় মহাশয়ের শরণাপন্ন হইল। রায় মহাশয় তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া বাড়ী পাঠাইয়া দেন।

তিতুর দাঙ্গা

এই সময় ৺কৃষ্ণদেব রায় প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার ছিলেন। সাধারণতঃ বাঙ্গালার অধিকাংশ জমিদার তখনও শক্তিশূন্য হন নাই। তবে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর সময় যে সম্মান-গৌরবে, যে বীরত্ব-বিভবে, যে শক্তি-সামর্থ্যে, যে জ্ঞান-বিক্রমে বাঙ্গালার জমিদারবর্গ যশস্বী হইয়াছিলেন, তিতুমীরের সময় জমিদারবর্গের

সে সম্মান-গৌরব, সে বীরত্ব-বিভব, সে শক্তি-সামর্থ্য, সে জ্ঞান-বিক্রম ছিল না। আলিবর্দ্দীর সময় জানকীরাম আলিবর্দ্দীর প্রধান মন্ত্রী ছিলেন; রায়দুর্লভ উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন; রায়-গড়ের জমিদার মুসলমান সৈন্যগণের সহিত অসীম বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিলেন; জমিদার পালোয়ান সিংহ মুসলমান-সৈন্যের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন; জগৎ শেট দ্বিতীয় ধনকুবের ছিলেন। তিতুমীরের সময় জমিদারবর্গ এরূপ যশোভাক্ না হউন; কিন্তু তখনও প্রজারা জমিদারগণকে ভয় করিত; জমিদারগণ অবাধ্য অশান্ত প্রজাগণের শাসন করিতেন; বাঙ্গালায় ইংরেজ-রাজত্ব তখন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বটে; শাসনেরও অপেক্ষাকৃত শৃঙ্খলা-ব্যবস্থাও হইয়াছিল বটে; কিন্তু জমিদারবর্গ তখনও একেবারে হৃতশক্তি হন নাই; তখনও প্রজা-জমিদারের স্বত্বাস্বত্ব নির্ণয় করিবার আইন-কানুনের সৃষ্টি হয় নাই; তখনও জমিদারের নামে কোনরূপ অভিযোগ-কল্পনার কথা প্রকাশ হইলে প্রজার রক্তশোষণ সুদূর-পরাহত হইত না; তখনও কোনরূপ অত্যাচার করিয়া, প্রজার কোন প্রকারে পার পাইবার সম্ভাবনা থাকিত না। সুতরাং প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার কৃষ্ণদেব তিতুমীরের বিরুদ্ধে আপনার প্রজামণ্ডলীর অনুযোগ শুনিয়া, তিতুমীরের মতাবলম্বী প্রজাদিগকে শাসন করিবার চেষ্টা না করিয়া, নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন কি?

কৃষ্ণদেব হুকুম দিলেন, তাঁহার জমিদারী মধ্যে যাহারা ওয়াহাবী মতাবলম্বী, তাহাদিগের প্রত্যেককে দাড়ির উপর আড়াই টাকা করিয়া খাজনা দিতে হইবে। হিতে বিপরীত হইল। কৃষ্ণদেব পুঁড়া গ্রামে নির্ব্বিঘ্নে দাড়ির খাজনা আদায় করিয়াছিলেন। পরে তিনি সর্পরাজপুর গ্রামে খাজনা আদায় করিতে অগ্রসর হন। তিতুমীর এই খাজনার কথা শুনিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। সর্পরাজপুর গ্রামে যে খাজনা আদায় করিবার চেষ্টা হইবে, তিতুমীরের দলভুক্ত লোকেরা পূর্ব্বে তাহার সন্ধান পাইয়াছিল। তাই তাহারা পূর্ব্ব হইতে সর্পরাজপুরে দল বাঁধিয়া একত্র হইয়াছিল।

সর্পরাজপুরের লোকেরা হায়দারপুর গ্রামে গিয়া জমিদারের কথা জানাইল। জমিদার দাড়ি প্রতি জরিমানা আদায় করিবেন শুনিয়া তিতু ক্রোধ কম্পিত কলেবরে বলিয়া উঠিল,—"আমাদের ধর্ম্মের কথায় কথা কহিবার কাফেরের কোন একতিয়ার নাই। কৃষ্ণদেব শয়তানি করিতেছে। তোমরা জরিমানা দিও না। জমিদার ডাকিলেও তাহার কাছারিতে যাইবে না। তারপর যাহা করিতে হয়, আমি করিব।"

তিতুর কথা শুনিয়া সকলেই আশ্বস্ত হইল বটে, কিন্তু জমিদারের প্রবল প্রতাপের বিভীষিকা যাহাদের মনে আবির্ভূত হইল, তাহারা তিতুর তেজস্বী নির্ভীক আশ্বাস-বাক্যেও ইতস্তত করিতে লাগিল। তিতু আবার এমনই অগ্নিবর্ষী জ্বলন্ত উৎসাহ-বাক্যে সাহস দিল যে, বিষম বিপদ্‌ত্রাণে তিতুর শক্তি সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ রহিল না।

ইতিপূর্ব্বে জমিদার সর্পরাজপুরবাসী তিতুর মতাবলম্বী মুসলমান-দিগকে কাছারী ডাকাইয়া লইয়া জরিমানা দিবার হুকুম করিয়াছিলেন। মুসলমানেরা জরিমানা দিব বলিয়া দশ দিনের সময় লইয়াছিল।

দশ দিন কাটিয়া গেল। তিতুর কথায় কেহ আর জরিমানা দিতে জমিদারের কাছারিতে যায় নাই। জমিদার কৃষ্ণদেব তিতু-শিষ্য মুসলমান-প্রজাদিগকে ডাকিয়া আনিবার জন্য একজন বরকন্দাজসহ ভাঁড়ারী মুচিরামকে পাঠাইয়া দেন। মুচিরাম সর্প-রাজপুরে উপস্থিত হইয়া দেখে, তিতু শিষ্যসহ নমাজগৃহে নমাজ পড়িতেছে। মুচিরাম জমিদারের হুকুম জানাইল। তিতু বিকট হাস্যে যেন তীব্র বিদ্যুদুচ্ছ্বাস উদ্গার করিয়া মুচিরামকে ধরিবার জন্য হুকুম দিল। হুকুম শুনিয়া মুচিরাম পলায়ন করে। বরকন্দাজ পলাইতে না পারিয়া তিতুশিষ্য কর্ত্তৃক নির্জ্জিত ও লাঞ্ছিত হইল। এদিকে মুচিরাম ফিরিয়া গিয়া, কৃষ্ণদেবকে সকল সমাচার অবগত করিল। কৃষ্ণদেব তখনই তিতুকে ধরিয়া আনিবার জন্য চারজন বরকন্দাজ পাঠাইয়া দেন। বরকন্দাজেরা লাঠি লইয়া ছুটিল; কিন্তু

গিয়া যাহা দেখিল, তাহাতেই অবাক্! তাহারা দেখিল, তিতুর বহু বলবান শিষ্য সকলেই সলগুড় সুসজ্জিত। একটু অগ্রসর হইলে, কাহাকেও প্রাণ লইয়া ফিরিতে হইবে না। অবস্থা বুঝিয়া, তাহারা প্রাণ রক্ষার ব্যবস্থা করিল; অর্থাৎ নিঃশব্দে নীরবে প্রভুর আজ্ঞা প্রভুর জন্য রাখিয়া সকলে পলায়ন করিল।

কৃষ্ণদেব কৃতজ্ঞ কিঙ্করকুলের কর্ত্তব্য-পরায়ণতার পরিচয় পাইয়া আপন অদৃষ্টকে শতবার ধিক্কার দিলেন। আর করিবেন কি? তিতুর বিক্রমচর্চ্চায় তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন, ছুটো হুমকীতে তিতু ভয় পাইবার লোক নহে; ভাল এখন থাক্, সময় বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে। অতঃপর তিতুকে শাসন করিবার জন্য তিনি প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তিতুকে শাসন করিবার যোগ্য লোকবল সংগৃহীত হইলে পর, একদিন কৃষ্ণদেব প্রায় তিন চারিশত লোকবল-সহ সর্পরাজপুরে প্রবেশ করেন। একটা দারুণ দাঙ্গা বাঁধিয়া গেল। অনেকগুলি বাড়ী লুণ্ঠিত হইল। তিতুর নমাজঘর ভস্মীভূত হইয়া গেল। কিন্তু জয়-পরাজয়ের কোন সিদ্ধান্ত হইল না। বাদুড়িয়া থানায় পুলিশকে উভয় পক্ষ সংবাদ দিল। জমিদারের লোকেরা অভিযোগ করিল,—"তিতুর দল আমাদের লোকদের গ্রেপ্তার করিয়া কয়েদ করিয়াছে।" তিতুমীরের লোকেরা বলিল,—"জমিদারের লোকেরা লুটপাট করিয়াছে।" থানার মুহুরী তদারক করিবার জন্যে অকুস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জমিদার কৃষ্ণদেব পলায়ন করিয়াছিলেন। কিছুদিন লুকাইয়া থাকিয়া তিনি ৭ই জুলাই তারিখে বারাসতের জয়েণ্ট মাজিষ্টরের নিকট হাজির হন। তিনি জবাব দিলেন,—"আমি দাঙ্গা-হাঙ্গামার কিছুই জানি না। এই দাঙ্গার সময় কলিকাতায় ছিলাম।" ইতিমধ্যে বসিরহাটের দারোগা রামরাম চক্রবর্ত্তী তদন্তের ভার লইয়া অকুস্থলে আসেন। তাঁহার তদন্তে সিদ্ধান্ত হইল, জমিদারকে ফ্যাসাদে ফেলিবার জন্যই তিতুমীরের লোকেরা নমাজ-ঘর পুড়াইয়া দিয়াছিল। এই সিদ্ধান্তের কথা শুনিয়া, তিতুমীরের লোকেরা পলায়ন করিল; তাহারা আর

আদালতে হাজির হইল না। দারোগা বলিলেন,—"জমিদারের নামে যে অভিযোগ আসিয়াছে, তাহার প্রমাণ হইল না।" তবে দারোগা মারামারির অভিযোগে উভয় পক্ষকে মাজিষ্টরের নিকট পাঠাইয়া দেন। মাজিষ্টর মোকদ্দমার ব্যাপার দেখিয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইলেন। তিতুমীরের লোকেরা বলিল,—"এই দাঙ্গা-হাঙ্গামার আঠার দিন পরে জমিদার মোকদ্দমা আনিয়াছেন; অতএব এ মোকদ্দমা চলিতে পারে না।" তাহারা দারোগাকে ঘুষখোর বলিয়া অভিযোগ করিল। সাক্ষী তলবের জন্য প্রার্থনা হইল। মাজিষ্টর কোন কথা না শুনিয়া, উভয় পক্ষকে খালাস দেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তিতুর কোপ

অভিযোগে তিতুমীর ও কৃষ্ণদেব অব্যাহতি পাইলে পর, উভয়ে আপন আপন লোকজনসহ নিজ নিজ গ্রামে ফিরিয়া আসে। কোন ইংরেজ লেখক বলেন,—"অতঃপর তিতুমীরের উপর জমিদার পক্ষ হইতে নানাপ্রকার অত্যাচার হইয়াছিল। তিতুর মতাবলম্বী মুসলমানদিগকে জব্দ করিবার অভিপ্রায়ে বাকি খাজনার আদায়চ্ছলে গ্রেপ্তার করিয়া আনা হইত। দেওয়ানী আদালতে অনেক মিথ্যা অভিযোগে অনেকের উপর ডিক্রিজারি হইয়াছিল। ২৫শে সেপ্টেম্বর জয়েণ্ট মাজিষ্টরের বিচার-বিরুদ্ধে আপীল করিবার জন্য মুসলমানেরা কলিকাতায় আসিয়াছিল। জজ তখন বাখরগঞ্জে সারকুটে গিয়াছিলেন। কাজেই তাহাদিগকে বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইতে হয়।"

এ ঘটনার কথা জজ ওকনেলি সাহেবের লিখিত প্রবন্ধে উল্লিখিত আছে। অন্য কোন এদেশী লোকের মুখে বা লেখায় এরূপ কথা শুনিতে পাই না। তবে জমিদারবর্গও তখনও যেরূপ শক্তিশালী ছিলেন, তাহাতে এরূপ ঘটনা একেবারে অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। ফলে যাহাই হউক, তিতু পুঁড়ার জমিদারের উপর খড়্গহস্ত হইয়াছিল। তাঁহাকে জব্দ করা তাহার মুখ্য লক্ষ্য হইল।

তিতুর সুযোগ

কাল প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির পোষক। তিতুমীর পাশব-বলে ধর্ম্মপ্রচার করিতে চাহে। এইরূপ তাহার আজন্ম প্রবৃত্তি ও প্রকৃতি। পুঁড়ার জমিদার তাহার প্রতিরোধী ও প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছিলেন। জমিদারের এইরূপ প্রতিরোধিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কালই সহায় হইয়াছিল। তিতুমীর পাশব-বল-উদ্দীপনার একটা হেতু

পাইল। এ হেতুর উপলক্ষে কাল আবার তিতুমীরের পাশব-বিক্রম-বর্দ্ধনের সহায় হইল।

এই সময় ইংরেজের রাজত্ব বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, শাসনেরও কতক ব্যবস্থা হইয়াছিল; কিন্তু শাসন তখনও সুশৃঙ্খলাবদ্ধ হয় নাই। এখনকার মত তখন শত্রুশাসনের বা বিদ্রোহ-দমনের সুতীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম সতর্ক সাবধান বন্দোবস্তের সদ্ভাব ঘটিয়া উঠে নাই। অন্তর্বিপ্লববিনাশের ব্রহ্মাস্ত্র যে নিরস্ত্রীকরণ আইন, এ ভাব তখন ইংরেজরাজের কল্পনামাত্র স্পর্শ করে নাই। তখন তারও হয় নাই, রেলও হয় নাই, টেলিগ্রাফও হয় নাই,—ত্বরিত খবরাখবরের বিশিষ্টরূপ সুবিধা ছিল না। কাছে কাছে থানা ছিল না, থানায় উপযুক্ত লোকজন রাখিবার তাদৃশ সুব্যবস্থাও ছিল না। কাজেই বলিতে হইবে, কালই তিতুমীরের পাশব-বল-সঞ্চয়ের সহায় হইল।

তিতুর বল-বৃদ্ধি

তিতু দেখিল, পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া মিথ্যা মোকদ্দমায় তাহার অনুগত অনুচরবর্গকে উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তিতু ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। এইবারে তিতু বিষম বৈর-নির্য্যাতন-সঙ্কল্পে বদ্ধ-পরিকর হইয়া যুদ্ধসজ্জা করিল। বিধর্ম্মী হিন্দুদিগকে বলপ্রকাশপূর্ব্বক স্বধর্ম্মে আনিবার জন্য অনুচরবর্গের প্রতি আদেশ হইল। খাসপুরের কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমান তিতুর বিরুদ্ধে জমিদারকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার উপর তিতুর জাতক্রোধ হইয়াছিল।

যে ফকির আসিয়া তিতুমীরের সহিত যোগ দিয়াছিল, যে ফকিরের ঐন্দ্রজালিক কাণ্ডে তিতুর শিষ্যগণ মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছিল, সেই ফকিরও তিতুর সমরসহায় হইল। তাহার নাম মিস্কিন্ সাহা। এই মিস্কিন্ সাহা তিতুর আলয়ে আশ্রয় লইয়াছিল। এই সময় এই মিস্কিন্ সাহার শিষ্যগণ আসিয়া তিতুমীরের দলে যোগ দিল। দলের সকলে চাঁদা করিয়া টাকা তুলিল। তিতু সেই টাকায় চাউল এবং যুদ্ধোপকরণ কিনিয়া নারিকেলবেড়ে গ্রামে মইজউদ্দীন বিশ্বাস

নামক এক মুসলমানের বাড়ীতে জমা করিয়া রাখিল। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর তিতুমীর আপনার দলস্থ লোকদিগকে লইয়া একটী উৎসব করিবার ঘোষণা করে। এই উৎসবচ্ছলে তাহার যাবতীয় অনুচরবর্গ সমবেত হইয়াছিল। অক্টোবর মাস শেষ হইবার পূর্ব্বেই বহুসংখ্যক লোক অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া যুদ্ধার্থ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

যে মইজউদ্দীন বিশ্বাসের বাড়ীতে তিতু আড্ডা লইয়াছিল, তিনি সে সময় নারকেলবেড়িয়ায় একজন সম্ভ্রান্ত ধনী মুসলমান ছিলেন। তিনি প্রথম তিতুকে আশ্রয় দিতে সম্মত হন নাই। কিন্তু অবশেষে তিতুর নানা প্রলোভনে ভুলিয়া আশ্রয় দিতে বাধ্য হইয়া পড়েন। প্যার মণ্ডল নামে আর একজন ধনী মুসলমান তিতুর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছিলেন। তিতু তাঁহাকেও নানা কৌশলে বশীভূত করিয়াছিল।

তিতু পুঁড়াগ্রামে

তিতুর প্রথম লক্ষ্য,– পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেবের উপর। তিতু যথেষ্ট লোক-বল সংগ্রহ করিয়াছে, এই সংবাদ পাইয়া কৃষ্ণদেব বুঝিলেন, তিতু তাঁহাকেই প্রথম আক্রমণ করিবে। তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া কর্ত্তৃপক্ষকে সাহায্য-প্রার্থনায় আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু এ আবেদনে ফল হয় নাই।

৬ই নবেম্বর প্রাতঃকালে উন্মত্ত তিতুমীর প্রায় তিন শত অনুচরসহ পুঁড়াগ্রাম আক্রমণ করিয়াছিল। তিতু আসিয়াছে শুনিয়া কৃষ্ণদেব "ফটক" বন্ধ করিয়া দেন। তিতুর লোকেরা লাঠি, সড়কি, তরবারি লইয়া প্রথমে কৃষ্ণদেবের বাড়ী ঘেরোয়া করিয়া ফেলে। বাড়ীর উপর হইতে কৃষ্ণদেবের লোকেরা মুসলমানদের উপর অজস্র ধারে ইষ্টক বর্ষণ করিতে লাগিল। তিতু তিষ্ঠিতে না পারিয়া দলবল সহ স্থানান্তরে চলিয়া গেল।

জমিদার-বাটী ত্যাগ করিয়া তিতু গ্রামের ভিতর নানা স্থানে নানারূপ অত্যাচার করিয়াছিল। যেদিন তিতু পুঁড়াগ্রাম আক্রমণ

করিয়াছিল, সেই দিন পুঁড়ায় বারোয়ারি পূজা হইতেছিল। কার্ত্তিকী পূর্ণিমা। বারোয়ারি উপলক্ষে যাত্রা হইতেছিল। তিতুমীর আসিতেছে শুনিয়া যাত্রা ভাঙ্গিয়া গেল। লোক-জন সকলে পলাইল। কেবলমাত্র পুরোহিত পূজায় ব্যস্ত ছিলেন। তিনি পলায়ন করিতে পারেন নাই। বলিতে লোমহর্ষণ হয়। তিতু বারোয়ারিতলায় উপস্থিত হইয়াই গো-হত্যা করে। পুরোহিত সে বিভীষণ বীভৎস দৃশ্য দেখিয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। আর সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ নিকটস্থ শাণিত খড়্গ গ্রহণ করিলেন এবং বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া প্রবলবেগে মুসলমানদিগের দিকে ধাবিত হইলেন। তখনই সেই মর্ম্মাহত অথচ নৈরাশ্যোদ্ধত ব্রাহ্মণের উলঙ্গ শাণিত খড়্গাঘাতে অনেকগুলি মুসলমানের মুণ্ড নিপতিত হইল। অনেককেই তিনি খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু একাকী অগণ্য মুসলমানের সহিত কতক্ষণ যুঝিবেন? অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে ব্রাহ্মণ মুসলমানদের হস্তে নিহত হইলেন।

এ সম্বন্ধে এইরূপ কথান্তর আছে,—বারোয়ারি পূজা হইতেছিল না; বারোয়ারি-প্রতিমা একমেটে মাত্র হইয়াছিল। তিতুমীর যে সময় বারোয়ারিতলায় উপস্থিত হয়, সেই সময় গ্রামের একজন সম্ভ্রান্ত পণ্ডিত ব্রাহ্মণ যাইতেছিলেন। তিতুমীর তাঁহাকে ধরিয়া বলে,—"তুমি আমাদের ধর্ম্মে এস; নহিলে তোমাকে কাটিয়া ফেলিব।" স্বধর্ম্ম-পরায়ণ নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ক্রোধে থরথর কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন,—"তোদের ও পাপধর্ম্মে যাব কেন? কাট্ কাট্;—কিন্তু তোরা যদি এক কোপে কাটতে না পারিস্, তাহা হ'লে তোরা শূয়োর খা'বি।" ব্রাহ্মণের এই কথা শুনিয়া, তিতু ব্রাহ্মণের বক্ষঃস্থলে তরবারির চোপ বসাইয়া দেয়। এক কোপেই ব্রাহ্মণের বক্ষঃস্থল দ্বিখণ্ডিত হইয়াছিল। গ্রামে হাহাকার-ধ্বনি উত্থিত হইল। অনেকেই প্রাণভয়ে পলাইল। জমিদার বাবুদের লোক-জন এবং গ্রামের অন্যান্য অনেকে এ দৃশ্যে উত্তেজিত হইয়া দিগ্‌বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল। তখনই তাহারা সকলে মুসলমানদিগকে আক্রমণ

করিল। তিতু বুঝিল, শত্রুদিগকে পরাভব করা সহজ নহে। তখনই তিতু আপন লোকবল লইয়া সরিয়া পড়িল; কিন্তু যাইবার সময় গোমাংস টাঙ্গাইয়া পবিত্র মন্দির অপবিত্র করিয়াছিল; অধিকন্তু যাইবার পথে দুইজন ব্রাহ্মণকে পাইয়া তাঁহাদেরও মুখে মাংস গুঁজিয়া দিয়াছিল। কেবল ইহাই নহে, তিতুর লোকেরা বাজারের মধ্যস্থলে একখণ্ড মাংস টাঙ্গাইয়া দিয়া বিষম বীভৎস দৃশ্যে হিন্দু নরনারীর প্রাণে আঘাত করিল।

অতঃপর তিতু বাজারের দোকান-পাট লুঠ করিয়া লইল। এই সময় একজন দেশী খৃষ্টান পথ দিয়া যাইতেছিল, তিতু তাহাকে ধরিয়া অপমান করে। যে সকল মুসলমান তাহার দলভুক্ত হয় নাই, তাহারাও নানারূপে লাঞ্ছিত হইয়াছিল।

তিতুর জিঘাংসা

তিতু এমন হইল কেন? অনাহূত উত্তেজনা তিতুকে জিঘাংসা-পরায়ণ করিল। তিতু আপন ধর্ম্মমত প্রচার করিতেছিল। সে প্রচারে পীড়ন-তাড়ন ছিল না। লোকে তাহার বাগ্বিন্যাসে মুগ্ধ হইয়া, তাহার প্রচারে স্তম্ভিত হইয়া, তাহার মতকে সত্য ভাবিয়া, তাহাকে পরিত্রাতা মনে করিয়া, তাহার মতাবলম্বী হইয়াছিল এবং তাহার মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছিল। তিতু প্রথমতঃ শোণিতের বিনিময়ে প্রচারসিদ্ধি করিতে চাহে নাই। জমিদার কৃষ্ণদেব জরিমানার ব্যবস্থায় তাহার শাস্ত্রপ্রচারে হস্তক্ষেপ করিল। তিতুর প্রবৃত্তি প্রকৃতপক্ষে শান্তি-রসাভিষিক্ত নহে। তিতুর শিক্ষাও; শান্তির পক্ষপাতিনী নহে। তাহা হইলে, তিতু জমিদারের ব্যবস্থাকে অযথোচিত মনে করিয়া, তাহার শাসনভার স্বয়ং গ্রহণ করিত না। শান্তির ধর্ম্ম,—সহিষ্ণুতা। সে সহিষ্ণুতা না থাকিলেও, সংযমকে প্রতিশোধের প্রকৃতি বোধ করিয়া, তিতু রাজার আশ্রয় লইতে পারিত। আর এক কথা, কৃষ্ণদেবই তাহার শত্রু। সে শত্রুকে শাসন করিতে না পারিয়া সাধারণ নির্দ্দোষ নিরীহ লোকের উপর অত্যাচার করা, তিতুর অশান্তি প্রবণতার পরিচায়ক নহে কি? তিতু জিঘাংসাপরায়ণ হইল। তিতু জিঘাংসায় পরধর্ম্ম অসহ্য

ভাবিয়া নির্দ্দোষ নিরীহ ব্যক্তির উপর অত্যাচার করিল। তিতু রাজবিদ্রোহী হইল। রাজবিদ্রোহে তিতু আত্মনাশের বীজ বপন করিল। তিতু রাজার আশ্রয় লইলে সুবিচার পাইত। সুবিচারে নিশ্চিতই প্রচারও অব্যাহত হইত।

তিতুর স্পর্দ্ধা

এইবার তিতুর অহমিকা চরমে চড়িল। দুর্ব্বুদ্ধি তিতুমীর ঘোষণা করিল,—"কোম্পানীর লীলা সাঙ্গ হইয়াছে। ইউরোপীয়েরা অন্যায়-পূর্ব্বক মুসলমানের রাজত্ব আত্মসাৎ করিয়াছে। চির উত্তরাধিকারিত্ব-সূত্রে মুসলমানই এদেশের রাজা। আমিই রাজা।"

চারিদিকে তিতুর বিজয় বিঘোষিত হইল। তিতু মনে করিল, আমি সসাগরা পৃথিবীর একচ্ছত্রী রাজা। এইবার রীতিমত যুদ্ধের আয়োজন হইল। তিতুর স্পর্দ্ধা বাড়িল। তিতু ভারতেশ্বররূপে জমিদারবর্গের নিকট করপ্রার্থী হইল। গোবরডাঙ্গা ও অন্যান্য স্থানের জমিদারদিগের নিকট সংবাদ গেল,—"কর দাও। তোমরা যদি আমার আধিপত্য স্বীকার না কর, আর দস্তুরমত কর না দাও, তাহা হইলে কাটিয়া ফেলিব।" প্রবলপ্রতাপান্বিত জমিদারেরা তিতুর স্পর্দ্ধা দেখিয়া ক্রোধে বিধূম-বহ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠিলেন। এই সময় কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় গোবরডাঙ্গার জমিদার ছিলেন। কলিকাতার লাটুবাবুর সহিত কালীপ্রসন্ন বাবুর সৌহার্দ্দ ছিল। এই লাটু বাবু কালীপ্রসন্ন বাবুর সাহায্যার্থ দুই শত হাবসী পাঠাইয়াছিলেন। কালীপ্রসন্ন বাবুর নিজেরও তিন চারি শত লাঠিয়াল, পাইক, ও কয়েকটি হস্তী প্রস্তুত ছিল। কালীপ্রসন্ন বাবু স্পর্দ্ধা সহকারে তিতুকে কর দিতে অস্বীকার করেন। তিতু দেখিল, কালীপ্রসন্ন বাবুর লোক-বল প্রবল; সুতরাং তিতু গোবরডাঙ্গায় অগ্রসর হইতে পারিল না। তবে তিতু এই বলিয়া কালীপ্রসন্ন বাবুকে শাসাইয়া রাখিয়াছিল—"একদিন তোমার জ্যেষ্ঠা স্ত্রীকে নিকা করিব। তোমার কালীমন্দিরে গোহত্যা করিব। ব্রাহ্মণ বিধবাদিগের নিকা দিয়া তাহাদের হাতের ব্যঞ্জন খাইব।"

তিতুর জয় ও পরাজয়

কালীপ্রসন্ন বাবু নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তখনও বাঙ্গালী হিন্দু জমিদারের আত্মমর্য্যাদা লোপ পায় নাই। তিতুর ধ্বংস-সাধনই তাঁহার একান্ত পণ হইল। কালীপ্রসন্ন বাবুর চেষ্টায় মোল্লাহাটী কুঠির ম্যানেজার ডেভিস্ সাহেব প্রায় দুই শত লাঠিয়াল ও সড়কিওয়ালা সহ তিতুকে আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। তিতু পূর্ব্বে ইহার সন্ধান পাইয়াছিল; সুতরাং পূর্ব্ব হইতেই লোক-জন সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল। ডেভিস্ সাহেব তিতুকে আক্রমণ করিতে গিয়া আক্রান্ত হন। সাহেব বজরা করিয়া গিয়াছিলেন। তিতু সবেগে সেই বজরা টানিয়া ডাঙ্গায় তুলিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে। সাহেব পলায়ন করেন। তাঁহার অনেক লোক হত এবং অনেকে আহত হইয়াছিল। অনেকে গোবরা গোবিন্দপুরে আশ্রয় লইয়াছিল। এই সময়ে ঐ গ্রামের জমিদার রায় মহাশয়দের সহিত তিতুমীরের বিবাদ বাধে। বিবাদ পাকিয়া উঠিল। তিতু পাঁচ-ছয় শত লোক লইয়া গ্রাম আক্রমণ করিল।[৫] রায় মহাশয়েরা লোক-জন লইয়া তিতুর গতিরোধের চেষ্টা করিলেন। তিতুর যে সকল লোক নদীর কিনারায় উঠিয়াছিল, তাহারা রায় মহাশয়দের অস্ত্রাঘাতে হত হইল। রক্তের স্রোতে ইছামতী নদী লালবর্ণ হইয়া উঠিল। তিতু বেগতিক বুঝিয়া পলায়ন করিল। এই লড়াইয়ে তিতু এতদূর বিপন্ন হইয়াছিল যে, তাহাকে জীবিত দেখিয়া তাহার অনুচরেরা তাহাকে ঈশ্বর-প্রেরিত মনে করিয়াছিল। তিতুর ভক্ত শিষ্যদিগের মধ্যে এইরূপ জনরব উঠিয়াছিল যে, তাহারা তিতুকে ইছামতী নদী পার হইতে দেখিয়াছিল। এই লড়াইয়ে যে সাহসী রায় মহাশয় তিতুকে পরাজিত করিয়াছিলেন, তিনি সাংঘাতিক আঘাত পাইয়াছিলেন। সেই আঘাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

তিতুর যুদ্ধে বাঙ্গালী বীর

যে রায় মহাশয় হত হইয়াছিলেন, তাঁহার নাম দেবনাথ রায়।

---

৫ কেহ কেহ বলেন, এ যুদ্ধ লাউঘাটিতে হইয়াছিল।

ইনি রতিকান্ত রায়ের পুত্র। দেবনাথ কয়েকজন সম্ভ্রান্ত সাহসী লোককে সঙ্গে লইয়া তিতুমীরের সহিত অসম সাহসে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি বাত-বেগগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া সদর্পে তিতুকে আক্রমণ করেন। উভয় দলে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। দেবনাথের অব্যর্থ তরবারি-আঘাতে খিদির খাঁ নামক জনৈক সর্দ্দারের বামবাহু খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া গিয়াছিল। খিদির খাঁ আহত হইয়া পলাইয়া যায়। সেই সময় রণমদোৎকট দেবনাথ রণ-চণ্ডবেশে অমোঘ-বিক্রমে অনেক মুসলমানকে হত ও আহত করিয়াছিলেন। অতঃপর খিদির অলক্ষ্যে আসিয়া দেবনাথের অশ্বের দক্ষিণপদে সজোরে লাঠির আঘাত করিয়াছিল। অশ্ব দেবনাথকে লইয়া ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইয়াছিল। দেবনাথ ভূতলে পড়িয়া উঠিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু ভীম অশ্বের ভীষণ চাপে তাঁহার এক খানি পা মৃত্তিকায় বসিয়া গিয়াছিল; সুতরাং তিনি আর উঠিতে পারেন নাই। সহসা একজন যবন উলঙ্গ অসিহস্তে বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া আসিয়া দেবনাথের কণ্ঠচ্ছেদ করিয়া ফেলিয়াছিল। বীর দেবনাথ বীরোচিত জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন।

মুসলমান লেখক "সাজন গাজি" লিখিয়াছেন, এই যুদ্ধ লাউ-ঘাটিতে হইয়াছিল। সাজন গাজির বর্ণিত যুদ্ধ-বর্ণন এইখানে উদ্ধৃত হইল,—

যুদ্ধ বর্ণনা

"লাউঘাটি ছিলো নামে সাকের সর্দ্দার।
মমিন পৌঁছিল গিয়া পায় সমাচার॥
গোরু জবে কোরে খানা তৈয়ার করিল।
আছুদা করিয়া খানা সবে খেলাইলো॥
খানা খেয়ে মমিনেরা আছুল বসিয়া।
হরিদেব দেবরায় খবর পাইয়া॥
তিন চারি শত লোক সঙ্গে লিয়া তারা।
লড়িতে আইলো গিধি করিয়া পৈতারা॥

ভুরি পেচা খেলে তারা জতো জোন জোন।
উড়া সন্নিপাকে খেলে খোসালিত মোন॥
জখোন থাকিলো তারা মার মার বলি।
মেঘের বেজলি জেনো কর্ণে লাগে তালি॥
শব্দ হইল জেনো সিংহের গর্জনে।
আওয়াজের ধোমকে কম্পিত কতো জোন॥
ডাইন দিগে তলওয়ার বাম হাতে ঢাল।
চলে পতে চারি দিগে ফেরে মস্ত হাল॥
এসে চারি দিঘে ঘেরে মমিন সবারে।
মমিন ফরয়াদ করে আল্লার দরবারে॥
মার্ মার্ বলি তারা মারিলো তলওার।
জোরেতে মারিল চোট ছেবেনজিবেল্লার॥
লাএলাহা কল্‌মা পড়ি জতো দিনদারে।
তেরিজ হইয়া কোপ ধরে লাটি পরে॥
সামলিল কোপ কেহ এসে ঝটপটি।
বেদিনের পরে তবে ফেঁকে মারে লাটি॥
লাটি খেয়ে ঢালে সেহো খাড়া হইয়া ছিলো।
সরাওয়ালা পুনর্ব্বার লাটি জে মারিলো॥
কবজা করিয়া সল লাটি আপনার।
মারিল চিকরে লাটি পড়ে ছেরে তার॥
মার্ মার্ ধর্ ধর্ করে জোবেদিনে॥
সরাওালা কলমা পড়ে আপন জবানে।
তাড়াতাড় লাটি মারে জতো মমিনেতে॥
কারোবা ভাঙ্গিলো ছের কারো লাগে হাতে।
কান পাটি ভাঙ্গে কারো ভেঙ্গে গেল দাঁত॥
বাবা বাবা বোলে পড়ে মুখে দিয়া হাত।
সরাওয়ালা কলমা পোড়ে জোরে মারে লাটি॥
কারোবা ভাঙ্গিলো হাড় কারবা কানপাটি।
ঘাএল বেদিন এক মএদানে পড়িলো॥
মমিন ধরিয়া তারে লস্করে আনিলো।
সড়োগওয়ালা ছিলো জারা জখম হইল।
লাটি খেয়ে বাজে লোগ ভাগিতে লাগিল॥"

অতঃপর তিতু অধিকতর বল-সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হইল। তিতু তখন স্বপ্নের রাজ্যে সমগ্র ভারতের উপর শাসনদণ্ড পরিচালিত করিতেছিল। ফকির তখনও তাহার পরম সহায়। দেখিতে দেখিতে তিতুমীরের দলে সহস্রাধিক লোক জুটিল। অতঃপর তিতু নানা স্থান হইতে নানা-প্রকারে খাদ্য-সংস্থান করিতে লাগিল। ফকির বলিয়াছিল,—"গোলাগুলিতে আমাদের কি হইবে? আমি গোলাগুলি টপ্ টপ্ করিয়া গিলিয়া ফেলিব।" তাহার দুই একটা ভেল্কীবাজীর খেলায় সকলের এইরূপ বিশ্বাসও বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। সকলেই উত্তেজিত ও উদ্দীপিত। সকলেই লাঠি, সড়কি, কাস্তে, কুঠার প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। হায়! মোহ!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তিতুর অত্যাচার

পঞ্চ-শতাধিক লোক তিতুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। ক্রমেই তিতুর বলবৃদ্ধি হইতে লাগিল। বলবৃদ্ধি হইল বটে; কিন্তু তাহার শিষ্যানুচরগণ গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। অনেককে তাহারা গোস্ত খাওয়াইয়া স্বধর্ম্মে টানিয়া লইল। হিন্দুর "জাতি-ধর্ম্ম" নষ্ট করাই যেন তাহাদের কর্ত্তব্য বলিয়া সিদ্ধান্ত হইল। তিতু আত্মহারা হইল। তিতু লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল।

হিন্দুকে জোর করিয়া, গোস্ত খাওয়াইয়া, মুসলমান করিলে, প্রকৃত নিষ্ঠাবান স্বধর্ম্ম-পরায়ণ শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত মুসলমান-সম্প্রদায় আনন্দানুভব করেন না; বরং ইহাতে তাঁহাদের রাগ ও ঘৃণা হইয়া থাকে। নিম্নশ্রেণী অশিক্ষিত মুসলমানের কথা স্বতন্ত্র। তিতু যে সকল হিন্দুকে মুসলমান করিয়াছিল, তাহাদিগের প্রসঙ্গে সাজন গাজি কিরূপ ব্যঙ্গোক্তি করিয়াছেন, শুনুন,—

বামনের মেয়ে এনে, নেকা দেয় কতো জোনে,
সাঁকা ভাঙ্গি হাতে দিল চুড়ি।
বামনগোনেবে ধোরে, কল্‌মা পড়ায় জোরে,
চুল ফেলে মুখে রাখে দাড়ি॥
গাওা গোস্ত তারা খাইয়া, কাপড় পরে ওন্দারা দিয়া,
কাছা খুলে সবে গেলো বাড়ি।
গাল পাট রাখিয়া দাড়ি, সবে যায় নিজ বাড়ি,
দেখে তারে কহেন ব্রাহ্মণি॥
মাথায় দেখিনা কেস, ধোরেছো মুছল্লি-বেশ,
বুঝি তোদের গেছে হিন্দুয়ানি।

কি ভাব হৈয়াছো রায্য, কহ দেখি ভট্টাচার্য্য,
চুল ফেলে মুখে কেন দাড়ি ॥
পৈতা কোথায় থুলে, ফেলিয়াছ কাছা খূলে,
জায়গা পাবে না আমার বাড়ি।
খেয়েছো বাপেব কলা, কেন হৈলে সয়া ওলা,
ঘর কন্না সব দিলে ছেড়ে ॥
কোরেছো ইমান দড়ো, পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ো,
ফিরে তুমি জাও নারিকেলবেড়ে।
জোগেব জে পৈতে গলে, তা তুমি ফেলেছো জলে,
গো মাংস কি তাও এমন মিটে ॥
গিযা ফকিরের কেল্লা, হৈযাছো দেড়ে মোল্লা,
ঘরে এলে কর্‌বো ক্ষেঙ্গবা পিটে।
কেমন বচন শুনি, কি বলিলি ব্রাহ্মনি,
এতো দুঃখ ছিলো আমাব ভালে ॥
ফাঁকি দে আমার তরে, কল্‌মা পড়াযে জোবে,
গাওা গোস্ত দিলো মোর গালে।
লোক ছিল আগু পিছু, তা আমি গিলিনি কিছু,
দূরে গিযে ফেল্লাম তাড়াতাড়ি ॥
কল্‌মা শুনিতে পাই, তাহা আমি সিখি নাই,
ধোবে বেন্দে বেথে দেছে দাড়ি।
ব্রাহ্মনি কহেন ফিবে, মুছল্লিকে কি খাতিরে,
ঠাট্টা জে করিলে সোমাতুল ॥
বলেছিলাম ব্রাহ্মন, ঘে টাইওনা কাল জবন,
একেবারে জাবে জাতি কুল।"[৬]

ধর্ম্মমদোৎকট তিতু জিঘাংসায় দিশেহারা হইয়াছিল। জিঘাংসায় তিতু মানবধর্ম্ম ভুলিয়া গিয়াছিল। তিতুর অনুচরেরা অন্যরূপ হইবে কিরূপে? আহত শক্র হিন্দু ব্রাহ্মণ রণক্ষেত্রে পড়িয়া

৬ ১২৭৭ সালের ৯ই ভাদ্র এই পদ্য মুদ্রিত হয়। যেখানে যেমন ভাষাটী, যেমন বানানটী, যেমন চিহ্নটী আছে, অবিকল উদ্ধৃত হইল। ইহা তদানীন্তন মুসলমানী বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্যতম নমুনা।

পিপাসিত কণ্ঠে জল চাহিল, তিতুর অনুচরেরা তাহার মুখে গোস্ত গুঁজিয়া দিল। এ সম্বন্ধে মুসলমান লেখক মৃত সাজন গাজি কি লিখিয়াছেন, শুনুন,—

"পড়িলো মএদানে লোক লাঠির আঘাতে।
ব্রাহ্মণ ছিলো সেহো হিন্দুদের জেতে॥
এবে তবে শুনো সেই ব্রাহ্মণের বাণি।
পিয়াছা আছিল সেই চাহিলেক পানি॥
গাওা গোস্ত সবাওালা এনে কহে তারে।
ভোক্তি করে খাও ঠাকুর ফকিরের ঘরে॥
নাচার হইলো বামন পোড়ে কাবুতলে।
লাএলাহা এল্লেল্লেহা কল্‌মা মুখে বলে॥
বাওন বলে ধোবে তোলো গায় নাহি বল।
পিয়াছেতে ছাতি ফাটে একটু দেও জল॥
বিপাকে পড়িয়া গোস্ত করিল ভক্ষণ।
সাজন বলে ছিলো তোর অদেষ্টে লিখন॥"

এ ব্যাপারে মুসলমান লেখকেরও সহানুভূতি নাই। কোন্ স্বধর্ম্মপরায়ণ শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত মুসলমানের সহানুভূতি থাকিতে পারে?

তিতু এবং তাহার অনুচরবর্গের অত্যাচারে গ্রামবাসিগণ গৃহদ্বার পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে স্থানান্তরে পলায়ন করিতে লাগিল। নবাব আলিবর্দ্দীর সময় বর্গীর হাঙ্গামার ভয়ে গঙ্গার পশ্চিম তীরবর্ত্তী স্থানসমূহের অধিবাসীরা গৃহদ্বার পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গার পূর্ব্বপারবর্ত্তী স্থানসমূহে আশ্রয় লইয়াছিল। তিতুর হাঙ্গামাভয়ে গ্রামবাসীদের অনেকে বারাসতে, অনেকে গোবরডাঙ্গায় এবং অনেকে কলিকাতায় পলাইয়া আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। বর্গীর হাঙ্গামায় যেমন অনেক জমিদারকে সর্ব্বদা শঙ্কিত হইয়া থাকিতে হইত, তিতুর সময় অনেক জমিদারের সেইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। এই সকল জমিদারদের অনেক প্রজা তিতুর দলভুক্ত হইয়া জমিদার-দিগকে গ্রাহ্য করিত না; এমন কি, অনেকেই খাজনা দেওয়া বন্ধ

করিয়াছিল। খাজনা না পাউন, তাঁহাদিগকে নিজ নিজ পরিবারের "মান-ইজ্জৎ" লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই অক্টোবর তিতু খাসপুরের একটী সম্ভ্রান্ত মুসলমানের বাড়ী লুঠ করিয়া তাঁহার একটী কন্যার সহিত আপনার দলের এক প্রধান ব্যক্তির বলপূর্ব্বক বিবাহ দিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে রায় বাবুদের হত্যাকাণ্ডে তদন্ত করিতে আসিয়া থানার দারোগা তিতুর হস্তে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। তিতু রামচন্দ্রপুর ও হুগলী লুণ্ঠন করিয়াছিল।

তিতুর শাসন-চেষ্টা

তিতুর অত্যাচার যে চরমে উঠিয়াছে, এ পর্য্যন্ত কর্ত্তৃপক্ষদের সে ধারণা ছিল না। নদীয়া এবং বারাসত জেলা তিতুর কার্য্যক্ষেত্র হইয়াছিল। এই সময় এই দুই জেলায় অনেকগুলি নীলকুঠি প্রতিষ্ঠিত ছিল। যশোহর-বাগাণ্ডির "নেমক-পোক্তান", তিতুর কার্য্যক্ষেত্র হইতে বহুদূরে ছিল না। ২৮শে অক্টোবর বারাসতের মাজিষ্টর সংবাদ পাইয়াছিলেন, তিতুর বহুসংখ্যক অনুচর নারকেল-বেড়িয়া গ্রামে জমায়েৎ হইয়াছে। কালেক্টর সাহেব ব্যাপার গুরুতর ভাবেন নাই। তিনি ভাবিয়াছিলেন, দুই জন বরকন্দাজে শত্রু দূরীকৃত হইবে। কয়েক দিন আর কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। ১১ই নবেম্বর কলেক্টর সাহেব সংবাদ পাইলেন, তিতুমীর অনেক লোককে মারিয়া ফেলিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে বসিরহাটের দারোগা সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন, তিতুমীরকে শাসন করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। কলেক্টর সাহেব দারোগার সাহায্যার্থ তিন জন জমিদার এবং একত্রিশ জন বরকন্দাজ পাঠাইয়াছিলেন।

১১ই এবং ১২ই নবেম্বর নারকেলবেড়ের নিকটস্থ নীলকুঠির এজেন্ট পাইরন্ সাহেব কলিকাতার প্রভু ষ্টরম্ সাহেবকে তিতুমীরের অত্যাচারের কথা লিখিয়া পাঠান। ষ্টরম্ সাহেব নদীয়া ও বারাসতের মাজিষ্টরকে চিঠি লিখেন। অধিকন্তু তিনি পাইরনের চিঠিখানি ডিপুটী গবরণরের নিকট প্রেরণ করেন। এত বড় যে

একটা বিদ্রোহ হইতে পারে, গবরমেণ্ট তাহা বিশ্বাস করেন নাই। কিন্তু যখন নদীয়া ও বারাসতের মাজিষ্টর লিখিয়া পাঠাইলেন, তখন গবরমেণ্ট আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না।

তিতুর যুদ্ধ

বিদ্রোহ-দমনের উদ্যোগ হইল। বাগাণ্ডির "নেমোক-পোক্তানে" গবরমেণ্ট কলিকাতা হইতে সিপাহী পাঠাইয়া দিলেন। মাজিষ্টর আলেকজেন্দার সাহেবের উপর হুকুম হইল, তিনি যেন বাগাণ্ডিতে গিয়া এই সিপাহীদের সহিত যোগ দেন। মাজিষ্টর সাহেব বসিরহাটে গিয়া ব্যবস্থা করিলেন, যখন বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করা হইবে, তখন দারোগা ও বরকন্দাজেরা যেন যোগ দেয়। এই বলিয়া মাজিষ্টর সাহেব বাগাণ্ডি গমন করিলেন।

বাগাণ্ডির "নেমোক-পোক্তানে" সিপাহী ছিল। ১৪ই নবেম্বর প্রাতে মাজিষ্টর আলেকজেন্দার সাহেব, একজন হাবিলদার, একজন জমাদার এবং কুড়িটি সিপাহীসহ বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হন। বেলা ৯টার সময় সাহেব সদলবলে বাদুড়িয়ায় উপস্থিত হইলেন। বাদুড়িয়া হইতে বিদ্রোহীর আড্ডা তিন ক্রোশ মাত্র দূরে অবস্থিত ছিল। দারোগা এবং বরকন্দাজেরা আসিয়া সাহেবের সহিত যোগ দিল। সাহেবের পক্ষে ১২০ জন লোক সমবেত হইয়াছিল। পরে সাহেব বিদ্রোহীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। সাহেব দেখিলেন, পাঁচ ছয় শত বলিষ্ঠ বীর্য্যবান্ লোক সুসজ্জিত হইয়া, নারকেলবেড়িয়ার সম্মুখস্থ ময়দানে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। গোলাম মাসুম অশ্বারোহণে এই সব অস্ত্র-সজ্জিত তিতুর সেনাদিগের পরিচালনভার লইয়াছিল। আত্ম-দম্ভোন্মত্ত তিতুর সেনারা, সেনানীর অগ্নিবর্ষি উৎসাহ-বাক্যের জ্বলন্ত দীপক রাগে উদ্দীপিত হইয়া, "আল্লা হো, আল্লা হো" শব্দে গগন-মেদিনী প্রকম্পিত করিয়া তুলিল।

তিতুর রণসজ্জা দেখিয়া সাহেব চকিত, ভীত ও স্তম্ভিত হইলেন। সাহেব বুঝিলেন, তিতু প্রকৃতই প্রবল বিদ্রোহী। তবুও কিন্তু তিনি

মনে করিয়াছিলেন, ইংরেজের সিপাহী দেখিয়া, তিতুর লোকেরা ভয়ে পলাইবে। পলাইবে কি, সাহেবকে সসৈন্যে উপস্থিত দেখিয়া, সেনাপতি গোলাম মাসুম, জলদগম্ভীর নাদে বলিলেন,—"ঐ সাহেব, ঐ সাহেব,—মার্ মার্।" এই বলিয়া মাসুম হস্তস্থিত সড়কী ঘুরাইয়া বিদ্যুদ্বেগে সিপাহীদিগের দিকে ধাবিত হইল। মুহূর্ত্তে শ্রবণভৈরব গগনবিদারী "আল্লা হো, আল্লা হো" রবে তিতুর সৈন্যগণ ছুটিল।

তিতুর জয়

তিতুর সৈন্যদিগকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া, সাহেব স্বয়ং অগ্রসর হইলেন এবং তাহাদিগকে দুটো মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তখন তাঁহার কথা কে শুনে? বিনা রক্তপাতে বিদ্রোহ-দমন কবিবার আকাঙ্ক্ষায় সাহেব, সিপাহীদিগকে বন্দুকে ফাঁকা টোটা ব্যবহার করিয়া, ফাঁকা আওয়াজ করিতে বলিয়াছিলেন। সিপাহীরা তাহাই করিল। কিন্তু ফলে তাহাতে কিছুই হইল না। ক্ষুধিত সিংহ যেমন মেষের উপর লম্ফ প্রদান করিয়া আক্রমণ করে, তিতুর সেনাগণও সেইরূপ সিপাহীদিগকে আক্রমণ করিল। দূর হইতে সিপাহীদের উপর অবিরল ধারে ইষ্টক বর্ষণ হইতে লাগিল। সিপাহীরা অস্থির হইয়া পড়িল। অনেকে হত ও আহত হইল। ভাদ্র মাসের বায়ুতাড়িত পাকা তালের মতন সিপাহীদের মুণ্ড ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। মাসুম মুক্ত তরবারির আঘাতে অনেককে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। কলিকাতার জমাদার, দশ জন সিপাহী এবং তিন জন বরকন্দাজ নিহত হইল। বসিরহাটের দারোগা, কলিঙ্গা থানার জমাদার এবং অন্যান্য সিপাহীদিগকে বিদ্রোহীরা বন্দী করিল।

আলেকজেন্দার সাহেব বেগতিক দেখিয়া দ্রুত অশ্বারোহণে পলায়ন করিলেন। সাহেব এখন দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য। কোন্ দিকে কোন্ পথে ঘোড়া ছুটিতেছে, তাহার ঠিক নাই। ঘোড়া যথেচ্ছ দৌড়িতে দৌড়িতে ভড়ভড়িয়ার খালে পড়িয়া কর্দ্দমে

প্রোথিত হইল। সাহেব কর্দ্দমাক্ত কলেবরে ভীত-চিত্তে মুমূর্ষু প্রায় হইলেন। কলিঙ্গার কয়েকজন ব্রাহ্মণ তাঁহার তাদৃশী শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে কর্দ্দম হইতে উদ্ধার করেন এবং ধীরে ধীরে তাঁহাকে আপনাদের গ্রামে লইয়া যান। পরে গ্রামের ভদ্র-লোকেরা, যথোচিত আহার-পানীয়ে তাঁহার শুশ্রূষা করিয়া, তাঁহাকে বাগাণ্ডিতে পৌঁছিয়া দিয়া আইসেন।

তিতুর বৈরনির্যাতন

এদিকে বসিরহাটের দারোগাকে হস্তগত করিয়া তিতুমীর তাঁহাকে মুসলমান হইতে বলে। তিনি নিষ্ঠাবান ও স্বধর্ম্মপরায়ণ। তিতুর কথা শুনিয়া, ক্রোধে তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি প্রহত ফণীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বলিলেন,—"শূয়োরখেগো পাতিনেড়ে! তুই আগে শূয়োর খা, তবে আমাকে গোস্ত খাইতে বলিস্।" তিতু জ্বলিয়া উঠিল। তখনই হুকুম হইল,—"মাসুম, এখনই ইহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেল।" মাসুম তখনই দারোগাকে বন্ধন করিয়া একটা ধান্যক্ষেত্রে লইয়া যায় এবং তথায় তাহাকে একটা আইলের উপব ফেলিয়া তাহার হাত, পা ও নাক কাটিয়া দেয়। শেষ তরবাবির এক আঘাতে দারোগার প্রাণবায়ু নিঃসারিত হয়। দারোগা ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন নাই,—প্রাণভিক্ষাও চাহেন নাই। এই দারোগাই পুঁড়ার হাঙ্গামার মোকদ্দমার তদন্তে গিয়াছিলেন। তিতুর বিশ্বাস ছিল, ইনি কৃষ্ণদেবের আত্মীয়, সেইজন্য ইনি কৃষ্ণদেবের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন এবং সেই জন্য মোকদ্দমায় তাঁহার জয় হয় নাই। এতদিনে বৈর-নির্যাতন হইল। কলেক্টর সাহেব পলাইলে, দারোগা পাল্কী করিয়া পলায়ন করিয়া-ছিলেন; কিন্তু তিতুমীরের লোকে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছিল।[৭]

---

৭ এই দারোগা সম্বন্ধে বহুতত্ত্বদর্শী সুবিজ্ঞ সুলেখক শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় (T. N. Mukerjee) নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন—

(১) ইঁহার জন্মস্থান, নৈহাটী থানার অধীন মূলাযোড় (শ্যামনগর) ষ্টেশনের

কলেক্টরকে পরাজিত করিয়া তিতুর সাহস বাড়িয়া গেল। ক্রমে দলও বাড়িতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে প্রায় সাত আট হাজার মুসলমান তাহার দলভুক্ত হইল। তিতু নিকটস্থ নীলকর সাহেবদের কুঠি লুটিয়া আপনার আধিপত্য বিস্তার করিল। কুঠিয়াল সাহেবগণ কুঠি ফেলিয়া সপরিবারে কলিকাতায় পলায়ন করিলেন।

এই সময় একদিন পুঁড়া ও সারগাছীর কয়েকজন ভদ্রলোক নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য চৌরাশী যাইতেছিলেন। পথে তাঁহারা তিতুর লোকদিগকে দেখিয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করেন। তিতুর লোকেরা তখনই "আল্লা হো" "আল্লা হো" শব্দে তাঁহাদিগের

নিকট রাহুতা গ্রামে। ভবানীপুরের সুপ্রসিদ্ধ ৺রূপচাঁদ মুখোপাধ্যায়, দাওয়ান ৺নিমাইচরণ মুখোপাধ্যায়, জয়পুরের শ্রীকান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীত্রৈলোক্যনাথ (T. N. Mukerjee) প্রভৃতি এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অনেক বীরপুরুষ ও কৃতবিদ্য লোক এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেজন্য "রাহুতার মাটীর গুণ" এইরূপ প্রবাদ নিকটস্থ লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ম্যালেরিয়ার প্রভাবে গ্রামটি এখন জনশূন্য জঙ্গল হইয়া গিয়াছে।

(২) দারোগার নাম ছিল, রামরাম চক্রবর্ত্তী। গ্রামের লোকে তাঁহাকে "মেটে চক্রবর্ত্তী" বলিয়া ডাকিত।

(৩) মুসলমান হইতে অস্বীকার করিলে, তিতুমীর তাহার একটা হাত কাটিয়া ফেলে। তবুও মুসলমান হইতে অসম্মতি প্রকাশ করিলে, কিছুক্ষণ পরে আর একটা হাত কাটিয়া ফেলে। এইরূপে ক্রমে নাক, কান ও পা কাটে, অবশেষে গলা কাটিয়া তাঁহার প্রাণ বধ করে। যখন হাত-পা-কাটা তিনি পড়িয়াছিলেন, তখন তাঁহার পিপাসায় বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। তিনি একটু জল চাহিয়াছিলেন। শত্রুরা জুতার ভিতর প্রস্রাব করিয়া সেই প্রস্রাব তাঁহার মুখে ঢালিয়া দিয়াছিল।

(৪) এই বংশের লোক শ্রীযুক্ত বেচারাম চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত সত্যচরণ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী এখনও জীবিত আছেন। তাঁহাদিগের নিকট সেই সময়ের লিখিত একখানি সনন্দ আছে, তাহাতে গবরমেণ্ট এই বংশ-সম্ভূত লোকদিগকে ভাল কর্ম্ম দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

পশ্চাদ্ধাবিত হয়। কয়েকজন নদী সন্তরণ করিয়া পলায়ন করেন। অবশিষ্ট কয়েকজন বন্দী হন। তিতু তাহাদিগকে গোস্ত খাওযাইযা, কলমা মাথায দিয়া, ত্বকচ্ছেদ করিয়া, মুসলমান করিবার হুকুম দেয়। তাহারা কাতবকণ্ঠে জাতি ভিক্ষা চাহে। তিতু শুনিল না। কয়েকজন নিরীহ নির্দ্দোষ হিন্দু জাতিচ্যুত হইল। হিন্দুর আর নিস্তার নাই।

তিতুর কেল্লা

তিতু আপনাকে "বাদসাহ" বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে নারিকেলবেড়িযা গ্রামে একটী বাঁশের কেল্লাও নির্ম্মিত হইযাছিল। মুসলমান লেখক লিখিয়াছেন,—

"এলাহি ভাবিযা বাঁশের বানাইল কেল্লা।
ঘাস বাঁশ দিযা তবে বানাইল ছেল্লা ॥
তাহার ভিতবে জমা সকলে রহিলো।
বেদিন দেখিয়া মোনে সঙ্কট জানিলো।"

কেল্লা বাঁশের হউক,—কেল্লা ভরতপুরের মাটীর কেল্লার মতন সুন্দর, সুগঠিত, সুরক্ষিত, সুসজ্জিত না হউক; কেল্লার রচনা কৌশলময়;—দৃশ্য সৌন্দর্য্যময়। কেল্লার ভিতর যথারীতি অনেক প্রকোষ্ঠ নির্ম্মিত হইয়াছিল। কোন প্রকোষ্ঠে আহাবীয় দ্রব্য স্তরে স্তরে বিন্যস্ত ছিল,—কোন প্রকোষ্ঠে তরবারি, বর্শা, সড়কী, বাঁশের ছোট বড় লাঠি সংগৃহীত সজ্জিত ছিল,—কোন প্রকোষ্ঠে স্তূপাকাবে বেল ও ইষ্টকখণ্ড সংগৃহীত হইয়াছিল। এই কেল্লার কৌশল-কায়দা, তিতুর বুদ্ধি ও শিল্পচাতুর্য্যের পরিচায়ক। এই সময় ফকির যে সব ঐন্দ্রজালিক কাণ্ড দেখাইযাছিল, তাহাতে তিতুমীর ও তাহার অনুচরবর্গের দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল, এই কেল্লা বাঁশের হইলেও, প্রস্তরনির্ম্মিত দুর্গ অপেক্ষা দুর্জ্জয় ও দুর্ভেদ্য। এই কেল্লার মধ্যে থাকিয়া যুদ্ধ করিলে, কি ছার বাঙ্গালী জমিদার, দিগ্বিজয়ী ব্রিটিস-রাজকে ফুৎকারে উড়াইয়া দিব। ক্রমে রণসজ্জা ঘনীভূত হইতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তিতুর অভিষেক

তিতু আপনাকে "বাদসাহ" বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল। যেমন "বাদসাহী", তেমনই কেল্লাও হইয়াছিল; কিন্তু এতদিন বাদসাহীর যথোপযুক্ত অভিষেক হয় নাই। অভিষেকটা আর অবশিষ্ট থাকে কেন? মহাসমারোহে অভিষেক হইল। মই-জুদ্দীনেব বাড়ীতে বাদসাহ তিতুমীর কিংখাপমণ্ডিত সিংহাসনে অধিবেশন করিল। মইজুদ্দীন উজীর হইল। মইজুদ্দীন রুদ্রপুরবাসী একজন জোলা। মাসুম খাঁ সেনাপতির পদ পাইল। এই মাসুম খাঁ তিতুর ভাগিনেয়। সাজন গাজন ও অন্যান্য কয়েক ব্যক্তি শরীররক্ষক এবং বাকের মণ্ডল জমাদারের পদ গ্রহণ করিল। অতঃপর তিতুমীরের আদেশক্রমে অন্যান্য কর্ম্মচারিবর্গ নিযুক্ত হইল। মুহূর্ত্তে শ্রবণ-ভৈরব গগনবিদারী জয়ধ্বনিতে দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। তিতুর সমবেত যোদ্ধবেশী শিষ্যমণ্ডলী সমস্বরে একবাক্যে বলিয়া উঠিল,—"জয় বাদসাহ তিতুমীরের জয়।" তিতু রণজয়ী হইয়াছে,—তিতু বাদসাহ হইয়াছে। এইবার তিতু ভারতের একচ্ছত্র রাজা হইবে। তাই তিতু দিগ্বিজয়ে বাহির হইল; ক্রমে ক্রমে অনেক গ্রামবাসী তাহার বশ্যতা স্বীকার করিল। তিতু যুদ্ধোপকরণ ও রসদাদি সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল।

তিতুর বেগম-বাঞ্ছা

তিতু বাদসাহ হইল, কিন্তু বেগম নহিলে যে বাদসাহী বৃথা। বাদসাহের ইচ্ছা ইঙ্গিতে প্রকাশ পাইল। অমনই চারিদিক হইতে বেগম অন্বেষণার্থ লোক ছুটিল। মোশিয়া গ্রামের জঙ্গালী কামারণী নাম্নী একটা সুন্দরী বিধবা বাদসাহ তিতুমীরের বেগমরূপে নির্ব্বাচিত হইল। তখনই বেগমকে আনিবার জন্য বাদ্যভাণ্ডসহ বহুদলবলে যান প্রেরিত হইল। ব্যাপার দেখিয়া জঙ্গালীর

আত্মীয়েরা আকুল হইয়া উঠিল। তাহারা দেখিল, "আর কুল মান রহে না।" কিন্তু কাহার এমন শক্তি আছে যে, তিতুর কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটাইতে পারে? তখন কয়েকজন আত্মীয় গত্যন্তর না দেখিয়া, তিতুর নিকট গিয়া উপস্থিত হইল এবং অবনত-কন্ধরে করযোড়ে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"বাদসাহ! আমরা আপনার অধীন,—আমরা আপনার গোলাম, মারিতে হয়, মারুন,—কাটিতে হয়, কাটুন; জাতি-ইজ্জৎ লইতে হয়, লউন,—রাখিতে হয় রাখুন; তাহার জন্য ভাবনা কি? কিন্তু প্রভু! বে-আদব মাফ্ কর্‌বেন,—গোস্তাকি মাফ্ কর্‌বেন—আগে কায়েত-বামুনের জাত-ইজ্জৎ লউন, পরে আমরা জাত দেবো।" লোক কয়টীর কথা শুনিযা তিতুর মতান্তর হইল। তখন তিতু স্পষ্টাক্ষরে বলিল,—"আচ্ছা, এখন বেগমের দরকার নাই; আগে হিঁদুর জাত-ইজ্জৎ নষ্ট করবো; হেঁদুর হাঁড়িতে সুক্তুনি এঁদে খাবো, কায়েত বামুনগা ভাল ভাল রাঁড় বেছে বেছে সাদী করবো; তবে জাতির জাত-ইজ্জৎ নষ্ট করবো।"

এই সকল কথা বলিয়া, তিতু জঙ্গালীর আত্মীয়গুলিকে বিদায় দেয়।

তিতুর পুনর্জ্জয়

অতঃপর হিন্দুদিগের উপর তিতুর অত্যাচার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তিতু রণজয়ে গর্ব্বিত হইযা উদ্দাম-উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে আজ এ গ্রাম, কাল ও গ্রাম, এইরূপে গ্রাম লুঠিতে লাগিল। এইরূপে অত্যাচারিত হইয়া সাতক্ষীরা, গোবরডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানের বিখ্যাত জমিদারেরা একজোট হইলেন এবং পরে নদীয়ার কলেক্টরকে দরখাস্ত করিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিতুর অত্যাচার ও আলেকজেন্দার সাহেবের পরাজয়ের কথা কলিকাতার তদানীন্তন গবরণর-জেনারেল বেন্টিঙ্ক সাহেবের কর্ণগোচর হইয়াছিল। গবরণর সাহেবের আদেশ পাইয়া নদীয়ার কলেক্টর ও জজ সাহেব কয়েকটা হস্তী ও অনেক-গুলি লোকজন লইয়া স্থলপথে হস্তীর উপরে এবং জলপথে বজরা

যোগে নারিকেলবেড়িয়ায় যাত্রা করেন। অনেকে বলেন, কলেক্টর সাহেব বজরাযোগে জলপথে এবং জজ সাহেব হস্তীতে আরোহণ করিয়া স্থলপথে গিয়াছিলেন। ইছামতী নদী দিয়া বজরা গিয়াছিল। সাহেবেরা আসিযাছে, তিতুর সেনাপতি মাসুম ইতিপূর্ব্বে সে সন্ধান পাইয়াছিল। সেও আপনার সৈন্য লইয়া বারঘরিয়ায় গিয়া তথাকার কুঠীতে অবস্থিতি করে। মাসুম গিয়াছে, শুনিয়া কলেক্টর আপনার সেনাদিগকে হুকুম দিলেন,—"এখুনই মাসুমকে আক্রমণ কর। কলেক্টরের সৈন্য অগ্রসর হইতে লাগিল। মাসুমের লোকেরা তখনই কুঠী হইতে তাহাদের উপর ইট ছুড়িতে লাগিল। মাসুমের পক্ষ হইতে ইট খাইয়া কলেক্টরের অনেক লোক ভূতলশায়ী হইয়াছিল। মাসুমের লোকেরা যেমন আক্রমণ করিতে থাকিল, অমনই কলেক্টর সাহেবের লোকেরা গুলি ছুড়িতে আরম্ভ করে। মাসুমের পক্ষে কয়েকজন হত হইল। কলেক্টরের পক্ষে কিন্তু অনেক ক্ষতি হইয়াছিল। অনেককে হতাহত হইতে দেখিয়া কলেক্টর সাহেব যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার হুকুম দিলেন। সাহেবের হুকুমে যুদ্ধ স্থগিত হইল। অমনই মাসুমের লোকেরা সাহেবের লোকদিগকে আক্রমণ করিল। সাহেবের অনেক লোক নিহত হইল। মাসুম্ একটী হস্তী ও কয়েকটা বন্দুক কাড়িয়া লইল। সাহেব বজরায় আশ্রয় লইলেন। জজ সাহেব যুদ্ধ করেন নাই। তিনি কলেক্টর সাহেবকে বজরায় যাইতে দেখিয়া তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। মাসুমের লোকেরা রাত্রিকালে বজরার দড়ি কাটিয়া দিয়াছিল। সাহেবরা বজরা করিয়া ভাসিয়া চলিয়া যান।

তিতুর আরদাজী

এই সংঘর্ষণে পুঁড়ার কৃষ্ণদেব, সাহেবদের সঙ্গে ছিলেন। কৃষ্ণদেব ভাবিয়াছিলেন,—"এইবার তিতুর লীলা-খেলা ফুরাইবে, এইবার তিতু সদলবলে নিহত হইবে।" ফলে কিন্তু বিপরীত হইল। সাহেবেরা পরাজিত হইয়া বজরায় আশ্রয় লইলেন। কৃষ্ণদেব

নিরাশ্রয় নিঃসহায় হইলেন। কৃষ্ণদেব দেখিলেন,—চারিদিকে তিতুর লোক জয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে, একবার দেখিতে পাইলে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিবে। কৃষ্ণদেব ভাবিলেন,—"এইবার আমার শেষ। এখানে আমার এমন একটী লোক নাই যে, আমাকে এ বিপদে দুটো সান্ত্বনার কথা কহে। আজ তিতুর মনোরথ পূর্ণ হইবে। আজ তিতু আমাকে বিনাশ করিয়া বৈর-নির্যাতনের নিবৃত্ত করিবে। এখন আর উপায় কি? মৃত্যু অনিবার্য্য। ব্রাহ্মণ-সন্তানকে আজ যবন হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইবে। হা ভগবন্! জমিদার ব্রাহ্মণ-সন্তানের এই পরিণাম হইল!" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণদেব দরবিগলিত ধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সে সময় কৃষ্ণদেবের মনে স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের কথা উদিত হয় নাই কি, কিন্তু উপায় কি? কৃষ্ণদেব তখন নিরুপায় হইয়া, একান্তমনে ভবভয়হারী শ্রীমধুসূদনের নাম জপ করিতে লাগিলেন। জয়োল্লাসে উন্মত্ত তিতুর লোকেরা তাঁহাকে আদৌ দেখিতে পায় নাই। একান্তে নাম-সাধনার ইহা একটা প্রত্যক্ষ ফল। কৃষ্ণদেব হরিনাম জপ করিতে করিতে তিতু-সৈন্যের চক্ষুর অন্তরাল হইবার সঙ্কল্পে একটু একটু পশ্চাৎপদ হইতে লাগিলেন। সহসা তিতুর লোকমণ্ডলী হইতে একজন তীব্রবেগে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইল। সহসা তিতুর সম্পর্কীয় লোককে দেখিয়া, কৃষ্ণদেব ভয়-বিহ্বলচিত্তে কাষ্ঠ-পুত্তলীবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন। উপস্থিত লোকটী অনুচ্চ স্বরে দ্রুত কথায় বলিল,—"আমি জীবিত থাকিতে আপনার কোনও ভয় নাই; আপনি পলায়ন করুন। মাসুম্ দেখিতে পাইলে, এখনই আপনাকে মারিয়া ফেলিবে।" কৃষ্ণদেব স্তম্ভিত হইলেন, অথচ এ বিপদ বহ্নির মধ্যে এ স্বপ্নাতীত সান্ত্বনার সুধা-সেবনে একটু স্নিগ্ধও হইলেন। তিনি ভয়-বিস্ময়ের আবেশে আগন্তুকের আপাদ-মস্তক অবলোকন করিলেন। তখন আগন্তুক বলিল,—"প্রভু, আপনি আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না। আমার নাম মতি-উল্লা। পূর্ব্বে

এ গোলাম আপনারই ছিল।" এই কথা শুনিবামাত্র কৃষ্ণদেব বুঝিতে পারিলেন, এই মতি-উল্লা পূর্ব্বে তাঁহার একজন বিশ্বস্ত অনুগত ভৃত্য ছিল। মতি-উল্লা আর কালবিলম্ব না করিয়া বলিল, "হুজুর! আর বিলম্ব করিবেন না; এখনই পলাইয়া যান।" কৃষ্ণদেব কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। তখন মতি-উল্লা আর কোনও উপায় না দেখিয়া, সজোরে কৃষ্ণদেবকে আকর্ষণপূর্ব্বক স্কন্ধে উঠাইয়া লইল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে ইছামতী নদীতে ঝাঁপ দিল। ঝাঁপ দিয়াই মতি-উল্লা কৃষ্ণদেব সহ সাঁতরাইয়া নদীর পরপারে উপস্থিত হইল। এইবার মতি-উল্লা বলিল,—"আপনি পলায়ন করুন; আমি চলিলাম।" এই কথা বলিয়াই মতি-উল্লা আবার ইছামতী নদীতে পড়িয়া সাঁতরাইয়া আসিয়া আপন দলে উপস্থিত হইল। অতঃপর কৃষ্ণদেব দ্রুতপদে পলায়ন করিয়া আপনার জীবন রক্ষা করেন। কৃষ্ণদেব কিন্তু জীবনে সেই পূর্ব্বান্নভুক্ কিঙ্করের সে উপকার বিস্মৃত হন নাই। বিদ্রোহাবসানে কৃষ্ণদেব মতি-উল্লাকে যথোপযুক্ত পুরস্কার দিয়াছিলেন এবং তাহার বসৎবাটী নিষ্কর করিয়া দিয়াছিলেন।

তিতুর ঘোষণা

তিতু দুই তিনটী যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া আবার দূতমুখে চারিদিকে ঘোষণা করিলেন,—"আমি বাদসাহ।" এখন হইতে তিতু নিত্য বাদসাহীর বিভূতি বিকাশ জন্য আপনি কিংখাপমণ্ডিত মসনন্দী গদিতে এবং মন্ত্রিগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে ভিন্ন ভিন্ন আসনে উপবেশন করিত। তিতু সভায় বসিলে, বন্দীরা তাল-লয়-মানে স্তুতি-গান করিত এবং ডগডগ শব্দে নহবৎ বাজিয়া উঠিত। উঠিবার সময়ও এই ব্যবস্থা। অনেক গ্রামের অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তিতুর বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অনেকেই তিতুর বাদসাহী সভায় উপস্থিত থাকিয়া আপনাদের বশ্যতা-ব্যাপকতা বিজ্ঞাপিত করিতেন। কেবল বশ্যতা নহে, কেহ কেহ নাকি তিতুর দলভুক্তও হইয়াছিলেন। শুনিতে পাই, ভূষণার অপ্রাপ্তবয়স্ক জমিদার

মনোহর রায় তিতুর দলভুক্ত হইয়াছিলেন। মনোহর রায় শক্তি সামর্থ্যে এবং অর্থসাহায্যে তিতুর অনেক উপকার করিয়াছিলেন। তিতুর সর্ব্বার্থ-সহায় ফকির, মনোহর রায়কে বড় ভালবাসিত। এই ফকির যখন তখন তিতুর বাদসাহী সভায় উপস্থিত হইয়া তিতুকে তাম্রকুণ্ডের জলে অভিষেক করিত এবং আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিত,—"তিতু। তুমিই বাদসাহ। ইংরেজ ফিরিঙ্গিদের দূরীভূত করিয়া দাও।"৮

তিতুর পত্র

অতঃপর তিতু রসদ-সংগ্রহার্থ বড় বড় জমিদারদিগকে পত্র লিখিতে আরম্ভ করিল। গোকনা গ্রামের জমিদার রামনিধি হালদার মহাশয় তিতুর নিকট হইতে নিম্নলিখিত পত্র পাইয়াছিলেন,—

"হালদার! কাল তোমার বাড়ীতে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব। আমি দলবলে যাইব; আমাদের জলযোগের জন্য এক বিশ চাউল, পঞ্চাশটী মোরগ, পঁচিশটী খাসি এবং গোটা বারো ষাঁড় যোগাড় করিয়া রাখিবে।"

শ্রীতিতুমীর বাদসাহ।

পত্র পাইয়া, হালদার মহাশয় চকিত, স্তম্ভিত ও ভীত হইলেন। তিতুর নামমাত্রে তখন লোকে থরহরি কম্পান্বিত হইত। এ যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আদেশপত্র! আর কি রক্ষা আছে। ত্রুটি হইলে তিতু কি কাহাকেও রাখিবে? ক্রমে এ চিঠির কথা গ্রামে রাষ্ট্র হইল। গ্রামের লোকে অনেকে ভয়ে পলাইল। রামনিধি হালদার মহাশয়ের পরিবার স্থানান্তরে পলায়ন করিলেন। রামনিধি

৮ কেহ কেহ বলেন,—"তিতু আপনাকে বাদসাহ বলিয়া ঘোষণা করিলে পর, হঠাৎ একদিন এই ফকির আসিয়া তিতুকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। ইনি মক্কা হইতে "জম্-জম্" জল আনিয়া, তাহাতে তিতুকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি অন্তর্হিত হন। পূর্ব্বে তিতুর কাছে আর কোনও ফকির ছিল না।"

হালদারের পৌত্র মধুসূদন হালদার বাতরোগে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি ডুলি করিয়া পলাইতেছিলেন। পথে তিতুর লোকেরা তাঁহাকে ধরিয়া অপমান করিবার উদ্যোগ করে। তিতুর জমাদার বাঁকের মণ্ডল না থাকিলে, হয় ত, এ যাত্রা তাহার নিস্তার পাওয়া দায় হইত। বাঁকের মণ্ডল পূর্ব্বে হালদার মহাশয়দের বাড়ীতে চাকুরী করিত। এক্ষণে পূর্ব্ব-প্রভুকে বিপদ্‌গ্রস্ত দেখিয়া, সে কাতর-কণ্ঠে তিতুর সেনাপতি মাসুমের নিকট মধুসূদনের মুক্তি ভিক্ষা করিল। বাঁকের মণ্ডলের অনেক অনুরোধে মাসুম্ মধুসূদনকে অব্যাহতি দেয়। মধুসূদন অব্যাহতি পাইয়া বাঁকেরকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে নিজ স্থানে প্রস্থান করেন।

তিতুর সঙ্কট-সঙ্কেত

যেদিন হালদার মহাশয়ের সহিত তিতুর সাক্ষাৎ করিবার কথা ছিল, তাহার পূর্ব্বদিন তাঁহারা বড় উদ্বিগ্ন হইয়া রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন। রাত্রি দুই প্রহরের সময় তাঁহারা অকস্মাৎ মেটিয়ার গ্রামের দিকে একটা ভয়ঙ্কর কোলাহল শুনিতে পাইলেন। কিসের এ কোলাহল? তিতু বুঝি সদলবলে আসিতেছে? তিতু আসিল না, তবে এ কিসের কোলাহল! সে বাত্রি কিছুই নিরূপিত হইল না। পরদিন প্রাতঃকালে কোলাহলের কারণ নির্ণয়ার্থ তিনটী ভদ্রলোক প্রেরিত হইয়াছিলেন। প্রেরিত লোকেরা গিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতেই তাঁহাদের সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল, পরন্তু একটু পুলকোদ্গমও হইল। তাঁহারা দেখিলেন, "গ্রামের প্রান্ত-সীমায় এক বিস্তৃত শিবির সন্নিবেশিত। শিবির-সম্মুখে একজন ইংরেজ সৈনিক পুরুষ। তাঁহার পরিধান, লাল কোর্ট-পেণ্টুলেন, মস্তকে টুপি, কটিদেশে চর্ম্মাবরণে নিবদ্ধ অসি। তাঁহার সম্মুখে অনেকগুলি কুলী উপস্থিত। তাঁহারা আরও দেখিলেন, অনেকগুলি সিপাহী ও গোরা যম-কিঙ্করবৎ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া শিবির সম্মুখে অবস্থিতি করিতেছে।

পাঠক বুঝিলেন, ইহারা কাহারা? ইতিপূর্ব্বে আলেকজেন্দার

সাহেবের মুখে তাঁহার পরাভব এবং তিতুর অত্যাচারের কথা আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া, কলিকাতার তাৎকালিক গবরণর জেনারেল লর্ড বেণ্টিঙ্ক দুইটী কামান, একশত গোরা এবং তিনশত সিপাহী সহ কর্ণেল সাহেবকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। যে সাহেবের সম্মুখে কুলীরা উপস্থিত ছিল, তিনিই স্বয়ং কর্ণেল। কামান লইয়া যাইবার পথ পরিষ্কার করিবার জন্য কর্ণেল সাহেব কুলীদিগকে উপদেশ দিতেছিলেন। হঠাৎ হালদারগণ প্রেরিত তিনটি লোকের উপর কর্ণেল সাহেবের দৃষ্টি পতিত হইল। তিনি ইঙ্গিত করিয়া, তাঁহাদের ডাকিলেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া সাহেবের নিকট গমন করিলেন। ইনি তিন জনের মধ্যে সাহসী ছিলেন এবং ইংরেজি জানিতেন।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলে, সাহেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কে?"

বন্দ্যো। আমি হিন্দু-ব্রাহ্মণ,—নিবাস গোকনায়।

সাহেব। আপনি এখানে আসিয়াছেন কেন?

বন্দ্যো। গত কল্য রাত্রিতে একটা কোলাহল শুনিয়াছিলাম। কিসের কোলাহল, তাই জানিতে আসিয়াছি।

সাহেব। আপনি তিতুমীরকে জানেন?

বন্দ্যো। আজ্ঞে জানি।

সাহেব। তিতু এখন কোথায়?

বন্দ্যো। নারিকেলবেড় গ্রামে।

সাহেব। আপনি তিতুকে চেনেন?

বন্দ্যো। আজ্ঞে, তিতুকে আর চিনি না। তিতুকে কে না চেনে? সে আমাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে। তাহার অত্যাচারে বাস করা দায়।

সাহেব। আমরা তিতুকে শাসন করিবার জন্য আসিয়াছি।

এই কথা বলিয়া কর্ণেল সাহেব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে বলিলেন, আপনি আপনার সঙ্গী দুটী লোককে বিদায় দিয়া আমার সঙ্গে থাকুন। আমাকে নারিকেলবেড় গ্রামে লইয়া চলুন।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বীকার পাইলেন। তাঁহার সঙ্গী দুইজন বিদায় লইয়া গোকনায় ফিরিয়া গেলেন।

তিতুর সঙ্কট-সঙ্কেত (২)

অতঃপর কর্ণেল সাহেব সসৈন্যে নারিকেলবেড়িয়া গ্রামের অভিমুখে যাত্রা করেন। বেলা দুই প্রহরের সময় তিনি বাদুড়িয়া-গঞ্জে উপস্থিত হইয়া সৈন্যদিগকে আহার করিয়া লইতে বলেন। সৈন্যগণ তাঁহার আদেশে আহার প্রস্তুত করিবার উদ্যোগ করিল। এই সময় তিতুমীরের তথ্য লইবার জন্য কর্ণেল সাহেব দুইজন অশ্বারোহীকে নারিকেলবেড়িয়া গ্রামে প্রেরণ করেন। অশ্বারোহী দুইজন দ্রুতবেগে নারিকেলবেড়িয়া গ্রামে উপস্থিত হন। তিতুর লোকেরা দুইজন অপরিচিত সুসজ্জিত অশ্বারোহী সৈন্য দেখিয়া, "আল্লা হো, আল্লা হো" শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। বাদসাহ তিতুমীরের কাছে সংবাদ গেল। তিতুমীর হুকুম দিলেন,—"কাফের দুইজনকে কাটিয়া ফেল।" তিতুর হুকুম হইবামাত্র সেনাপতি মাসুম্ অশ্বারোহী দুইটীকে তাড়া করিল। অশ্বারোহী দুইটী যুদ্ধ করিবার ত আদেশ পায় নাই। কাজেই, তাহারা বেগতিক দেখিয়া বাদুড়িয়ার দিকে ছুটিয়া গেল। ছুটিতে ছুটিতে একটী অশ্বারোহীর অশ্ব ছুটিয়া এক বটবৃক্ষতলে উপস্থিত হইল। অশ্বারোহী তাহাকে ফিরাইয়া সোজা পথে লইবার জন্য রাস টানিল। অশ্ব রাস মানিল না; পরন্তু অগ্রসর হইতে লাগিল। অগ্রসর হইতে হইতে বট গাছের একটা শাখায় আটকাইয়া অশ্বারোহী ভূতলে নিপতিত হইল। সেই সময় মাসুম্ বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া গিয়া অশ্বারোহীকে দ্বিখণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিল। অপর অশ্বারোহী আর বিলম্ব না করিয়া দ্রুতবেগে বাদুড়িয়ায় উপস্থিত হইল। কর্ণেল সাহেব

তাহার মুখ হইতে আদ্যোপান্ত সকল বিষয় অবগত হইলেন। তখনও সেনাসমূহের আহারাদি হয় নাই। কর্ণেল সাহেব বলিলেন, "আহার করিয়া কাজ নাই,—এখনই চলো।" কর্ণেল সাহেবের কথা শুনিবামাত্র সেনাসমূহ আহার পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিল।

সন্ধ্যার সময় ইংরেজ সৈন্য নারিকেলবেড়িয়া গ্রামে উপস্থিত হইল। কর্ণেল সাহেব হুকুম করিলেন,—"গ্রাম ঘেরোয়া কর।" সেনারা গ্রাম ঘেরিয়া ফেলিল। সকলেই অসি উন্মুক্ত করিয়া বীরদর্পে সুসজ্জিত ভাবে প্রশান্ত-গম্ভীর মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান রহিল। তিতুর যে সব লোক ইতিপূর্ব্বে অগ্রসর হইয়াছিল এবং যাহারা ইংরেজ সৈন্য দেখিয়া ভয়ে পলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, ইংরেজ সৈন্যের অব্যর্থ অসির আঘাতে তাহাদের অনেকেই নিহত হইল।

তিতু সংবাদ পাইল, ইংরেজ সৈন্য উপস্থিত হইয়াছে। তিতু ভীত হইল; কিন্তু বাহিরে কিঞ্চিন্মাত্র ভয়ের ভাব প্রকাশ না করিয়া সকলকে বলিল,—"ভয় কি ? যুদ্ধ করিতে হইবে।" নিকটে একটী লক্ষ-ইটের পাঁজা ছিল। তিতু বলিল,—"এই ইট্ খণ্ড খণ্ড কর এবং যেখানে যত বেলগাছ আছে, তাহা হইতে বেল পাড়িয়া লইয়া এসো। পরে এই ইট্ ও বেল কেল্লার মধ্যে জমা করিয়া রাখো।" তিতুর আজ্ঞা প্রতিপালিত হইল। অতঃপর তিতু উৎসাহ-বাক্যে আপন লোকদিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। তিতুর লোকেরা উত্তেজিত হইয়া, "আল্লা হো" "আল্লা হো" শব্দে,—"জয় তিতুমীরের জয়" নিনাদে স্থাবর-জঙ্গম কাঁপাইয়া তুলিল। নির্ভীক সাহসী নিত্য-বলদৃপ্ত সুশিক্ষিত ইংরেজ সেনা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। কেবল কর্ণেলের অনুমতির অপেক্ষামাত্র। কর্ণেল সাহেব জলদগম্ভীর ভীমনাদে বলিলেন,—"অদ্য রাত্রিতে যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই; সকলে স্থির হইয়া থাকো।" কর্ণেল সাহেবের আদেশক্রমে ইংরেজ সৈন্য যুদ্ধ করিল না। রাত্রিকালে কিন্তু বিদ্রোহীরা ইংরেজসেনার

প্রতি ইষ্টক নিক্ষেপ করিয়াছিল। দুই চারিজন ইংরেজ সেনা আহত হইয়াছিল।

তিতুর শেষ

নিশাবসানে ইংরেজ সৈন্য যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই নবেম্বর। অদ্য তিতুর শেষ দিন। প্রভাতী অনিল বালার্কের লোহিতরাগরঞ্জিত রেণু-কণা সহ মিশিয়া ইছামতীর স্রোতপ্রবাহে গড়াইতে গড়াইতে যেন তিতুর শেষাভিনয় ঘোষণা করিয়া বেড়াইল। ইংরেজ সৈন্যের আজ বিশ্ববিজয়িনী সংহার-মূর্ত্তি! তাহাদের উন্মুক্ত অসি প্রভাত-সূর্য্যের ঝলমল কিরণে ঝলসিত হইল। ইংরেজ সৈন্যের সেই সংহার-মূর্ত্তি দেখিয়া তিতুর লোকেরা ভয় পাইল। তিতু কিন্তু অচল অটল। তিতু বুঝি ভাবিল, "ভাগ্যে যাহা হয় হইবে, যুদ্ধে প্রাণ দিব।" এদিকে ইংরেজ সৈন্য যুদ্ধার্থ অনুমতি প্রার্থনা করিল। কর্ণেল সাহেব সকলকে নিরস্ত করিয়া আপনি অশ্বারোহণপূর্ব্বক ধীরে ধীরে তিতুর বংশনির্ম্মিত কেল্লার দিকে অগ্রসর হইলেন। কেল্লার প্রধান ফটকের সম্মুখস্থ হইয়া, তিনি একখানি গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির করিলেন এবং তাহা তরবারির অগ্রভাগে বিদ্ধ করিয়া উচ্চনাদে বলিলেন,—"মহাশয়! ভারতবাসীর মহামান্য গবরনর জেনারেল আপনাকে সদলবলে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পরোয়ানা দিয়াছেন। আপনি স্বেচ্ছায় গ্রেপ্তার হইবেন কি না, জানিতে চাহি।" উন্মত্ত তিতু গ্রেপ্তারের কথা বুঝিল না বা মানিল না। উন্মত্ত তিতু, আত্মহারা তিতু, নির্ব্বোধ তিতু, অজ্ঞান তিতু কোপকষায়িত লোচনে বীরগর্ব্বিত বচনে বলিল,—"মারো, মারো, কাটো, কাটো সাহেবকে।" তিতুর কথায় তিতুর লোকেরা সাহেবকে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিল। সাহেব নির্ভীক চিত্তে আবার দুইবার গ্রেপ্তারীর কথা বলিলেন। ফল হইল না। তখন সাহেব আপনার সৈন্যগণের নিকট ফিরিয়া গিয়া সকলকে যুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন।

যুদ্ধের আদেশ পাইবামাত্র যুদ্ধকামোন্মত্ত ইংরেজ সৈন্য হুঙ্কার

করিতে করিতে তিতুমীরের কেল্লার অভিমুখে অগ্রসর হইল। পদাতি তরবারি খুলিল, অশ্বারোহী সবেগে ছুটিল, তালে তালে রণমদে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল, উত্তেজনার কলকল কোলাহলে দিগ্‌দিগন্ত উদ্বেলিত হইল। দেখিতে দেখিতে ইংরেজ সৈন্য তিতুমীরের কেল্লা ঘেরিয়া ফেলিল। কর্ণেল সাহেব কামান দুইটীকে কেল্লার সম্মুখভাগে স্থাপন করিলেন। তিতুমীর ঠিক কামানের মুখের উপর ছিল। কামানের ভীম মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া তিতুর লোকেরা একটু সরিয়া গেল।

কিন্তু একি এ! অকস্মাৎ এ আবার কি মূর্ত্তি! এ আবার কি বেশ! আজ তিতুর এ দীনহীন পথের ভিখারিবেশ কেন? কোথায় সেই স্বপ্নৈশ্বর্য্য বাদশাহী বেশ! কোথায় সে বাদশাহী বিভূতি দোর্দ্দণ্ড রাজদণ্ড! রাজদণ্ডের পরিবর্ত্তে এখন দক্ষিণ হস্তে একগাছি তজমীর মালা এবং অন্য হস্তে আশা। একি এ! সে গৌরাঙ্গ উজ্জ্বল-কান্তি তিতুর বদনমণ্ডলে আজ কারুণ্যের হিমানী-ধারা কেন? বীর্য্যবান্ তিতু ভক্তের ভক্তি-চুম্বক হীন ফকিরের বেশ ধারণ করিয়াছে! বংশ-দুর্গের দ্বারদেশে তিতু ধ্যানমগ্ন! শিষ্যমণ্ডলী সে ধ্যানমগ্ন মধুর ফকির-মূর্ত্তি একাগ্র-নয়নে নিরীক্ষণ করিতে করিতে ভক্তির ক্ষীরধারে আপ্লুত হইতেছে। যেন ভক্তবৎসলের মোহকর রূপে বিমোহিত হইয়া নিস্পন্দ নিস্তব্ধভাবে চিত্রার্পিত মূর্ত্তিবৎ দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

তাহারা বাহ্য বিভীষিকা বিস্মৃত হইয়া ভক্তিগদগদ-চিত্তে যেন তিতুর মুখ-কমলের অনাবিল মকরন্দ পান করিতেছে। তখন যেন তাহারা মনে করিল,—কি তুচ্ছ সাম্রাজ্য-রাজ্য, কি তুচ্ছ ধন-সম্পদ, কি তুচ্ছ স্ত্রী-পুত্র, কি তুচ্ছ আত্মীয়স্বজন? ধ্যানান্তে তিতু উচ্চকণ্ঠে ভগবানের নামোচ্চারণ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তিতু সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—"দেখ ভাই সকল, তোমরাই আমার অবলম্বন। তোমাদের আশা-ভরসায় আমি অকূল সাগরে ঝাঁপ দিয়াছি। তোমরা যদি প্রাণপণে সাহায্য কর, তাহা হইলে আমি

রাজ্যরক্ষা করিতে পারি; নহিলে আমাকে পথের ভিখারী হইতে হইবে। যদি সমস্ত দেশ জয় করিতে পারি, যদি ফিরিঙ্গি ইংরেজকে তাড়াইতে পারি, তাহা হইলে তোমাদিগকে পুরস্কার দিব। ভয় পাইও না। যখন মরিতেই হইবে, তখন যুদ্ধে মরিবার জন্য ভয় কেন? কোরাণে লিখিত আছে, যুদ্ধে মরিলে মানুষ 'ভেস্তে' যায়। তবে কেন ভাই, কাপুরুষের মতন মরিব। কেন নরকে যাইব। ধর্ম্মের জন্য মরিলে, স্বর্গের কজ্জল-নয়না অপ্সরাদিগের অনুপম সৌন্দর্য্যসুখানুভব করিব। কেমন ভাই, তোমরা বীরের ন্যায় প্রাণ দিতে পারিবে?"

তীব্র সুরাসার ভেষজে যেমন অবসন্ন মুমূর্ষুর তর্জ্জনীবেগ তর তর নাচিয়া উঠে, তিতুর উৎসাহবাণীতে অবসন্ন তিতুশিষ্যেরা সেইরূপ মুহূর্ত্তে মাতিয়া উঠিল। তিতুর কথা শুনিবামাত্র সকলেই সমস্বরে বলিল, "পারিব", "পারিব"।

এই সময় ফকির মিস্কিন্ উপস্থিত হইয়া সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"তোমাদের ভয় নাই,—আমি থাকিতে তোমাদের ভয় নাই। আমি সিপাহীদের কামান, বন্দুক, তরবারি সব ভারিয়া ফেলিয়াছি। সে কামান বন্দুক হইতে গোলাগুলি বাহির হইবে না। কেহ তরবারি তুলিতে পারিবে না। তোমরা কেহ মরিবে না, ভয় নাই। মরিলে আমি বাঁচাইব। আমার কথা বিশ্বাস করিয়া যুদ্ধ কর।"

ফকিরের কথায় উপস্থিত তিতু শিষ্যগণ উত্তেজিত হইয়া, "আল্লা হো," "আল্লা হো" শব্দে দিগন্ত ব্যাপিয়া আপনাদের যুদ্ধকর্ত্তব্যতা বিজ্ঞাপিত করিল। এই সময় ফকির আবার জলদনিঃস্বনে বলিতে লাগিলেন,—"শুন ভাই। আমার কথা শুন, যুদ্ধ কর, ভয়ে পলাইও না, যে পলাইবে—" এই কথা বলিতে বলিতে সহসা গম্ভীর মেঘগর্জ্জনবৎ গুড়ুম শব্দে দিক্ আলোড়িত হইল। দেখিতে দেখিতে মুহূর্ত্তে তিতুর বাঁশের দুর্গ কাঁপিয়া উঠিল। আকাশ-পৃথ্বী ঘোর ঘন ধূমাবর্ত্তে আচ্ছন্ন হইল। সে সূচিভেদ্য অন্ধকারে আর

দৃষ্টি চলে না। তিতু শিহরিয়া উঠিল, ফকির বিষণ্ণ হইল, মাসুম টলিয়া পড়িল, মইজুদ্দীন কাঁদিয়া ফেলিল, সাজন গাজন পলাইবার পথ দেখিল। সে পলাইয়া নিকটস্থ একটী বৃক্ষের আড়ালে লুকাইয়া রহিল।

যে শব্দে তিতুর কেল্লায় বিভীষিকার এই করুণ দৃশ্য, ইংরেজের কামান হইতে সেই শব্দ উত্থিত হইয়াছিল। কর্ণেল সাহেব করুণার বশে তিতুকে কেবল ভয় দেখাইবার সংকল্পে একটি ফাঁকা আওয়াজ করিয়াছিলেন। ফাঁকা আওয়াজের ফাঁকা ধূমমাত্র উদগীরিত হইয়াছিল। ফাঁকা ধূম প্রকৃতির ফাঁকায় মিশিয়া গেল। আবার দিঙ্‌নিচয় রবিকরোদ্ভাসে পূর্ব্ববৎ প্রসন্ন প্রফুল্ল হইল। কামানে গোলা ছিল না; সুতরাং তিতু সদলবলে অক্ষত রহিল। ফকির তখন গর্ব্বোন্মাদে বিকট হাসি হাসিয়া গর্ব্বিত বাক্যে বলিল,—"গোলা খা ডালা।"[৯] তিতুর অনুচরবর্গ বুঝিল, নিত্য ঋতবাদী ফকির সত্য সত্যই গোলা গিলিয়া ফেলিয়াছে। তখন তাহারা ফকিরের অলৌকিক-কীর্ত্তির আলোচনা করিতে করিতে মরণের ভীতি-শূন্য হইয়া প্রবলবেগে ইংরেজ সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিল। আবার তাহারা ইংরেজ সৈন্যের প্রতি ইষ্টক ও বেল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এই সময় ফকির বলিল,—"তোমরা ভয় পাইও না; যুদ্ধ কর; তোমাদের জয় হইবে; আমি মক্কা হইতে সেনা আনিতে চলিলাম; মক্কা হইতে যতদিন না ফিরি, ততদিন যুদ্ধে ক্ষান্ত হইও না।" এই বলিয়া ফকির অন্তর্দ্ধান হইল। ইহার পর ফকিরের আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।[১০]

৯ "গোলা খা লিয়া" ইহাই প্রকৃত কথা; কিন্তু এ পর্য্যন্ত "গোলা খা ডালা" এই কথাই চলিয়া আসিতেছে।

১০ এই ফকির সম্বন্ধে নানা লোকে নানা কথা বলেন। কেহ বলেন, তিনি মস্‌তেন সাহা, কেহ বলেন, বড়িসা; কেহ বলেন, ঠাকুর সাহেব। কাহারও বিশ্বাস, তিনি সিদ্ধপুরুষ পীর। কোথাও বা এইরূপ জনশ্রুতি আছে, মুসলমানদিগকে অত্যাচারী হইতে দেখিয়া, তাহাদের ধ্বংসসাধনার্থ তিনি তিতুমীরের দলে যোগ দেন এবং ইংরেজের বিরুদ্ধে তিতুমীরকে উত্তেজিত করেন।

কর্ণেল দেখিলেন, তিতুর চৈতন্য হইল না; তিতু সত্য সত্যই দিশেহারা,—আত্মহারা; তাই জ্বলন্ত অনলে ঝাঁপ দিয়া মরিতে উদ্যত হইতেছে। কিন্তু আর ক্ষমা করিলে ত চলিতেছে না। কাজেই তিনি কামানে গোলা পুরিলেন। এদিকে ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছিল। তিতুর অনুচরবর্গের লাঠি-সড়কীতে অনেক ইংরেজ-সৈন্য এবং ইংরেজের গুলিতে অনেক তিতুর অনুচর ধরাশায়ী হইয়াছিল। তিতু ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছিল। কর্ণেল সাহেব এই সময় তিতুকে লক্ষ্য করিয়া গোলা ছুঁড়িলেন। চপলাপ্রভায় দিক্ উদ্ভাসিত করিয়া, মুহুর্ম্মুহু ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে, ধূমে দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া, গোলা ছুটিল। মুহূর্ত্তমধ্যে গোলা তিতুর উপর নিপতিত হইল। গোলার আঘাতে তিতুর দক্ষিণ উরু উড়িয়া গেল। তিতু ভূতলে পতিত হইয়া নিমীলিত নেত্রে ফেনে দগার করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তাহার প্রাণবায়ু নিঃসৃত হইল। তিতুর সব ফুরাইল! উন্মত্তের উদ্ভট কল্পনার অবসান হইল!

গোলার আঘাতে তিতুর বাঁশের কেল্লা পড়িয়া গিয়াছিল। কেল্লা চাপা পড়িয়া তিতুর অনেক অনুচর আর্ত্তনাদ করিতে করিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিল। অনেকে পলাইয়া গিয়াছিল। কেহ বৃক্ষের উপরে, কেহ গৃহস্থের অন্দরে, কেহ পাটের গুদামে, কেহ শস্যের ক্ষেত্রে আশ্রয় লইয়াছিল। নিকটে এক স্থান হইতে প্রচুর পরিমাণে মাটী কাটিয়া লওয়া হইয়াছিল। সেই স্থানে একটা প্রকাণ্ড গর্ত্ত ছিল। অনেকে সেই গর্ত্তে লুকাইয়াছিল। অতঃপর ইংরেজ সৈন্য গৃহে, প্রাঙ্গণে, বৃক্ষে, গর্ত্তে, ঘাটে, মাঠে, যেখানে যাহাকে পাইল, তাহাকে গুলি করিল। যাহারা বৃক্ষের উপর ছিল, তাহারা গুলি খাইয়া পাখীর মত ঝট্‌পট্ করিতে করিতে মৃত্তিকার উপর পতিত হইতে লাগিল। কত পলাইল, কত মরিল, তাহার ইয়ত্তা নাই।

অনেকেই বন্দী হইল। কর্ণেল সাহেব বন্দীদিগকে লইয়া

বারাসতে গমন করেন। বারাসতে বন্দিগণ খাইবার জন্য এক-ছটাক করিয়া চাউল পাইয়াছিল। বারাসত হইতে তাহারা আলিপুরে প্রেরিত হইয়াছিল। আলিপুরে তাহাদের বিচার হয়। ৩৫০ জন আসামীভুক্ত হইয়াছিল। বিচারে ১৪০ জনের কারাদণ্ড হয়। সেনাপতি মাসুমের প্রাণদণ্ড হইয়াছিল।[১১]

১১ ওকনালী সাহেবের "The Wahhabis in India" নামক প্রবন্ধে এইরূপ লেখা আছে। কেহ কেহ বলেন, আলিপুরের জজ ও কলেক্টর বন্দীদিগকে সঙ্গে লইয়া নারিকেলবেড়িয়া গ্রামে গিয়াছিলেন। সেখানে তিতুমীরের কেল্লার প্রাঙ্গণে এক সভা হইয়াছিল সে সভায় বহুগ্রামের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের সাক্ষ্য লইয়া বিচার হয়। বিচারে মাসুমের প্রাণদণ্ড, অনেকের দ্বীপান্তরদণ্ড এবং অনেকের কারাদণ্ড হইয়াছিল। নারিকেলবেড়িয়া গ্রামে তিতুর বাঁশের কেল্লার সম্মুখে মাসুমের ফাঁসি হইয়াছিল। আট শতজন বন্দী হইয়াছিল।

পরিশিষ্ট

কলভিন্ সাহেব তিতুমীরের বিদ্রোহ সম্বন্ধে যে বিস্তৃত রিপোর্ট লিখিয়াছিলেন, গবরণমেণ্ট সেই রিপোর্ট পড়িয়া এইভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন,—"এ বিদ্রোহ ব্যাপার স্বল্প স্থানমাত্র ব্যাপিয়াই হইয়াছিল ; যে স্থানে ইহার উৎপত্তি, তথা হইতে ইহা প্রসৃত হইয়া পড়ে নাই। দেশের সম্ভ্রান্ত, সক্ষম এবং সুবিজ্ঞ ও সুবিবেচক লোকে এ ব্যাপারে যোগ দেন নাই।"

গবরণমেণ্ট স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, ইহা পাগলামীর কাজ ; যাহারা এ কাজ করিয়াছিল, তাহারা জানিত না, কি কাজ করিতেছি। ভারতের কোটি কোটি কণ্ঠ হইতে গবরণমেণ্টের এই কথাই প্রতিধ্বনিত হইবে। তিতু যে অপরাধ করিয়াছিল, তাহার ফল সে পাইয়াছিল। তিতুর পক্ষে যাহারা ছিল, তাহাদেরও শাস্তি হইয়াছিল। তিতুর পাপে, তিতুর পুত্রের দণ্ড হয় নাই। বরং গবরণমেণ্ট তাহার বৃত্তি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এমন রাজার রাজ্যে যাহারা বিদ্রোহের কল্পনা করে, তাহারা প্রকৃতই পাগল,—তাহারা কৃপার পাত্র।

তিতুর জীবনী কেন ?

তিতুর প্রসঙ্গ সাঙ্গ হইল। হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, খৃষ্টান হউক, শিখ্ হউক, পারসিক হউক, তিতুর ন্যায় যদি কখনও কাহারও দুর্বুদ্ধি হয়, ভ্রান্তি হয়, তিতুর দৃষ্টান্তে নিশ্চিন্তই তাহার চৈতন্য হইবে। তিতু বড়ই দুর্বুদ্ধি ; তাই তিতু বুঝিল না, ইংরেজ কত ক্ষমাশীল,—কত করুণাময়। তিতুকে বাঁচাইবার জন্য ইংরেজ আত্মক্ষতি করিয়াছিলেন। যখন আলেকজান্দার সাহেব তিতুকে ধরিতে গিয়াছিলেন, তখন তিনি আপন সিপাহিদিগকে ফাঁকা আওয়াজ করিতে বলিয়াছিলেন। ফাঁকা আওয়াজ করিয়া অনেক সিপাহী মরিয়াছিল। তিতু না মরিয়া আপনি বশ্যতা স্বীকার

করে, ফাঁকা আওয়াজের ইহাই উদ্দেশ্য নহে কি? তিতু যখন ঘোর উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তখনও ইংরেজ-সেনাপতি তাঁহাকে বাঁচিবার অবসর দিয়াছিলেন। তখনও কামানে ফাঁকা আওয়াজ হইয়াছিল। হায়! দুর্বুদ্ধি তিতু,—অহমিকায় আত্মহারা তিতু, ইংরেজের সে করুণা, সে মমতা, বুঝিল না। বুঝিল না,—তাই তিতু আপনি মজিল,—আর সহস্র সহস্র লোককে মজাইল।

এ ভারতে ইংরেজের রাজত্বে ইংরেজের করুণার মর্ম্ম, ইংরেজের বাৎসল্যের ভাব, কে না বুঝে? ইংরেজের রাজত্বে সুখামৃতের নিত্য সুখাস্বাদ কে না করে? তবে সুপিতার দশটী পুত্র থাকিলে, কাহারও কাহারও দুর্বুদ্ধি ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে ত। ইংরেজ রাজের ভারত-রাজত্বে কোটি কোটি প্রজার মধ্যে কাহারও হয় ত কখন কু-কল্পনার আবেশ হইতে পারে। কখন কখন এইরূপ কল্পনাবেশের বিকাশ কোন্ না দেখা যায়? তাহাদের চৈতন্য উদ্রিক্ত করিবার জন্য, আর ভবিষ্যৎ-কুলাঙ্গারদিগকে সতর্ক করিবার জন্য, তিতুর জীবনী প্রকাশিত হইল।

সমাপ্ত

সমকালীন সংবাদপত্রে তিতুমীরের বিদ্রোহ

তিতুমীরের বিদ্রোহকে আজ আমরা যে চোখেই দেখি না কেন, সমকালে এ বিদ্রোহ জনগণের কাছে কি রূপে দেখা দিয়েছিল, তা জানার কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। বৃহত্তর জনসমাজের প্রতিক্রিয়া ঠিক কি হয়েছিল বলা মুশকিল। সরকারি নথিপত্রের বিবরণ ছাড়াও এ বিদ্রোহ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়ার কিছু খবর সমকালীন পত্রিকাগুলিতে আছে। তবে এইসব বিবরণ অনেক সময়ই নিরপেক্ষ নয়, নিতান্তই একদেশদর্শী। সেই কারণেই ইংরেজ মালিকানাধীন এই সময়ের ইংরেজি পত্রিকাগুলির সম্পাদকরা এই বিদ্রোহকে নিছক উপদ্রবের বেশি কিছু মনে করতে পারেন নি। দেশীয় পত্রিকাগুলির মধ্যে শ্রীরামপুর মিশনরিদের পত্রিকা 'সমাচার দর্পণ' একই সুরে সুর মিলিয়েছে। ইংরেজভক্ত ইয়ংবেঙ্গলের মুখপত্র 'জ্ঞানান্বেষণ'ও এর ব্যতিক্রম নয়। এতেও তিতুর অত্যাচারী রূপটিই তুলে ধরা হয়েছে। 'ধর্মসভা'র মুখপত্র 'সমাচার চন্দ্রিকা' এই সুযোগে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার করেছে। তবু এরই মধ্যে সমকালীন পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত কিছু কিছু মন্তব্য ও সংবাদ আমাদের এ বিদ্রোহ সম্পর্কে নতুন করে ভাবার অবকাশ দেয়। যেমন অতিমাত্রায় রক্ষণশীল 'জন বুল' এই বিদ্রোহের সঙ্গে ধর্মীয় উন্মাদনার সম্পর্ক কতখানি আছে, সে বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করে অনাহার ও অভাবের তাড়নাই এই বিদ্রোহের মূল কারণ বলে মন্তব্য প্রকাশ করে। আবার সমকালের মুসলমান জনগণের একটা বড় অংশ যে বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন, তা আমরা জানতে পারি ৫ ডিসেম্বর, ১৮৩১-এর 'রিফর্মার' পাড়।

এই সময়ের পত্রিকাগুলি আজ অধিকাংশই লুপ্ত, দু'একটি যাও আছে—তারও অবস্থা অতি জীর্ণ। আমরা সমকালীন সংবাদপত্র থেকে তিতুমীরের বিদ্রোহ সংক্রান্ত কিছু রচনা সংকলন করে সমকালের চোখে বিদ্রোহের চেহারাটা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

(1)

The disturbances in the Baraset district have been of a more serious nature than seems at first to have been apprehended. We understand that yesterday morning a Regiment from Barrackpore, two guns from Dum Dum, and twelve troopers of the Body Guard, under the command of Capt. Sutherland, proceeded to the disturbed district ; and we have no doubt have before now given a good account of the body of fanatics who have been perpetrating such cruelties, and giving so much alarm to its inhabitants.

-*John Bull*, reprinted in the Govt. Gazette, 21. 11. 1831

(2)

We learn that a battalion of sepoys and a couple of field-pieces have been ordered to the assistance of the Magistrate at Baraset, to put down the Mouluvees, as they call themselves. In our former notices we have written this name Molabees, following the authority of the letters from which we quoted. Another name attached to their sect is *Hedayut-oollahs*. Their numbers are now alleged to have reached 1000 ; and the people of the district to which they are committing their ravages are in the greatest consternation. We understand that, in addition to the above mentioned force, a few troopers have been got together, not exceeding a score of five-twenty ; but even that small number will be of material use in reducing such an undisciplined rabble. The founder of the sect, we are told, was the famous SEYUD AHMED who was defeated and killed about the beginning of the present year by RUNJEET SINGH's forces. Our readers may recollect some particulars of his death which we published several months ago. What circumstances have led them to break out at this time does not appear. -The *India Gazette*, 18. 11 1831

(3)

We have as yet learned nothing certain of the proceedings of the detachment that has been sent against the insurgents in the Baraset district. In addition to the force which is mentioned yesterday, we learn that there were a hundred horse artillery mounted as cavalry and 60 Golundauze sent. The infantry force employed is the 11th Regiment Native Infantry, and the whole, we understand, left Barrackpore on the morning of the 17th. A letter from Barrackpore mentions that some brisk firing, both of guns and small arms, has been heard there, and the firing is also said to have been heard on Friday in Calcutta. We refrain from mentioning other reports that have reached us until we have them on some positive authority. -The *India Gazette*, 19. 11. 1831

Since writing the subjoined details respecting the Mouluvees and the movements against them, we have learned the following particulars referred to in our last.

The Horse Artillery that went as cavalry from Dum-Dum on Thursday night came up with the Mouluvees posted near the Issamuttee river early next day, drove in their piquets, and kept them on the qui vive till evening, when the infantry under Major SCOTT came up. After having reconnoitred their position, Major SCOTT deemed it expedient to postpone the attack lest they might after defeat have the advantage of night to favour their escape. They had become very bold from their supposed success in keeping off the European Horse, of whom one trooper was killed and a young officer wounded, besides two horses. Accordingly they stood the first attack on the following morning very boldly, and it was not till they had lost 80 men in killed and woulded and had been thrown into confusion that they took to flight. In their retreat, they were checked by the horsemen which enabled the infantry to make about 250 prisoners. The leader of the marauders is amongst the slain.

Reports have subsequently come from different quarters that the fugitives were met by the battalion under Major WHEELER which had left Barrackpore the day before, and that they lost 800 men in killed, woulded, and prisoners. No authentic accounts from Major WHEELER have arrived.

We do not learn that any confirmation has been received of the above reports of Major WHEELER'S success against the Moulavees subsequent to their defeat by the force under Major SCOTT. In this last mentioned affair it seems that no fewer than four of their Sirdars were killed in the attack on them at the Indigo factory where they had been taken post. It appears to have been that called the Hooghly factory belonging to Mr. WILLIAM STORM, from which the Magistrate of Nuddeea had been driven the day before. In revenge the Moulavees broke all the indigo chests and scattered the indigo.

It becomes a matter of some, interest to ascertain the real cause of this out-breaking, now that it has been, we hope, entirely suppressed ; and as far as our information extends

we

we are happy to say that it does not appear to have originated in any cause subject to the control of Government or connected with the acts or proceedings of the Europeans or Christians resident in the districts where they appeared. The sect is said to have been for some time spreading in that quarter; and its adherents do not appear to be, strictly speaking, Moosulmans, but rather Deists, holding the mosque and the idol temple in equal contempt. They must, however, have some leaven of Moosulman prejudice in them, for the present disturbance is said to have had its origin in that source. Some of the sect, it appears, thought proper to kill a cow in a village principally inhabited by Brahmuns, and belonging to a Brahmun petty landholder, named Ruttun Kant Roy, who resolved to punish the cows layers. He accordingly had them dragged to his house, where he caused their faces to be rubbed over with hog's flesh. They were soon joined by others of their party, and one act of violence led to another, till blood was shed, the village plundered, and the landholder's son killed. The contagion spread, and the Moulavees assembling from all quarters, found themselves sufficiently strong to excite terror wherever they went, and they took advantage of their number to pillage all who would not join them, frequently committing the most barbarous cruelties in their extortions and robberies. According to this account, the collision of hostile prejudices and superstitions appears to have been the original cause of the excitement, and we fear the period is distant when we may expect that the general diffusion of education and useful knowledge will be a check on similar ebullitions of popular violence arising from ignorant bigotry and fanaticism. Yet, however remote the prospect, let it not be forgotten that instruction in useful knowledge is one of the most effectual means of protecting society from such outrages. -The *India Gazette*, 22.11.1831, reprinted in the Calcutta Monthly Journal, November, 1831, P. 152-5.

(5)

The papers of the week have teemed with accounts of a set of marauding Insurgents, calling themselves Muolovees, who have set up a plundering expedition in the Baraset and

Kishnaghur district. The exertions of the Civil power having failed in quelling the rioters, a Military force was dispatched against them on Thursday last, consisting of the 11th Regiment Native Infantry, under Major Scott—two guns from Dum Dum, and a Troop of Horse Artillery, (mounted as Cavalry) under Captain Graham, and a few Sowars, under Major Sutherland. As yet, the information we have received is rather meagre, but satisfactory as far as it goes. It amounts briefly to this. The Cavalry reached Narkoolbary on Friday, about noon, and a little skirmishing took place, in which a Trooper and two horses were shot. The Infantry and guns came up in the evening, but too late to make the attack with a prospect of full success. The Insurgents remained at their post all that night. The next morning, (Saturday, 19th instant,) they appeared drawn up on the plain. After a few discharges from the six-pounders, they retreated into a stockade they had erected, whence they were dislodged by the troops. Fifty of them were killed, and amongst other Teetoo Meer, the leader, and two hundred and fifty taken prisoners.

-*The Govt. Gazette*, 21. 11. 1831

(6)

Information was yesterday received in town that the Military detachment dispatched for the purpose, had come up with the Molaves in Barraset, near the ground of the Magistrate's disaster.

Mr. Alexander and Captain Southerland with the Sowars, having preceded the Horse Artillery, under Captain Graham, arrived at the ground on Friday afternoon. Upon of the junction of the two bodies of Horse, some skirmishing took place, in which an Artillery man was killed, and two horses shot ; but the insurgents being in considerable force and drawn up on the plain for action, it was deemed prudent to await the arrival of the Infantry under Major Scott, which came up in the evening.

Early on Saturday morning operations commenced ; the Molaves received the troops with loud shouts in the open plain-after two or three rounds of grape, however, they took shelter in a stockade, upon which the Infantry advanced and

stormed-after about an hour's fighting they obtained possession, killing and wounding about 80 or 100, (among whom was the Leader, a Fakeer) and taking about 250 prisoners; the insurgents are still however reported to be in considerable force in the adjacent country.'

It has been fortunate that the Government took such prompt measures in despatching an effective force against these marauders—and it is melancholy to think, that had this affair occurred at any distance from the presidency, such is the unguarded state of the different stations from want of troops, and such the total inefficiency of the police, as has been proved during the last few days, that the most serious consequences must have ensued.

-Hurkaru, reprinted in the Govt. Gazette. 21.11.1831

(7)

The day before yesterday, the prisoners made by the Detachment sent against the Insurgents mentioned in our last, amounting to about two hundred and fifty—were lodged in Alipore Jail. There are various rumours respecting the origin of the Insurrection. Whatever the incipient motives might have been, plunder and outrage appeared, latterly, to be the grand link that held the Insurgents together in their reckless and extra ordinary attempt.

-The Govt. Gazette, 24.11.1831

(8)

Since the above went to press, we have understood that the outrage attributed to those misguided men (or Molabees, as they call themselves) have been greatly exaggerated. We learn that they went to no great distance from Nukulbare on any pursuit, and that from the neighbouring villages and factories they only raised small contributions in money or in kind—from one of Mr. Storm's factories, which is in the immediate neighbourhood, they took some sheep and a share of other good things, leaving a fair proportion to the Superintendent. The Superintendent of his other

factory had departed with his wife and family; the furniture was broken apparently in their search for plunder, and the papers were destroyed, most probably by the villagers, for the purpose of destroying the record of their own debts. But mere wanton destruction did not seem, we have heard, to be the object of the Moolabees, for if that had been the case, they had only to set fire to the thatched houses which contained property to the value of 30 or 40,000 Rupees, and which were left entire—while the latter sustained but little injury.

It is of course impossible to say to what excesses a body of Mahometan fanatics would not have proceeded, if not suddenly checked in their career. They had triumphed over the Magistracy and Police of the district, and although an unarmed rabble, appear to have shown a boldness and an absence of fear which could hardly have been expected of Bengalees. When the small party of Cavalry came, about 9 A. M before the place where they had taken up their position, it is said that they declined any amicable communication with them, and that men with sticks in their hands came forth to oppose singly, troopers with their swords drawn. When the party of fifty or sixty Horse Artillery, mounted as Cavalry, joined their comrades about eleven o'clock, the whole were of sufficient strength to keep the Moolabees within their own bounds.

The Cavalry continued throughout the day to look anxiously for the arrival of the Infantry, and as they were not of sufficient strength to surround the place and prevent the escape of their opponents, withdrew towards dusk to a little distance. It is said that during the night one-half of the Insurgents went away, and the remainder were found at day-break, posted under a large tree immediately in front of the village. The guns opened on them with grape. Tatta Mea, their leader, was seen to fall on the first discharge, as the grape continued, the remainder retired into the village, where they were followed by the Infantry—and were either killed, or made prisoners as already described.

Tatta Mea is said to be a native of Hyderpoor, a small village in the immediate neighbourhood of Nukulbare. He accompanied Sayud Ahmid to Mecca, and returned with that person. He was, on the Sayud's departure for Upper

India, left to propagate his doctrines in those parts, and had lately been joined by a few Fukeers from the Camp of Suyud Ahmid; but whether they left before or after his death is not known.

The disturbance which we have just witnessed is the result of their united labours,—the whole tribe being equally opposed to Christians and Hindoos, and it may be supposed, to every system of government but their own.

-*The Gcvt. Gazette*, 24.11.1831

(9)

According to accounts received on Tuesday, the insurrection of the Moulavees is now completely suppressed, scarcely a single individual, it is believed, of those who were voluntarily engaged in it, having escaped being either killed or made prisoners. On Tuesday morning about 250 prisoners were brought in from the country under a strong military force, consisting of the body-guard and infantry. They were carried to the Russa pugla jail, and from thence to Allipore, where they now are. The number of sepoys killed in the affair with the Moulavees is said to be in all about 17 or 18.

We think it right to mention that the account which we published in our last, of the operations of the party under Mr. SMITH and Mr. ANDREW was not derived from the latter gentleman, although our informant was, as we before stated, one of the party. We now learn that the whole of the property that has been lost probably amounts to a sum of between 50 and 60,000 rupees, but of this a great portion, it is expected, will be recovered. We cannot doubt that a just and liberal consideration on the part of Government will induce them to reimburse to Mr. ANDREW the amount actually lost, as the whole of his force was brought out in obedience to the express requisition of the civil authority Mr. Andrew, we are informed, met with a kind reception from the Vice-President, but we have no certain information of the communications that passed between them; nor do we learn that as yet there has been any positive assurance received that compensation will be made.

The Hurkaru of Tuesday, speaking of the origin and cause of the insurrection, states on the authority of an intelligent native belonging to the disturbed district, that it arose from the clashing of two Moslem sects more or less strict in the observance of the pecularities of their religion, one party observing hereditary reverence for the Hindoo divinities, and the other manifesting much indignation at the laxity of their brethren. This is substantially the same account which we published in our last ; but our contemporary adds that "the numbers and fervor" of the stricter of the two sects who appear to have constituted the chief body of the insurgents "have increased by Missionary zeal." We are not sure that we understand what our contemporary means to state or imply by these words. Is it meant that the stricter sect of Moslems spoken of, employed Missionaries of their own body to make proselytes from other classes of natives ? Or is there any reference made to the zeal of Christian Missionaries, as one cause of the increase of their numbers and fervor in the way of re-action ? We have no information on this point beyond what has appeared in the papers, and we make the present remark only to elicit the real facts of the case as far as they are known. Our contemporary must probably refers to the threats of violence by which they brought over the peaceful villagers to their party, and this is certainly "zeal", but we do not know that it can be correctly described as "Missionary zeal."

The cause of the late insurrection naturally continues to excite inquiry, and we accordingly subjoin some further details we have received, although they do not fully coincide with those we published in our last, and we cannot vouch for their perfect correctness. We give them as the reports current principally in native society, respecting the designs and objects of the Moulavees. The principal leader of the Moulavees, named Teetoo Miyan, was for some crime confined for 14 years in the Jessore jail. He subsequently became a follower and Sirdar of the well-known Seyud Ahmud, whom he accompanied to Mecca, and at the time the Seyud was in the Punjab, he remained in the neighbourhood of Kishnaghur, and established himself and his followers in the jungles, gradually gaining accessions to their number, until they amounted to not less than 3,000 persons. Although

fanaticism was the primary cause, robbery is said to have been the real object of their combination, and the Sunderbuns their principal shelter by which they have been able to shield their operations from the notice of Government. It seems that the natives have been long aware of the existence of this gang, and about the time of the last Doorga-pooja, a letter was written to an assistant of a factory requiring the payment of a certain sum or threatening the plunder of his factory. The requisition not being complied with, the factory was plundered. Some doubt may seem to attach to this statement from the circumstance of an Anglo-Indian suffering so gross an outrage without calling for the protection of the local authorities, yet the name of the gentleman has been mentioned to us, and the number of the party that plundered his factory is stated to have been about one hundred. If the number of the whole gang was so great as stated in this account, then either the slaughter must have been greater than has been stated, or many must have made their escape. According to another account, correspondence implicating a native in respectable circumstances residing in Calcutta has been found on the person of the Chief, who, it is said, had assumed the title of King and had granted under his seal royal firmans appointing a commander-in-chief and other great officers. The real party of fanatics appears to have been small, but they were joined by all the dacoits in their neighbourhood. They professed, however, to avoid giving molestation to any one possessed of property unless they were interfered with, which they say they were by the superintendant of Bargurriah, who being Izardar of the villages they attacked, thought it incumbent on him to protect them, as did the Hindoo Zemindar whom they first killed, and whose real name appears to have been Raja Huree Deb Roy. They did not circumcise those whom they seized, but forced them to repeat the Moosulman form of prayer, and if Brahmuns, to eat beef. They made demands of bullocks for food from the surrounding country, and if refused, they pillaged, carrying off all the females they could find. It appears that the natives call them Soorees—a term, of which we have not met with any satisfactory explanation. -*The India Gazette*, reprinted in the Calcutta Monthly Journal, November, 1831

BARASET INSURRECTION

"Voila le commencement de la fin." -TALLEYRAND.

TO THE EDITOR OF THE INDIA GAZETTE.

"Videsne, mi fili, quam parva sapientia regitur mundus ?" Such, Sir, were the words of a very great and wise man, with whose name you are doubtless as familiar as with the valuable information he meant to convey. One might really imagine that instead of alluding as he did to the European division of this our best of all possible planets, and its exemplary civil institutions, he had just landed at Chandpaul Ghaut, as Messrs. Leyburn and Co. might say of their last importation of cheese and porter, ex Hon'ble Company's ship Minerva.

We live, it must be owned, in a remarkable era. A turbulent fanatic is driven from the dominions of an energetic and powerful prince in alliance with the British Government ; traversing, as it is said, nearly the whole of the Company's provinces, and sowing where best it pleased him the seeds of revolution in his passage from the Hydaspes to the Hooghly. As he has not been entirely unmindful or inobservant of the signs of the times, he sets up the standard of revolt as near the guns of Fort William as possible ; assuming that an unpopular government must be most vulnerable as its capital : and having previously informed himself that the Governor General is playing at soldiers at about fiften hundred miles from the respectable and respected fortress above named.

The commencement of operations indicates some genius, though the satire is rather too homely and personal to be much relished. Sheik Teetoo begins by plundering a considerable portion of two districts, which he modestly calls his collection of the land revenue ; and assuming the title of Commissioner, he actually sets about organizing something of a regular form of Civil Government. I am credibly informed, Sir, that for some days Sheik Teetoo held his cutcherry with a regularity and despatch which some of the Company's functionaries might do well to imitate.

There being nothing like a red coat at the disposal of the provincial magistracy, the Governor General having lately disbanded the whole of the irregular corps, saving only the

Calcutta Militia, and taking away even the arms and accoutrements, it became necessary for the Magistrate to lead against the insurgents just such another body, as that with which honest Jack Falstaff* solemnly vowed he would not even march through Coventry. Accordingly Mr. Alexander, with a self-confidence and zeal worthy of better times and a better cause, drew forth his power, and went out to do battle with the enemy. The rabble he was rash or courageous enough to head as a matter of course, took to flight at the very first onset ; and the Magistrate, compelled to follow the example, with difficulty escaped the slaughter to which his followers were devoted.

Barasut stocks fell fifty per cent—a field spread with the dying and the dead—the Magistrate escaping alive by miracle-the Hindoo police darogah stuffed with beefsteaks—all this nearly within sight of Barrackpore Park, was no joke to "the mild and benevolent" of these parts,—to say nothing of Teetoo's summary process for the recovery of arrears of revenue now in very active operation. So, notwithstanding the clippings, and what is much worse, the degradations and insults to which the whole body of the Civil Service have been exposed for about three years, yet was there zeal enough left in one of its members to induce a determination to attempt another little smiting of the idolaters. Undismayed then by the untoward results of his brother of the quorum's belligerent operations, Mr. Smith the Magistrate of Nuddea proceeded to the scene of action : first, by the bye, craving the aid, and carrying with him a few of those colonists whose residence in India has been viewed by the Honorable Court with as much jealousy as injustice.

Mr. Smith's movement was of combined character. He seems to have taken Porus for his model rather than Alexander. There was an array of elephants—and men at arms—and we hear of a fleet—which appear to have been well armed and provisioned.

> "All would not do—ventre blue,"
> What a perilous march to Moscow !

Alas ! the combined forces are again defeated. The chivalry of Nuddea ran, to use an expressive figure of speech, as if the devil were at their heels—the elephants ran "more

majorum." * Such a fire was opened on the fleet that the maritime operations of the campaign were likewise abandoned, and the worthy and zealous magistrate was compelled to fly before the victorious Teetoo, leaving the fleet "the general camp pioneers and all" at the mercy of the enemy : having had the satisfaction of receiving an invitation to breakfast "a la four chette" on the mangled remains of his Nazir.

Teetoo having thus disposed of such great men of Israel as were in the vicinage, appears to have given his attention to the military organization of his forces. He stockaded part of his troops ; recruited the sinews of war by another collection of the land revenue : and finally having obviously conciliated the landholders, who must have liberally supplied him with necessaries, he boldly took up a position on the plain, to mark his contempt for any force which could now be led against him. His career, however, was now verging towards a close. The provisional government at length awakened to the disgrace and danger of such repeated outrages, adopted these "prompt measures" which have had the good fortune to attract your eulogiums. A large division of horse artillery was ordered to the spot—but there is one little fact which appears to have escaped your observation—at least it has passed without comment. *That force of horse artillery did not consider itself strong enough at once to attack the insurgents* !! So it became necessary to wait till the next day, until the infantry under Major Smith arrived-when Sheik Teetoo disdaining to avail himself of the twelve hours of the night season charitably allowed to him and his followers, either to disperse themselves, or strengthen their position, fell with his arms in his hand, after having resisted for about an hour and a half a large and well appointed military force.

And now, Sir, a few satisfactory reflections present themselves, and a useful lesson may be learnt, from this little pet campaign, or camesade, as worthy Major Galbraith might term it, within half an hour's ride of the country residence of the Supreme Governor of British India.

1st. The utter indifference (I am no radical, or I should take a stronger term*) of all sorts and conditions of men to

* One of my wicked contemporaries at Eton had the insolence to translate this "like Major-General Moor."

the Government of Lord William Bentinck ; illustrated by the fact, that a body of armed ruffians have been permitted to commit every variety of atrocity close at his garden gate ; having been clearly fostered, fed, protected, and supported by the landholders, under the very eye of the powers that be. It is in vain to deny the fact—and every thinking man, whether in this country or our own, will draw from it the inference, that we are standing on a powder magazine. The spark may not come this year, or the next ; but whether it shall rise from Baraset, or Balasore, or Mysore, or any other *sore*, rise we may assure ourselves it will, under the promising example of Sheik Teetoo-and that at no remote period.

2dly. The blessed effects of a judicious system of retrenchment and economy ; which with one hand lets loose upon the country the starving and disaffected material of insurrection and revolt, while the other strikes to the ground the only arm which might for a moment pour water on the flame. Wait a little. A few more ebullitions of feeling from the discontented millions who are watching us ; and the troops will ask in Calcutta as they did in Paris, why they should be required to fire upon the people.

3rdly. The total inefficiency and lamentable want of energy in the police, whether as regards that active vigilance and foresight which prevents crime, or the prompt and proper adaptation of the means of punishing it. Messrs. Smith and Alexander did all they could and far more than could be expected of them in these times when zeal is considered the attribute either of a hypocrite or a fool, and men are universally enquiring what is to be gained by running one's head against a stone wall. But these young gentlemen should have recollected Napoleon's celebrated remark, "Dieu est presque toujours du cote des grandes masses." Where were the troops from the very first insubordinate assemblage of the lieges ? Why were these zealous and spirited public functionaries *permitted* to hazard their lives ; occasion unavailing bloodshed ; and advertize to the country their total inability to do any thing more than encourage revolt by a fruitless attempt to suppress it ? Where was the individual to whose talents and experience the peaceable possession of life and property is entrusted within these districts ? "and Echo answers where."

We had some disgraceful moments under Earl Amherst's administration of this government. We heard one House ask leave of the noble Earl to remove their money bags into Fort William. We made war with the advice of one old woman, and peace with the aid of another ; and it was difficult to decide which most to admire, the folly of the beginning or the disgrace of the end. We had some bloodletting at Barrackpore too. But these evils were either distant or their causes were proximate, and ascertained. "Society hung together," as Mr. Mangles has it ; and rapine and murder stood at no man's door. To Lord William Bentinck's administration has been reserved the pre-eminent distinction of so total and entire an alienation of all classes of the population, such an utter extinction of all good feeling on the part of the people, that not a whisper hinted the danger, not a finger was raised to oppose it, until society had been treated with the novel spectacle of the officers of government trampled under foot, the country in flames, and an organized, and for some time a successful rebellion, in the very heart of the empire.

In the mean time we are told of shews and pageants at Lahore : and we flatter ourselves we have imposed on the prudent and powerful sovereign who it should seem is to learn from us what are the real indications of political strength. Sir, the Roman legious triumphed in Gaul, and in Africa, and in Iberia, while the frame of the civil government was falling to pieces on the Tiber. Verily we are not the Romans : but some points of resemblance might be traced in the parallel. We all know which of the Caesars it was (a talented and not a bad man either until he was spoilt by power) who amused himself with a tune on his fiddle while the capitol was burning.

I am, Sir, your obedient servant,
A PROPRIETOR OF EAST INDIA STOCK.

Serampore, Nov. 21, 1831.

-*The India Gazette*, 25.11.1831.

(11)

The animated sketch of the Baraset Insurrection by A PROPRIETOR OF EAST INDIA STOCK, and the forcible

reflections he makes on that event, deserve the attention of the reader. We are of opinion that he has assumed some points and laboured others to make out a case, and that an impartial consideration of all the real circumstances would considerably modify his conclusions. For instance, it does not appear that the turbulent fanatic who set up the standard of revolt was driven from the dominions of an energetic and powerful prince in alliance with the British Government, traversed nearly the whole of the Company's provinces, and sowed the seeds of revolution in his passage from the Hydaspes to the Hooghly. If our correspondent possesses information on these points which has not yet been published, we of course withdraw our denial, but as far as the public yet know, Sheik Teetoo never joined Seyud Ahmud in the Punjab, nor took any part in his victories or defeats, although he was an adherent of his party, and it would appear had accompanied him to Mecca. The intended contrast between the proceedings of the British Government on the present occasion, and those of the energetic and powerful prince in alliance with the British Government from whose dominions the turbulent fanatic was driven, will not for a moment stand examination. For not only was the turbulent fanatic not driven from dominions which he never appears to have entered ; but such were the indecision and want of energy of RUNJEET SINGH's government that Seyud Ahmud, the master of the turbulent fanatic, was not put down till he had been trifled with for years, nor until several battles were fought, in each of which, according to the accounts we have received, thousands were killed. We see in this no indications of prudence, intelligence, and energy, as compared with the same qualities or their negations on the present occasion. Again, we must deny, without further evidence, that the unpopularity of the present Indian Government formed one of the inducements to rebellion or entered into the leading insurgent's estimate of the facilities he would meet with in carrying his designs into effect. Whatever those designs may have been, the only persons upon whom he could expect to operate are the natives ; and is there any one measure of the present administration that has tended to encrease their burdens or lessen their comforts ? We admit that their burdens are so great and their comforts so small that no dependence can be placed on

their attachment to our government, but this is not the act of the present rulers, but of a long continued system of depression and misgovernment which has left them scarcely any thing to lose and almost every thing to gain from anarchy and confusion. To assign the unpopular measures of this Government as the cause of the late insurrection, is to connect facts that have no natural or actual relation to each other, and must tend to divert the attention from the real causes of existing evils. Another assumption of our correspondent's which we think wholly unsupported is, that Sheik Teetoo had conciliated the landholders in the district in which he had taken post, and that they had liberally and, as our correspondent must be understood to mean, voluntarily supplied him with necessaries. From all that is yet publicly known, this is not clear, and we think it ought not to be assumed without proof. There is equal weakness in despising real dangers and in magnifying small ones. Let every fact he correctly reported and estimated at its real worth, but an exaggerated representation of the disaffection of the country, if disaffection exist at all, can be productive of no good. To us it is obvious, that if there is one class whose interest it is to stick, with the tenacity of animal instinct for life itself, to the British Government, it is the class of Zemindars in Bengal. They owe literally every thing to that Government, and the success of a Ryuttee or servile insurrection would be synonimous with their destruction. What evidence has our correspondent to produce that Teetoo and his followers were fostered, fed, protected, and supported by the landholders? One native of respectability resident in Calcutta is said to have been connected with him; in the same way, we take it, as a person of repute in England may sometimes be found connected with smugglers without derogating from the character of the class to which he belongs.

In some of the remarks of our correspondent we fully concur. In the success, however partial and temporary, which this insurrection attained, we have a proof of the blessed effects of that blind and reckless system of retrenchment and economy which forms the order of the day in all departments, and of the total inefficiency and lamentable want of energy in the police,—that police of which Mr. MANGLES says that "at the present moment, he is con-

vinced, it is the most effective arm of the Indian Government." God help us all, if in the present instance we had to depend upon it for protection from pillage and murder! We equally agree with a Proprietor in censuring the tardy adoption of active and decided measures. The very first step should have been the despatch of an adequate force at once to crush the fanatics, and this would have saved both life and property. On the 13th, if not earlier, it must have been known that the insurgents were 5 or 600 strong, and in arms, and yet an adequate force did not attack them till the 18th, although they were in the immediate neighbourhood of military cantonments. We do not express these opinions merely for the invidious satisfaction of finding fault, but because all are interested in the stability of the Government and in the efficiency of existing institutions, and because the expression of such opinions is the only way open to the community of influencing the views and determinations of Government, and of showing the necessity of guarding with greater promptitude and viguour against future similar evils.

-*The India Gazette*, 25. 11. 1831.

(12)

TEETOO-MEER

We have already given some account of the outrages of Teetoo-meer. Were we to state them fully there would be no room in the Chundrika for any other news for some weeks We shall therefore mention a little of the most remarkable parts of his excesses.

We have heard that when by collecting a number of people a large party had been formed, these miscreants reasoned thus: "We have now become great and mighty; we are therefore the masters of this country, and all its inhabitants are subject to us: what doubt is there of this?" Under this notion they issued purwanas to Baboo Kaleeprusunna Mookhopadhyayu, and Baboo Prannath Chowdry, and many other principal Zemindars of that district. Their tenor was as follows; "This country is now given to our Deen Muhummud; you must therefore immediately send

grain for the army. If you send grain, you shall be distinguished in the Presence, and for three years revenue will be remitted. If you do not send it, then on receiving the answer to this purwanna we shall come and fight against you. Signed Nusar Ali's son, Teeton-meer"

When the chief Zemindars above-mentioned received purwannas of this sort, they treated them with contempt. But their inferiors and all the ryots were exceedingly alarmed and the inhabitants of Chowrashee and some other villages making a subscription paid in some place 50 and in others 60 rupees. Afterwards, when two magistrates had been defeated, many poor people thought, "those magical fukeers who are with Teetoo-meer will certainly be successful." But all these suspicions were afterwards dispelled. We have heard a number of the absurd sayings of Teetoo-meer, which however are not worth writing. This is one of them, that many infidel Moosoolmans belong to the party of "Teetoo-meer, who hold the first offices in the service of Honourable Company. These persons, whether officers, ryots, or zemindars, ought to be sought out ; for they are worthy of punishment, and are not to be despised They may again excite similar disturbance. But it cannot be doubted that all those Moosoolman wretches will be dismissed from their employments.

Also, several Zemindars have been fined, on whose estates all these infidel Moosoolmans resided, because they did not before give information to Government on the subject, But we have heard that Baboo Krishnuder Roy, of Poorha in Ameerabad purgunna, made daily reports to the Magistrate and the daroga of the outrages of the Moosoolmans. Krishnuder Roy also took much trouble in the business, for which he has obtained the anger of the Moosoolman race. We imagine that this individual merits a reward from Government.

Lastly, let our readers notice that it is proper they should inform the Supreme Council in what places the infidels are : wherefore let not sensible men be inattentive to this. -*Sumachar Durpun*, reprinted in the Calcutta Monthly Journal, December, 1831, p. 83-4.

INQUIRY INTO TEETOO-MEER'S INSURRECTION

Mr. John Russel Colvin went into the Mofussil to make inquiries respecting the insurrection of Teetoo-meer. At first he was at Barasut; but on the 10th or the 11th of December he removed his Court to Badooreea. He first sent for the Zemindars, some of whom appeared in person, and others sent their agents. Baboo Prannath Choudry, Baboo Kalee-prusunna Mookhopadhyau, and Baboo Krishnu-deb Roy attended in person. The first question put to the Zemindars was, For what reason did Teetoo-meer and his associates engage in their insurrection ? To this they replied, that they could not tell the reason ; but all their outrages were fully proved by Moosoolman evidence. Mr. Colvin particularly inquires into the cause of the Moosoolmans committing such outrages ; and for this reason, he has been investigating from the month of December to the present time. Now let me ask what is the use of setting such a point ? Is there any need of evidence against men who formed themselves into a party, and came out to fight against the troops of Government : many of whom too are now in prison ? From the time when Mr. Colvin went into the Moffussil the depositions of about 400 persons have been taken ; yet no order has been issued to apprehend the men whose guilt has been proved by their depositions. Moreover, we hear that Mr. Smith, the Magistrate of Nuddea, having put about a hundred persons into confinement, has sent the Roobukaree of his investigation to Mr. Colvin. Still however Mr. Colvin's doubts are not solved. I suspect it is thought by the sahebs, that the Hindoo Zemindars have been oppressing the Moosoolman ryots, who under this provocation have raised this tumult. However it may be, the whole will be revealed by Mr. Colvin's report. But we confidently assert, that if after this inquiry the Moosoolmans who have been guilty are set at liberty, or no punishment be inflicted upon those who have not yet been apprehended, then a hundred of those Teetoos will again be seen. -*Samachar Chundrika*, reprinted in the Calcutta Monthly Journal, January, 1832, p. 107.

তিতুমীর

তিতুমীরের দৌরাত্ম্যবিষয়ক বৃত্তান্ত ইণ্ডিয়া গেজেট সম্বাদপত্র হইতে আমরা গ্রহণ করিলাম বোধহয় যে তাহা অবগত হইতে পাঠকগণের বাঞ্ছা থাকিবে।

কলিকাতা শহরে কমিস্যনরসাহেবের আদালতে তদ্বিষয় অনুসন্ধান হইয়াছে এবং তাহাতে বোধহয় তিতুমীরের দৌরাত্ম্য যে গ্রামে হইয়াছিল সেই গ্রামে কতক জোলারদের মাননীয় এক মসজীদ ছিল এবং সে গ্রামে জোলাব্যতিরিক্ত অন্য জাতি অত্যল্প। দৌরাত্ম্যকারিরদের মধ্যে ঐ জোলারাই প্রধান। শুক্রবারে এবং কোন ২ পর্ব্বের দিনে তাহারা সেই মসজীদে একত্র হইয়া কর্ণে হস্ত দিয়া অতি চীৎকারধ্বনিপূর্ব্বক প্রার্থনার আহ্বান করিয়া থাকে। সেই গ্রামেব জমীদার অর্থাৎ যাঁহার রাইয়ত ঐ জোলারা তাঁহার সেই মসজীদের নিকটে বাস ছিল। অতএব তাহারা প্রার্থনা করিতে একত্র হইলে ঐ জমীদারের সন্তানেরা তাহারদের ঐ প্রার্থনার আহ্বান ধ্বনিকে বিদ্রুপ করাতে এবং তাহারদের প্রার্থনার অনুকরণরূপ কোন নিরর্থক অর্থাৎ বিডবিড শব্দকরণেতে তাহারদিগকে পরিহাস করিত। ঐ জোলারা পুনঃ ২ ঐ বালকদিগকে নিবারণ করাতে তাহারা নিবারিত হইল না শেষে তাহারদের পিতা জমীদারের নিকটে ঐ দৌরাত্ম্যের বিষয়ে নালিশ করিতে গেল কিন্তু তিনি আপন পুত্রেরদিগকে শাসন না করিয়া নির্দয়তারূপে ঐ জোলারদিগকে দূরকরত স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া কহিলেন যে পুনর্ব্বার যদ্যপি এমত নালিশ কর তবে আমি তোমারদের বিলক্ষণ প্রতিফল দিব ইহা দৃষ্টে ঐ বালকেরা আরো সাহসী হইয়া গর্ব্বপূর্ব্বক অধিক দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল তাহাতে জোলারা অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া ঐ বালকদিগের একজনের মুখে চপেটাঘাত করিল তৎক্ষণাৎ ঐ বালক রোদন করিতে ২ আপন পিতার নিকট নালিশ করিতে দৌড়িল। তাহাতে ঐ জমীদার তাহারদিগকে ধরিয়া নিকটে আনয়ন করিতে আজ্ঞা দিলেন। অতএব তাঁহার ব্রজবাসি লোকেরা চতুর্দ্দিগে গিয়া কতক দোষিদিগকে ধৃতকরণপূর্ব্বক আনয়ন করিল এবং তাহারা ওজোর করিয়া বালকেরদের অতিশয় দৌরাত্ম্য কহিতে লাগিল। কিন্তু জমীদার তাহারদের সরদারকে ধরিতে আজ্ঞা দিয়া একজন হিন্দু নাপিত ডাকিয়া ঐ সরদারের দাড়ি প্রস্রাব দ্বারা মুড়াইয়া এবং যষ্টিদ্বারা তাহারদিগকে প্রহার করিল। ঐ জোলারা বারাসাতের জাইণ্ট মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট নালিশ করিয়া ঐ দৌরাত্ম্যের প্রতিকার

চেষ্টা পাইল কিন্তু আমলাগণ উৎকোচ প্রাপ্ত হওয়াতে তাহারদের বিষয় এমত্ত ফেরফার করিল যে তাহাতে নালিশ একেবারে ডিসমিস হইল। অতএব আদালতে নিরুপায় হওয়াতে তাহারা আসিয়া পুনর্ব্বার আপনারদের মসজীদে প্রার্থনা করিবার সময়ে রক্ষা পাইবার উপায় চেষ্টা করিতে লাগিল। অপর ঐ জমীদার অন্যায়ের সাফল্য দৃষ্টে অহঙ্কারে মত্ত হইয়া প্রার্থনা সময়ে আরো ঠাট্টা বিদ্রুপ করিয়া তাহারদের প্রতি প্রস্তরাদি নিক্ষেপ করিতে লোকের প্রবৃত্তি জন্মাইলেন এবং এক দিবস ঐ মসজীদে একটা শূকর ছেদন করাতে সেইস্থান অপবিত্র ও তাহারদের কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইল। ঐ দৌরাত্ম্যপ্রযুক্ত তৎপর শুক্রবারে তাহারদিগের এক সভা হইল এবং তিতুমীর নামক ভ্রমণকারি এক ফকীর তাহারদের নিকটে আসিয়া ঘোষণাকরত কহিলেন যে ধর্ম্মরক্ষার্থে এবং পূর্ব্বলিখিত তাবৎ দৌরাত্ম্য প্রতিকারার্থে ঐ জমীদার ও তাঁহার পরিবার নষ্ট করা উপযুক্ত। আরো কহিলেন যদ্যপি তোমরা আমাকে সেনাপতির ন্যায় মনোনীত কর তবে শত্রুগণের গোলা নিক্ষিপ্ত হইলে একেবারে আকাশ হইয়া যাইবে এমত আমার জাদুগিরী আছে। অপর যদ্যপি জমীদার ও তাঁহার পরিবার বিনাশ হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট তোমারদিগকে গ্রেপ্তার করিতে লোক পাঠান তথাপি তোমরা ভীত হইও না আমার জাদুগিরীতে রক্ষা পাইবা। ইহাতে তাহারা সাহসী হইয়া ঐ জমীদারের বাটী আক্রমণ করিয়া তাঁহার পরিবার স্ত্রীলোকদিগকে বলাৎকার করিল ও পলায়নাশক্ত কতক ব্যক্তিদিগকে হত করিল এবং ঠাকুরবাডীর মধ্যে গোহত্যা করিয়া সে স্থান একেবারে বিনষ্ট করিল। তৎপরে আপনারদিগকে রক্ষাকরণার্থে বাঁশের এক দুর্গ নির্ম্মাণ করিল এবং লুঠের দ্বারা প্রাণধারণ করিল যত হিন্দুলোক তাহাদের হস্তে পড়িল তাহারদিগকে গোমাংস ভক্ষণ করাইল। ইত্যবসরে জমীদার ও তৎসমভি-ব্যাহারে যাহারা পলায়ন করিয়াছিল তাহারা বারাসতের জাইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছারীতে নালিশ করিলেন এবং সাহেব তদ্বিষয় অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট করিতে দারোগাকে হুকুম দিলেন। দারোগা ব্রাহ্মণ জমীদারস্থানে উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছিলেন অতএব অতিশয় পক্ষপাত এবং নির্দ্দয়তারূপে ঐ মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে কর্ম্ম করিতে লাগিলেন তৎপ্রযুক্ত তাহারা তাঁহার মস্তক ছেদন করিল। ইহা শুনিয়া বারাসাতের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত আলেকজান্দ্র সাহেব সেই স্থানে আপনি গিয়া তদ্বিষয় অনুসন্ধান করত বোধ করিলেন যে এ ভারি বিষয় অতএব সাহায্যের নিমিত্তে সৈন্যেরদিগকে ডাকিতে লোক প্রেরণ করিলেন। তৎপরে তিতুমীরের সহিত কথোপকথন করিতে

উদ্যত হইলে সে কোন কথাই না শুনিয়া আপন লোকদিগকে কহিল যে আজমীরে আমার নামে ধনুর গুণযুক্ত হইয়াছে তাহাতে তত্রস্থ লোকেরা আমাকে রাজা করিয়া কহে পরে তাহারদিগকে ভয়প্রদর্শনার্থ ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরা গুলির সহিত কেবল বারুদের তোপ করিল তদ্দ্বারা কোন কেহ আঘাতী হইল না অতএব তিতুমীর চীৎকার করিয়া কহিল যে হে ভাই দেখ আমার সত্য কথা ঐ কাফরিরদেব গুলির কিছুমাত্র কার্য্য হইল না।

ঐ কথাদ্বারা সাহসিক হইযা তাহারা আপনারদের দুর্গ হইতে বহির্ভূত হইল কিন্তু ঐ সৈন্যেরদের পুনর্ব্বার গুলি নিক্ষিপ্ত হওযাতে একেবারে তাহারদের বোকামি গেল এবং তিতুমীর প্রথমেই মারা পডিলেন। কিন্তু তাহার মধ্যে কতকজন বোধ করে যে তিনি স্নন্দববনে পলাইয়া যোগিরূপ ধারণ করিযা চট্টগ্রামের দিগ দিযা মক্কাতে গিযাছেন তাহার পুত্র এক্ষণে বন্দুয়ানেরদের মধ্যে আছে। সে ব্যক্তি যৌবনাবস্থ যুদ্ধেতে আঘাতী হইয়া খোঁড়া হইযা আছে। -সমাচাব দর্পণ, ২৮ ৭. ১৮৩২, পৃ. ৩৫২-৩।

(15)

তিতুমীরের উৎপাত

আপনাকে কমিস্তনবসাহেবের আদালতের মুক্তিয়ার বলিয়া এক ব্যক্তি চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয়ের প্রতি এক পত্র লিখিয়াছেন সে আমারদের উদ্দেশেই। তাহাতে ইণ্ডিয়া গেজেট হইতে আমরা যে সম্বাদ গ্রহণ করিয়া ২৮ জুলাই তারিখের দর্পণে প্রকাশ করিলাম। তদ্বিষয়ে আমারদিগকে বিলক্ষণ চেতাইয়াছেন। তা[হার]পত্র স্থানাভাবে প্রকাশ করিতে পারা গেল না। তিনি প্রথমতঃ আমারদের উপর এই দাওয়া করেন যে তোমরা যে ইণ্ডিয়া গেজেট হইতে ঐ সম্বাদ প্রকাশ করিয়াছ তাহার তারিখ প্রকাশ কর ইহাতে তাঁহাকে আমরা তুষ্ট করিতে পারি না যেহেতুক গেজেটের গ্রন্থিত পত্র এইক্ষণে আমারদের নিকটে অনুপস্থিত। পরে লেখেন যে ইণ্ডিয়া গেজেটে জমীদারের যে গ্রামের বিষয় লিখিত আছে সেই গ্রামে এক ঘর

মুসলমানও আছে কিনা ইহা সন্দেহ হইতেছে এবং লেখেন যে এতদ্রূপে ঐ সকল বিবরণ আমি প্রামাণ্য করিতে পারি। ইহাতে আমারদের এইমাত্র বক্তব্য যে তাহা করিলে আমরা অতিসন্তুষ্ট হইব এবং ইণ্ডিয়া গেজেটের উক্তি আমরা যেরূপে প্রকাশ করিয়াছি তদ্রূপে ঐ মুক্তিয়ারের উক্তিও অত্যাহ্লাদপূর্ব্বক আমরা প্রকাশ করিব। এতদ্বিষয়ে সত্যতা জানা ব্যতিরেকে আমারদিগের আর কোন ইচ্ছা নাই এবং উভয় পক্ষের কথা না শুনিলে যে এ বিষয়ের তত্ত্ব পাওয়া যাইবে না এমত আমারদের দৃঢ় বোধ আছে।

-সমাচার দর্পণ, ২৫.৮ ১৮৩২, পৃ. ৪০১।

<u>ব্যক্তিজীবন</u>

'তিতু বড়ই দুর্বুদ্ধি, তাই তিতু বুঝিল না, ইংরেজ কত ক্ষমাশীল, কত করুণাময়।'—তিতু না বুঝলেও, তিতুর জীবনীকার বিহারিলাল সরকার তা মর্মে মর্মে বুঝেছিলেন, এবং এই বোঝার পুরস্কারস্বরূপ ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি 'রায়সাহেব' উপাধিতে ভূষিত হন। তিতুমীরের দুর্ভাগ্য, তিনি বিহারিলালের মতো বুদ্ধিমান ছিলেন না, এবং ছিলেন না বলেই ইংরেজের 'করুণার মর্ম', 'বাৎসল্যের ভাব' বুঝতে পারেন নি—না বোঝার ফলস্বরূপ তাঁকে সম্মুখসমরে প্রাণ দিতে হয়। ইংরেজের করুণাধারায় সিক্ত বিহারিলাল হঠাৎ ইংরেজের ঘোর শত্রু তিতুমীরের জীবনকাহিনী লিখতে গেলেন কেন? উত্তরটা তিনি নিজেই দিয়েছেন: 'ইংরেজরাজের ভারতরাজত্বে কোটি কোটি প্রজার মধ্যে কাহারও হয়ত কখন কু-কল্পনাব আবেশ হইতে পারে।…তাহাদের চৈতন্য উদ্রিক্ত করিবার জন্য আর ভবিষ্যৎ কুলাঙ্গারদিগকে সতর্ক করিবার জন্য তিতুর জীবনী প্রকাশিত হইল।' তিতুমীরের জীবনকাহিনী জানার আগে তিতুর প্রথম বাঙালি জীবনীকার বিহারিলাল সরকারের ব্যক্তিজীবনটা একনজরে দেখে নেওয়া যাক।

১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দের ১৮ অক্টোবর দুর্গাপূজার অষ্টমী—ঐদিন সন্ধিপূজার ঠিক পরই হাওড়া জেলার আন্দুলে বিহারিলালের জন্ম। তাঁর পিতা উমাচরণ সরকার কলকাতা সার্ভেয়র জেনরলের অফিসে চাকরি করতেন, পিতামহ বেচারাম সরকার কাজ করতেন ছাতু বাবুর বাড়িতে। তিনি ছাড়া উমাচরণের একটি পুত্র ও একটি কন্যা ছিল। তাঁর মামার বাড়ী হুগলি জেলার মথুরাবাটি গ্রামে—মাতামহ রামচাঁদ মিত্র কবিগান লিখতেন এবং কবি গাইতেন।

গ্রাম্য পাঠশালাতেই তাঁর অক্ষর পরিচয়। বয়স যখন তাঁর আট, সেই সময় তিনি কলকাতায় আসেন—এসে ভর্তি হন বউবাজার গবর্নমেণ্ট বাংলা স্কুলে। এইখানে তিনি ছাত্রবৃত্তি পর্যন্ত পড়েছিলেন। পরে মটন লেনে ডস সাহেবের স্কুলে পড়েন। জেনারেল এসেম্বলি কলেজ থেকে এনট্রানস্ পরীক্ষায় পাশ করেন। ফার্স্ট আর্ট ক্লাসে ভর্তি হলেও আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য পড়া শেষ করতে পারেননি। দু'বেলা ছেলে পড়াতে-

হত। ফলে পাশের উপযোগী পরিশ্রমে কতকটা কাতরতা এবং অনেকটা মনোযোগের অবসাদ এসে পড়ত। 'আর একবৎসর পড়িলে হয়ত পাশ হইতে পারিতাম…কিন্তু তাহা আর হইল না।'[১] সংসারের অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে লাগল। উমাচরণ চাকরির সঙ্গে ব্যবসাও চালাতেন। চাকরি ছাড়লে ব্যবসার উন্নতি হবে এই বিশ্বাসে চাকরি ছাড়লেন। ব্যবসাতেও সুবিধা করতে পারলেন না, ব্যবসা উঠে গেল। জমানো টাকায় সংসার চলা দায় হয়ে উঠল। এসময় একদিন বিহারিলাল হঠাৎ শুনতে পেলেন, বাবা মাকে বলছেন, 'এসময় বিহারি যদি মাসে মাসে কুড়িটি টাকা আনিয়া দেয়, তাহা হইলে আমি নির্বিঘ্নে সংসার চালাইতে পারি।'[২] এ কথা শুনে পড়াশোনা ছেড়ে বিহারিলাল চাকরির সন্ধানে বেরোলেন।

পরদিনই চাকরি হল—কলকাতার রাধাবাজারে রাজমোহন মুখোপাধ্যায়ের কলকাতা প্রেসে ম্যানেজারের চাকরি। সহপাঠী বন্ধু কেদারনাথ মিত্র ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁকে এই কাজটি যোগাড় করে দেন। যোগ্যতার সঙ্গে কাজ চালানোয় অল্পদিনেব মধ্যেই তিনি প্রভুর প্রিয়পাত্র হন। ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে রাজমোহন বাবু 'প্রভাতী' নামে একটি দৈনিক সংবাদপত্র পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত হন সম্পাদক। ইনিই বিহারিলালের প্রথম সাহিত্যগুরু।

কয়েকমাস পরে ক্ষেত্রমোহন 'প্রভাতী'ব সম্পর্ক ত্যাগ করেন। সম্পাদক না হয়েও 'প্রভাতী'র সম্পাদকীয়তাব ভার পড়ল বিহারিলালের ওপর। এইভাবে বছরখানেক চলার পর 'প্রভাতী'তে কম্পোজিটর বিভ্রাট ঘটল। বিহারিলাল পিছপা হলেন না, কম্পোজ শিখে, প্রেসের কাজকর্ম দেখে দিনরাত পরিশ্রম করে 'প্রভাতী' বার করতে লাগলেন। শরীর ভেঙ্গে গেল। 'প্রভাতী' বন্ধ হল।

'প্রভাতী' ওঠার সময় প্রেসের অবস্থা ভালো ছিল না। ৩/৪ মাসের মাইনে বাকি। নিমতলা স্ট্রীটে রাজমোহন বাবুর বাড়িতে 'প্রভাতী' অফিসে বসে বিহারিলাল একদিন ভাবছেন কি করবেন, এমন সময় বিখ্যাত গ্রন্থকার রাধানাথ মিত্র সেখানে এসে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'বঙ্গবাসী'তে

১ স্বর্গীয় রায়সাহেব বিহারিলাল সরকার মহাশয়ের স্বরচিত জীবনী (কলকাতা, ১৩২৮), পৃ. ১।

২ ঐ, পৃ. ১।

কাজ করবে? রাজমোহন বাবুর সম্মতি নিয়ে ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে বিহারিলাল বঙ্গবাসীর 'প্রিণ্টারি কার্যে' নিযুক্ত হন। কাজ হল— 'বঙ্গবাসী' কার্যালয় থেকে যেসব শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশিত হয়, তার অধিকাংশের একটি করে প্রুফ দেখা।

এই সময় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ও উপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ 'বঙ্গবাসী'র স্বত্বাধিকারী। যোগেন্দ্র বাবু ছিলেন সম্পাদক, উপেন্দ্র বাবু ম্যানেজার। কিছুদিন পরে উপেন্দ্র বাবু 'বঙ্গবাসী'র সকল সম্পর্ক ছেড়ে দেন। 'নূতন বন্দোবস্ত হইল। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গবাসী'র সম্পাদক হইলেন, শ্রীযুক্ত ব্রজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ম্যানেজারির ভার লইলেন। বাম বাবু 'দৈনিক' সম্পাদক এবং আমি সহকারী সম্পাদক হইলাম।'[৩] দৈনিকের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হবার মাসকয়েক পরে শারীরিক কারণে মাসতিনেক ছুটি নেন। ছুটির শেষে কর্মস্থলে গিয়ে দেখেন, অন্যলোক সহকারী সম্পাদক হয়েছেন। যোগেন্দ্র বাবু কিন্তু তাঁকে ছাড়লেন না।

করবেন কি? বেশি ভাবতে হল না। এই সময় 'বঙ্গবাসী'র প্রথম শাস্ত্রপ্রকাশ প্রকাশিত হয় মূল্য ৩০ টাকা। যত গ্রাহক হবে আশা করেছিলেন, না হওয়ায় যোগেন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসা করলেন 'বিহাবি বাবু উপায় কি?' উপায় স্থির করে নিলেন বিহারিলাল, বাডি বাড়ি ঘুরে শাস্ত্রপ্রকাশের গ্রাহক সংগ্রহ করতে লাগলেন। প্রথম দিনেই ২ জনকে গ্রাহক করলেন। এইভাবে ৫/৬ মাসে চার-পাঁচশো গ্রাহক হয়েছিল। গ্রাহক করতে গিয়ে কোথাও তাড়া খেয়েছেন, কোথাও আদরও পেয়েছেন। কোথাও হেসেছেন, কোথাও কেঁদেছেন। নানাস্থানে নানারকম অভিনয় করতে হয়েছে। শাস্ত্রপ্রকাশের কাজ শেষ হবার কিছুদিনের মধ্যে তিনি আবার 'বঙ্গবাসী'র সহকারী সম্পাদক হন। এর ফলে প্রতিসংখ্যায় ১টি / ২টি কখনও ততোধিক প্রবন্ধ, সংবাদ ইত্যাদি লিখতে হত। কৃষ্ণবাবুর অনুপস্থিতিতে সম্পাদন ভারও নিতে হত। জীবনের শেষপর্যন্ত তিনি 'বঙ্গবাসী'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

বিহারিলালের সাহিত্যজীবনের সূত্রপাত ইংরেজ প্রশস্তি গেয়ে। বউ-বাজারের মটস লেনে ডস সাহেবের স্কুলে পড়ার সময় লর্ড মেওর মৃত্যু উপলক্ষে তিনি একটি গান লেখেন। বয়স তখন তাঁর পনের। এজন্য বাবা তাঁকে আশীর্বাদ করেন, রূপচাঁদ পক্ষী কোলে নেন।[৪] ফার্স্ট আর্ট পড়ার

৩ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১১।
৪ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১১।

সময় দুটি কবিতা লিখেছিলেন। একটি হিন্দুমেলায় (যে বছর রবীন্দ্রনাথ কবিতা পড়েন, তার পরের বছর), অপরটি বারুইপুরে চৌধুরী বাবুদের বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত মেলায় পড়েছিলেন। হিন্দুমেলায় একটি রৌপ্যপদক এবং বারুই-পুরের মেলায় 'মেঘনাদবধ কাব্য' পুরস্কার পান। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দু মেলায় বিহারিলালের পদ্য শুনে তাঁকে আশীর্বাদ করেন। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'সাধারণী'তে কবিতাটি প্রকাশিত হয়। 'প্রভাতী'তে প্রকাশিত 'কন্যাদায়' বিহারিলালের লেখা প্রথম প্রবন্ধ। এর আগে আর কোথাও তিনি প্রবন্ধ লেখেন নি।

পাঠ্যাবস্থায় পাঠ্যপুস্তকের বাইরে ইংরেজি সাহিত্য ও ইতিহাস পাঠের যে প্রবল আগ্রহ ছিল, তা চরিতার্থ করার সুযোগ পান অকৃত্রিম বন্ধু যোগেন্দ্র-নাথ ঘোষের আনুকূল্যে। তিনি প্রতিমাসে নতুন নতুন বই কিনতেন, বিহারি-লাল সেগুলির সদ্ব্যবহার করতেন। কলকাতা প্রেসে কাজ করার সময়, সময় পেলেই ইংরেজি ও সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা করতেন। শেক্সপীয়র, পোপ ছাড়াও ভট্টি, 'রঘুবংশ', 'শকুন্তলা', 'কাদম্বরী', 'মেঘদূত' প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে পাঠ করেন। বাল্যে রামায়ণ-মহাভারত পাঠে, চণ্ডীর গান, কথকতা ইত্যাদি শুনে তাঁর যে শাস্ত্রজ্ঞান জন্মেছিল, তা পরিপুষ্ট হল 'বঙ্গবাসী'র শাস্ত্রপ্রকাশ বিভাগের সঙ্গে যুক্ত থেকে। বঙ্গবাসী অফিসে যখন প্রিণ্টারি করতেন, যোগেন্দ্র বাবু প্রায়ই বলতেন—'বিহারিবাবু যদি উন্নতি করিতে চাহেন ত, কেবল পড়ুন। সেই উপদেশই আমার জপমালা হইয়া আছে।' তাঁর বহুপাঠিতার সাক্ষ্য বহন করছে তাঁব গ্রন্থগুলি। যেগুলির অধিকাংশ 'বঙ্গবাসী' বা 'জন্মভূমি'তে প্রথম প্রকাশিত।

'জন্মভূমি'তে তাঁর লেখা প্রথম প্রবন্ধটি 'পঙ্গপাল' সম্পর্কে। তাঁর 'ইংরেজের জয়', 'শকুন্তলা রহস্য', 'বিদ্যাসাগর', 'মহারাণী স্বর্ণময়ী', 'ভরতপুর যুদ্ধ', 'বঙ্গে বর্গী' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি প্রথমে 'জন্মভূমি'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। 'জন্মভূমি'তে তিনি দু'চারটি কবিতাও লেখেন। 'তিতুমীর' প্রথমে ধারাবাহিক-ভাবে 'বঙ্গবাসী'তে প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় তাতে অনেক নতুন তথ্য যোগ করেন। লেখক হিসাবে তিনি ছিলেন জনপ্রিয়। তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থেরই একাধিক সংস্করণ হয়। 'তিতুমীর' গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে 'জন্মভূমি' তাই আশা প্রকাশ করে 'এক মাসের মধ্যে কি অন্ততঃ এক সহস্র কাপিও বিক্রয় হইবে না?'[৫]

৫ জন্মভূমি, কার্তিক, ১৩০৪, পৃ ৩৫০।

পরিশ্রমী লেখক ছিলেন বিহারিলাল। বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত রচনা করার জন্য তিনি গুরুতর পরিশ্রম করেন। উপাদান সংগ্রহের জন্য কৃষ্ণদাস পালের বাড়িতে প্রতিদিন সকাল থেকে বেলা দুটো পর্যন্ত বসে ৫০ বছরের 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র ফাইল দেখেন। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এ বিষয়ে বহু ইংরেজি গ্রন্থ দিয়ে তাঁকে সাহায্য করেন।

উনিশ শতকের শেষভাগে বাঙালির মধ্যে যে নবীন ইতিহাসচেতনার সঞ্চার হয়, তারই ফলে বিদেশির ধার করা দৃষ্টিতে না দেখে স্বাধীন দৃষ্টিতে স্বদেশের ইতিহাস-রচনার সূত্রপাত হয়—এখানেও আমরা বিহারিলালকে দেখতে পাই। বাঙালি লেখকদের মধ্যে ব্লাকহোলের অস্তিত্ব-বিষয়ে তিনিই প্রথম সন্দিহান হযে এশিয়াটিক সোসাইটি ও বিদ্যাসাগরের লাইব্রেরিতে বহু পুস্তক এবং দলিলপত্র ঘেঁটে দেখান, 'অন্ধকূপহত্যার নৃশংসকাণ্ডের অভিনয় হয় নাই। পরন্তু নবাব সিরাজদৌল্লা নারকীয় নরপিশাচ নহেন।'[৬] সে সময়ে একটা কথা বটেছিল যে, বিহারিলাল অক্ষয়কুমাব এবং নিখিলনাথের কাছে ঐতিহাসিক উপাদানের জন্য ঋণী। 'ইংরেজের জয়' সমালোচনা প্রসঙ্গে 'নব্যভাবতে' লেখা হয়, 'কেহ কেহ বলেন অক্ষয়কুমার এবং নিখিলনাথের নিকট তিনি অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব পাইয়াছেন।' 'বঙ্গবাসী'-সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এ কথার প্রতিবাদ করে দেখান, ১২৯৯ সালের 'জন্মভূমি'তে বিহারিলাল 'আর্কট অবরোধ' এবং 'পলাসী' নামে যে দুটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তারই সম্প্রসারণ করে 'ইংবেজের জয়' পুস্তক ছাপা হয়। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন:

'নিখিলনাথ আমার শৈশবের সখা, আমাব সমবয়স্ক। আমি জানি ১২৯৯ সালে নিখিল কলেজ ক্লাসে পাঠ্যপুস্তক মুখস্থ করিয়া দিন কাটাইতেন। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ১৩০৩ সালে 'ভারতী' মাসিকপত্রিকায় ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। সুতরাং বলিতে হয়, ইতিহাস তত্ত্বে বিহারিলাল ইঁহাদের জ্যেষ্ঠ।...বিহারিলালের লেখার বাহাদুরী, ভাষার পরিপাটী, অলঙ্কারের ঘটায় প্রশংসা যত না দিই অনুসন্ধিৎসা গবেষণা, উদ্ভাবনায় বিহারীলাল ঐতিহাসিক বাঙ্গালী লেখকগণের অগ্রণী বলিয়া আমার ধারণা।'[৭]

ব্যক্তিজীবনে বিহারিলালকে অনেক শোক-দুঃখ-বেদনার বোঝা বহন

৬ ইংরেজের জয়, বিহারিলাল সরকার (কলকাতা, ১৩০৩), সংকলন, পৃ. ৵৹।

৭ নব্যভারত, ভাদ্র, ১৩০৫, পৃ. ২৭৯।

করতে হয়েছিল। বাল্যকালেই দারিদ্র্যের জ্বালা তিনি অনুভব করেন, দারিদ্র্যের কারণে পড়াও ছাড়তে হয়—তা বলে এসেছি। কিন্তু দারিদ্র্যের কাছে কোনোদিন মাথা নত করেন নি তিনি। অল্পবয়সেই বারুইপুরের নিকটবর্তী রামনগরে বিশ্বনাথ মিত্রের ছোট মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁর পরিণয়টা কিঞ্চিৎ উপন্যাস রসসম্পন্ন। বারুইপুরের মেলায় পদ্যপাঠের পর বন্ধু গিরিশচন্দ্র বিশ্বাসের অনুরোধে রামনগরে যান। সেখানে একদিন একরাত ছিলেন। 'আমার এখন যিনি পত্নী, তখন তিনি পাত্রী। ফিরিবার সময় তাঁহার একটি পাত্র দেখিবার জন্য আমার উপর সনির্বন্ধ অনুরোধ পড়িল; সুতরাং ঘটকতাসূত্রে পাত্রীদর্শনের প্রয়োজন হইল। সে প্রয়োজন সারিয়া কলিকাতায় ফিরিলাম। চারি পাঁচ মাস পরে বিধাতার ভবিতব্যে আমার ঘটকত্ব বরত্বে পরিণত হইল। বন্ধু গিরিশচন্দ্র শ্যালিকাপুত্র হইলেন।'[৮] এই বিবাহের ফসল দুই পুত্র, তিন কন্যা।

প্রৌঢ়ত্বে পেঁ ৗছে একের পর এক আঘাত পেতে থাকেন। ১৩০২-এর ২৮ আশ্বিন পিতা ও ২৮ অগ্রহায়ণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবিয়োগ ঘটে। ১৩০৬-এ বড় ছেলে মতীন্দ্রলাল মারা যান। দু'বছর যেতে না যেতে ১৩০৮-এর ২৬ আষাঢ় ন'মাসের মেয়ে নবদুর্গার মৃত্যু হয়। এর পরের বছর মাকে হারান। বিহারিলালের কাছে 'মা ছিলেন অন্নপূর্ণা।' পনের দিন পর ১ বৈশাখ, ১৩১০ জামাই জ্ঞানেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। ১১ বছরের কন্যা বিধবা হয়ে পিতৃ-গৃহে ফিরে আসেন। বড় দুঃখে আত্মজীবনীতে তাই লেখেন 'বুক ঝলসিয়া গিয়াছে; পঞ্জর ভাঙ্গিয়াছে; বুকের মাঝে দাউ দাউ দাবানল জ্বলিতেছে। পিতা, মাতা, জামাতার বিয়োগশোকে শক্তিশেল বুকে বিঁধিয়া আছে।'

এইসময় তাঁর পরিবারে স্ত্রী, বিধবা কন্যা, দশম বর্ষীয় পুত্র মুনীন্দ্রলাল ও ১ বছরের শিশুকন্যা। দুঃখের রাত কিন্তু প্রভাত হল না। ছোট মেয়েটিও শৈশবে মারা গেল। ব্যথা ভুলতে চিত্তকে আরো বেশি করে ঈশ্বরমুখী করেন। গানে গানে ঈশ্বরের চরণে নিজেকে নিবেদন করে সান্ত্বনা পেতে চাইলেন।[৯] ২ ভাদ্র, ১৩১২ 'বঙ্গবাসী'র সর্বস্ব যোগেন্দ্রচন্দ্রের মৃত্যু

---

৮ বঙ্গভাষার লেখক, হরিমোহন মুখোপাধ্যায় (কলকাতা, ১৩১১), পৃ. ৯২৫।

৯ এই কালের একাধিক গানে তাঁর মনোবেদনার প্রকাশ লক্ষণীয়। যেমন

'ব্যথাহারী বলে হরি
ভালবাস কি হে ব্যথা দিতে?
ব্যথা দিয়ে তাই কি হে।
চাহ ব্যথা ঘুচাইতে?'
—গান, বিহারিলাল সরকার (কলকাতা, ১৩০৯), পৃ. ২১।

তাঁকে প্রচণ্ড আঘাত করে। এতসব দুঃখের মধ্যে জীবনের শেষলগ্নে 'রায়সাহেব' উপাধি প্রাপ্তি হয়তো তাঁকে কিঞ্চিৎ তৃপ্তি দিয়েছিল।

আঘাতে আঘাতে বেদনায় বেদনায় জর্জরিত এই মানুষটি ১৩২৮ সালের ৯ ফাল্গুন কাশীতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

(২)

জীবনদৃষ্টি

জীবনসায়াহ্নে বিহারিলাল আক্ষেপ করে আত্মজীবনীতে লেখেন, 'বঙ্গবাসী'তে কতজন এলেন, কতজন গেলেন 'আমি যে সহকারী, সেই সহকারী রহিলাম। সম্পাদক হইবার শক্তি নাই; উপায়ও নাই; ইহ জন্মেত নহে। বহু সাধনা নহিলে শক্তিসঞ্চয় হয় না; শক্তিসঞ্চয় হইলেও ত ব্রাহ্মণকুলে জন্মাইতে হইবে। সে সুকৃতি কোথায়।' এ আক্ষেপের কারণ—'বঙ্গবাসী'তে বিহারিলাল যোগ দেবার কিছুদিন পরে 'ব্রাহ্মণ ভিন্ন কেহ বঙ্গবাসীর সম্পাদক হইবার অধিকারী নহেন, এখন এই নিয়ম হইল। এ পর্যন্ত সেই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে।'[১০] এমন একটি অনুদার রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন পত্রিকার সঙ্গে যিনি দীর্ঘ ৩৯ বছর ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকতে পারেন, তাঁর জীবনদৃষ্টি বিশদ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

এইরকম উৎকট রক্ষণশীলতার জন্যই 'বঙ্গবাসী' সহবাসসম্মতি বিল পাশ হলে হিন্দুধর্ম রসাতলে যাবে এমন কথা উচ্চকণ্ঠে প্রচার করতে থাকে। একই কারণে অব্রাহ্মণ 'বিবেকানন্দের সন্ন্যাসী হওয়া, কালাপানির পারে যাওয়া, মাংসাহার করা ও তাকে সমর্থন করা, প্রকাশ্যে ম্লেচ্ছদের সঙ্গে আহারাদি করা, ছুৎমার্গের এবং পৌরোহিত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করা'[১১] ইত্যাদি ব্যাপার সহ্য করতে না পেরে 'বঙ্গবাসী' সংখ্যার পর সংখ্যায় বিবেকানন্দকে আক্রমণ করতে থাকে। মনে রাখতে হবে, এইকালে 'বঙ্গবাসী'র এবংবিধ যাবতীয় রক্ষণশীল মতবাদের অন্যতম পোষক ছিলেন সহ সম্পাদক বিহারিলাল সরকার। তাঁর এই গোঁড়ামিই তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল একাধিক

১০ স্বর্গীয় রায়সাহেব বিহারিলাল সরকার মহাশয়ের স্বরচিত জীবনী (কলকাতা, ১৩২৮), পৃ. ৫।

১১ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ (৩য় খণ্ড), শঙ্করীপ্রসাদ বসু (কলকাতা, ১৩৮৫), পৃ. ১১৪।

হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থ অনুবাদে ও হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারে। নিষ্ঠবান হিন্দু বিহারিলাল মহারানী স্বর্ণময়ীর জীবনী রচনা করিতে গিয়ে হিন্দু কলেজের প্রথম যুগের ইংরেজি শিক্ষিত যুবকদের অহিন্দু আচার ব্যবহারের সামান্য বর্ণনা দিয়ে শিউরে উঠে লিখেছেন :

'আর নহে। লেখনী সরমে মরমে থর থর কাঁপিতেছে।'[১২]

এমন গোঁড়া হিন্দু বিহারিলাল বিদ্যাসাগরকেও সমালোচনা করেছেন। কারণ বিদ্যাসাগর যথেষ্ট পরিমাণে হিন্দু ছিলেন না, তিনি সন্ধ্যাহ্নিক করেন না, মন্ত্র গ্রহণে অনিচ্ছুক, সর্বোপরি তিনি বিধবাবিবাহের প্রবর্তক। এমন একটি মানুষের 'দোষত্রুটির সমালোচনা করা' তিনি কর্তব্য মনে করেছেন, কারণ তা না করলে 'হিন্দু সন্তানের মহতী ক্ষতি' হবে। এবং এই সমালোচনা করার ফলেই 'বিধবাবিবাহের বিপক্ষে লেখা বিহারিলালের বিদ্যাসাগর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে স্থান পায় নাই'—অন্তত 'বঙ্গবাসী' পত্রিকাগোষ্ঠীর এই ধারণা ছিল। বিহারিলালের মৃত্যুর পর ১৩২৮ সালের ২০ ফাল্গুনের 'বঙ্গবাসী'তে এই অভিযোগ করা হয়।

তাঁর রক্ষণশীলতার সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত হয়েছিল বিচারহীন ইংরেজভক্তি। সেকালের অনেক বাঙালির মতো বিহারিলাল ছিলেন ঘোরতর রাজভক্ত। তাঁর এই রাজভক্তি কর্মে এবং লেখার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। ইংরেজ যে কত ভালো, ভারতবাসীর ভালো করবার জন্য তাদের যে উদ্বেগের অন্ত নেই একথা তিনি বিশ্বাস করতেন। 'এ ভারতে ইংরাজের রাজত্বে, ইংরেজের করুণার মর্ম, ইংরেজের বাৎসল্যের ভাব কেনা বুঝে? ইংরাজের রাজত্বে সুধামৃতের নিত্য সুখস্বাদ কেনা করে?'—এ লেখা বিহারিলালের কলম দিয়েই বেরিয়েছিল। ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পর তিনি সেযুগের আরো অনেক বাঙালির মতো মাতৃবিয়োগবেদনা অনুভব করেন। হৃদয়ের শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন একাধিক গানের মধ্য দিয়ে। যেমন :

'মা, মা, কি স্মৃতিচিহ্ন রাখিব তোমার
তুমি কীর্ত্তিময়ী, রেখেছ গো স্মৃতি আপনার
বিশ্ব-ভরা চন্দ্র করে। ক্ষুদ্র খদ্যোতে কি করে
তোমার মহিমা, গুণের গরিমা
অসীম অনন্ত, দিগন্ত প্রচার।'[১৩]

১২ মহারানী স্বর্ণময়ী, বিহারিলাল সরকার (কলকাতা, ১৩১৪), পৃ. ৩২।
১৩ বাঙ্গালীর গান, দুর্গাদাস লাহিড়ী (কলকাতা, ১৩১২), পৃ. ৮০৭।

তাঁর এই ইংরেজভক্তির সঙ্গে মিলিত হয়েছিল জমিদারপ্রীতি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফসল এই নবা জমিদারশ্রেণী এবং জমিদারতন্ত্রের প্রতি তিনি সারাজীবনই মোহগ্রস্থ ছিলেন। এই মোহের বহিঃপ্রকাশ বিভিন্নক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। তিতুমীরের সঙ্গে জমিদাবশ্রেণীর সংঘর্ষের বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি জমিদারশ্রেণীর প্রতি তাঁর সহানুভূতি গোপন করেননি। তাঁর এই মনোভাব আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে 'মহারানী স্বর্ণময়ী' গ্রন্থে।

এমন একটি মানুষ তিতুমীর নামক একজন বিধর্মী ইংবেজ রাজত্বের ঘোর শত্রুর জীবনকাহিনী লেখার সময় তিতুমীরকে আসামীর কাঠগডায় দাঁড করাবেন এটাই স্বাভাবিক। তিতুমীর তাঁর কাছে 'দুর্বুদ্ধি' সম্পন্ন 'ধর্মমদোৎকট' একটি মানুষ ছাডা কিছু নয়। তবু বিহারিলালেব কাছে আমবা কৃতজ্ঞ এই কাবণে যে, এই রক্ষণশীল মানুষটিই প্রথম তিতুমীরকে নিয়ে বাংলায় জীবনী লেখার কথা ভেবেছিলেন। জীবনী তো লিখলেন। কিন্তু জীবনী লেখার উপাদান তিনি সংগ্রহ কবলেন কোথা থেকে?

(৩)

তথ্য সংগ্রহ ও তথ্যবিকৃতি

১৮৭০-এর 'ক্যালকাটা রিভিউ' এর তিনটি সংখ্যায় (Vols. 50, 51, 52) '*The Wahhabis in India*' নামক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। লেখক সম্ভবত ওকেনলি সাহেব। এই প্রবন্ধের দ্বিতীয় কিস্তিতে তিনি তিতুমীর এবং তিতুমীরের বিদ্রোহ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।[১৪] তিতুমীরের জীবনকাহিনী লেখার জন্য বিহারিলাল এই প্রবন্ধটি থেকে সর্বাধিক সাহায্য গ্রহণ করেছেন। বিহারিলাল শুধু উপাদান সংগ্রহ নয়, মাঝেমাঝে এই প্রবন্ধ থেকে প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন। একটা দুটো উদাহরণ দেওয়া যাক।

কৃষ্ণদেব রায়ের দাডির ওপর খাজনা ধার্য করার বিরোধিতা করায় তিতুমীরকে শাসন কবাব জন্য একদিন কৃষ্ণদেব রায় সদলবলে সর্পরাজপুরে প্রবেশ করেন। একটা ঘোর দাঙ্গা হয়. বাডি-ঘর লুন্ঠিত হয়, একটা মসজিদ পুড়িয়ে দেওয়া হয়। উভয়পক্ষ থানায় খবর দেন। এর পরবর্তী ঘটনাবলী সম্পর্কে ওকেনলি লিখেছেন:

১৪ *The Wahhabis in India*, The Calcutta Review, vol. 51, p. 177-84.

'The Zemindar's people accused the followers of Titu Mir of the illegal arrest and confinement of their peons. The defandants charged their accusers with committing plunder and arson. The Thanah muharrir immediately proceeded to the spot, and commenced an enquiry. The Zemindar absconded, and after remaining concealed for sometime surrendered himself on the 7th July to the Joint Magistrate of Baraset, declaring that he knew nothing of the facts of the case and was actually in Calcutta when the riot occured.'[১৫]

ঐ একই ঘটনা সম্পর্কে বিহারিলাল লিখছেন :

'জমিদারের লোকেরা অভিযোগ করিল—"তিতুর দল আমাদের লোকদের গ্রেপ্তার করিয়া কয়েদ করিয়াছে।" তিতুমীরের লোকেরা বলিল,—"জমিদারের লোকেরা লুটপাট করিয়াছে।" থানার মুহুরী তদারক করিবার জন্যে অকুস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জমিদার কৃষ্ণদেব পলায়ন করিয়াছিলেন। কিছুদিন লুকাইয়া থাকিয়া তিনি ৭ই জুলাই তারিখে বারাসতের জয়েণ্ট মাজিষ্টারের নিকট হাজির হন। তিনি জবাব দিলেন,—"আমি দাঙ্গা-হাঙ্গামার কিছুই জানি না। এই দাঙ্গার সময় কলিকাতায় ছিলাম।'[১৬]

আর একটি উদাহরণ :

পুঁড়ার জমিদারের সঙ্গে সংঘর্ষের অল্পদিন পরে মিস্কিন সাহা নামে এক ফকির এসে তিতুর সঙ্গে যোগ দিলেন। তাঁর শিষ্যরাও ধীরে ধীরে আসতে লাগলেন। ওকেনলি লিখেছেন :

'...Other followers of Miskin shah subsequently arrived and contributions of money were levied from the members of the Sect, and employed in purchasing rice and other provisions, which were stored in the house of Muizzuddin Biswas, in the village of Narkulbariah. About the 23d of October, Titu-Mir, under pretence of giving an entertainment to the

১৫ পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃ. ১৭৮।

১৬ বর্তমান গ্রন্থ, পৃ. ২১।

members of the sect, collected his followers, and before the end of the month a large number of men variously armed had assembled.'[১৭]

বিহারিলালের বর্ণনায় ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে এইরকম :

'এই সময় এই মিস্কিন সাহার শিষ্যগণ আসিয়া তিতুমীরের দলে যোগ দিল। দলের সকলে চাঁদা করিয়া টাকা তুলিল। তিতু সেই টাকায় চাউল এবং যুদ্ধোপকরণ কিনিয়া নারিকেলবেড় গ্রামে মইজউদ্দীন বিশ্বাস নামক এক মুসলমানের বাড়ীতে জমা করিয়া রাখিল। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর তিতুমীর আপনার দলস্থ লোকদিগকে লইয়া একটী উৎসব করিবার ঘোষণা করে। এই উৎসবচ্ছলে তাহার যাবতীয় অনুচরবর্গ সমবেত হইয়াছিল। অক্টোবর মাস শেষ হইবার পূর্বেই বহুসংখ্যক লোক অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া যুদ্ধার্থ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।'[১৮]

বিদ্রোহের অবসানে কলভিন এই বিদ্রোহ সম্পর্কে যে বিস্তৃত রিপোর্ট দেন, তা পড়ে গবর্নমেণ্ট যে মন্তব্য করেন ওকেনলি সাহেব তাঁর প্রবন্ধে তা থেকে সামান্য অংশ উদ্ধার করেছেন।[১৯] বিহারিলাল তাঁর গ্রন্থের পরিশিষ্টে সেই অংশ থেকেই কিছুটা অনুবাদ করে দিয়েছেন।

ওকেনলির প্রবন্ধের ওপর বেশি নির্ভর করার জন্য মূল প্রবন্ধটির কিছু তথ্যগত ত্রুটি বিহারিলালের লেখাতেও সংক্রামিত হয়েছে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ওকেনলি লিখেছেন, তিতুমীরের সঙ্গে আলেকজাণ্ডারের প্রথম সংঘর্ষ হয় ১৪ নভেম্বর, ১৮৩১। বিহারিলালও তাঁর গ্রন্থে সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করেছেন। আসলে এই সংঘর্ষ হয় ১৫ নভেম্বর, ১৮৩১-এ। সরকারি বিবরণে পাই :

১৪ নভেম্বর সরকারি আদেশ পেয়ে আলেকজাণ্ডার বিদ্রোহীদের উদ্দেশে যাত্রা করেন। দুপুরে বাগুণ্ডি পৌঁছান এবং সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ বসিরহাট থানায়। পরদিন মঙ্গলবার ১৫ তারিখ ভোর চারটেয় ১জন হাবিলদার, ১ জন জমাদার ও ২০ জন সেপাই নিয়ে যাত্রা করেন এবং নারকেলবেড়িয়ার ৩ ক্রোশ দূরে বাদুড়িয়ায় পৌঁছন। এখানে বসিরহাটের দারোগা, বরকন্দাজ-

১৭ *The Wahhabis in India,* The Calcutta Review, vol. 51, p. 179.

১৮ বর্তমান গ্রন্থ, পৃ. ২৪-৫।

১৯ পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃ. ১৮৪।

চৌকিদারসহ তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। অকুস্থলে পৌঁছন বেলা ১২টা নাগাদ। সেখানে ৫০০/৬০০ লোকের জমায়েত দেখে তাদের ফাঁকা আওয়াজে ভয় দেখাতে বলেন। কিন্তু বিপাকে পড়ে শেষপর্যন্ত রণে ভঙ্গ দেন এবং কোনোক্রমে প্রাণ নিয়ে পালান। ৫ মাইল বিদ্রোহীরা তাঁকে তাড়া করে নিয়ে যান, শেষে একটি নালা সাঁতরে পার হয়ে বাড়ুড়িয়া পৌঁছন এবং এখান থেকে নৌকাযোগে সন্ধ্যার সময় বাগুণ্ডি আসেন।[২০]

ওকেনলির প্রবন্ধ ছাড়াও অন্যান্য সূত্র থেকেও বিহারিলাল সংবাদ সংগ্রহ করেছেন। যেমন নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁর 'বিশ্বকোষে'র ৭ম খণ্ডে তিতুমীরকে নিয়ে সামান্য আলোচনা করেছেন। বিহারিলাল তাঁর গ্রন্থরচনার সময় নগেন্দ্রনাথের লেখাটিরও সাহায্য গ্রহণ করেছেন। 'বিশ্বকোষে' প্রকাশিত একটি গানও তিনি নিজের বইতে উদ্ধার করেছেন।

এছাড়া বিহারিলাল তিতুমীর সম্পর্কে লোকমুখে প্রচলিত প্রচুর সংবাদ সংগ্রহ করেছিলেন। তিতু সম্পর্কিত কয়েকটি ছড়া, সাজন গাজির অপ্রকাশিত পুঁথি এবং ব্যক্তিবিশেষের কাছে অনুসন্ধান করেও তিনি অনেক তথ্যসংগ্রহ করেন। মোটামুটিভাবে সরকারি নথিপত্র এবং তিতুমীরের সমসাময়িক পত্রিকাগুলি ছাড়া সেকালে তিতুমীর সম্পর্কে প্রাপ্ত সমস্ত তথ্যই সংগ্রহ করেছেন তিনি।

তথ্যসংগ্রহে বিহারিলাল নিঃসন্দেহে নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। দু'একটি ছোটখাটো তথ্যগত ভ্রান্তি যে তাঁর বইতে নেই তা নয়। দু'একটি ক্ষেত্রে এই ভ্রান্তি ঘটেছে ওকেনলিকে অনুসরণ করার জন্য তা আমরা আগেই বলেছি। এ ছাড়াও দু'একটি ত্রুটি আমাদের চোখে পড়েছে। যেমন :

৩৬ পৃষ্ঠায় বিহারিলাল লিখেছেন '১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই অক্টোবর তিতু খাসপুরের একটী সম্ভ্রান্ত মুসলমানের বাড়ী লুঠ করিয়া তাঁহার একটী কন্যার সহিত আপনার দলের এক প্রধান ব্যক্তির বলপূর্বক বিবাহ দিয়াছিল।' আসলে খাসপুর নয়, তিতু শেরপুর আক্রমণ করেন ১৪ নভেম্বর। ঐদিন নারকেল-বেড়িয়ার ৫/৬ মাইল দূরে শেরপুরে ২টি বাড়িতে তাঁরা হানা দেন, এবং কালু ও মহীবুল্লা নামে তিতুর দুই অনুচরের সঙ্গে ঐ গ্রামের ইয়ার মহম্মদের ২ মেয়ের জোর করে বিয়ে দেন।[২১]

২০ *Bengal Judicial (Criminal) Cons. No. 3,* 3.4.1832.

২১ *Bengal Judicial (Criminal) Cons. No. 11,* 5. 8. 1833.

৫২ পৃষ্ঠায় বিহারিলাল লিখেছেন '১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ই নভেম্বর। অন্য তিতুর শেষ দিন।'[২২] আসলে তারিখটি হবে ১৯ নভেম্বর, ১৮৩১। ঐদিনই সম্মুখযুদ্ধে বাঁশের কেল্লার নায়ক তিতুর জীবনাবসান ঘটে।

৫৭ পৃষ্ঠায় বিহারিলাল লিখেছেন '৩৫০ জন আসামীভুক্ত হইয়াছিল। বিচারে ১৪০ জনের কারাদণ্ড হয়।' আসলে সাড়ে তিনশোর মতো লোককে গ্রেপ্তার করা হলেও শেষপর্যন্ত ১৯৭ জনকে বিভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। বিচারে ১৩৬ জনকে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

এই ধরনের ছোটখাটো দু'একটি তথ্যভ্রান্তির চেয়েও অনেকবেশি মারাত্মক যেখানে বিহারিলাল ইচ্ছাকৃতভাবে তথ্যকে বিকৃত করেছেন। বিহারিলালের 'তিতুমীর' উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রচনা। সে উদ্দেশ্য ইংরেজরাজের মাহাত্ম্য ঘোষণা এবং ইংরেজ রাজত্বের শত্রু তিতুমীরের সংগ্রামকে হেয় প্রতিপন্ন করা। এই কারণেই তিনি তিতুমীরকে হীনবর্ণে চিত্রিত করাব জন্য এবং পাঠকেব মনে তাঁর প্রতি ঘৃণা সঞ্চারের জন্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তথ্যকে বিকৃতভাবে উপস্থিত করেছেন। ওকেনলির প্রবন্ধের যেসব তথ্য তাঁর মনোমত নয়, সেগুলিকে বর্জন করেছেন বা অন্যভাবে চিত্রিত করেছেন। উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটা স্পষ্ট করা যাক।

তিতুমীরের অত্যাচারের বর্ণনা দিতে গিয়ে বিহারিলাল লিখেছেন :

"তিতুমীর হিন্দু-মুসলমান প্রজার উপর অত্যাচার করিয়াছিল, টাকাকড়ি লুঠিয়া লইয়াছিল, সতী কুললক্ষ্মীর সর্বনাশ করিয়াছিল…ইত্যাদি।' একথা ঠিক, তিতুমীর টাকাকড়ি লুট করেছিলেন কিন্তু তা করেছিলেন প্রধানত গ্রামীণ মহাজন ও অত্যাচারী নীলকরের কাছ থেকে। সাধারণ মানুষের ওপর তিতুমীর অত্যাচার করেছিলেন বা তাদের টাকাকড়ি লুট করেছিলেন এমন কোনো তথ্য আমাদের জানা নেই। আর তিতুমীরের বিদ্রোহ সম্পর্কে সমস্ত সরকারি নথিপত্র আমরা দেখেছি, তিতুমীরের কার্যকলাপের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ তাতে আছে, তাতে তিনি কোনো 'সতী কুললক্ষ্মীর সর্বনাশ' করেছিলেন—এমন কথা নেই। হান্টার, ওকেনলি সাহেবের লেখায় বা সমকালীন পত্রিকাগুলিতেও[২৩]

---

২২ বিহারিলালের লেখার ওপর নির্ভরশীল অনেকেই এই ভুলের পুনরাবৃত্তি করেছেন। যেমন সুপ্রকাশ রায়, 'ভারতের কৃষকবিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম' (কলকাতা, ১৯৭২), পৃ. ২৩১।

২৩ একমাত্র ২৮. ৭. ১৮৩২-এর সমাচার দর্পণে (ইণ্ডিয়া গেজেটের ওপর নির্ভর করে) তিতুমীরের অত্যাচারের যে বিবরণ দেওয়া হয়, তাতে তিতুমীর জমিদার বাড়ি আক্রমণ করে 'স্ত্রীলোকদিগকে বলাৎকার করিল' এমন কথা আছে। কিন্তু সমাচার দর্পণের গোটা বর্ণনাটিই সঙ্গতিহীন ও আদৌ নির্ভরযোগ্য নয় তা লেখাটি পড়লেই বোঝা যাবে। দ্র. বর্তমান গ্রন্থ, পৃ. ৮২

এমন কোনো সংবাদপাঠের সৌভাগ্য আমাদের হয়নি। তাহলে বলতেই হয়, এটি কল্পনাকুশলী বিহারিলালের অভিনব কল্পনা! তাঁর এই অভিনব কল্পনাকুশলতাই তাঁকে জঞ্জালী কামারণীর রুচিহীন কাহিনী ফাঁদতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

তথ্যকে ইচ্ছামত গ্রহণ-বর্জন করার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। পুঁড়ার' সংঘর্ষের পর উভয়পক্ষ পুলিশে অভিযোগ করে, থানার মুহুরি অকুস্থলে গিয়ে তদন্ত করার পরই বসিরহাটের দারোগা তদন্তের ভার নিলেন। তাঁর হাতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টির চেহারা বদলে গেল। ওকেনলির প্রবন্ধ থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ তুলে ধরছি:

'In the meantime, the darogah of Baseerhat assumed charge of the local investigation, and in his hands it quickly assumed a different aspect. The original complains and their witnesses were charged with burning their own mosque to implicate their Zemindar in false charge. This movement was completely successful ; the followers of Titu Mir absconded, and did not attend to give evidence in the original case, as attendence would only have led to their arrest, and the darogah, reporting their absence, declared that the charges of arson and plunder against the Zemindar were not sustained by any evidence...'[২৪]

বিহারিলালের হাতে ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে এইরকম:

'ইতিমধ্যে বসিরহাটের দারোগা রামরাম চক্রবর্তী তদন্তের ভার লইয়া অকুস্থলে আসেন। তাঁহার তদন্তে সিদ্ধান্ত হইল, জমিদারকে ফ্যাসাদে ফেলিবার জন্যই তিতুমীরের লোকেরা নমাজ ঘর পুড়াইয়া দিয়াছিল। এই সিদ্ধান্তের কথা শুনিয়া, তিতুমীরের লোকেরা পলায়ন করিল; তাহারা আর আদালতে হাজির হইল না। দারোগা বলিলেন, জমিদারের নামে যে অভিযোগ আসিয়াছে, তাহার প্রমাণ হইল না।'[২৫]

ওকেনলির লেখা পড়লে দারোগার চরিত্রটি এবং পাশাপাশি তিতুমীর ও

২৪ *The Wahhabis in India*, The Calcutta Review, vol. 51, p. 178.
২৫ বর্তমান গ্রন্থ, পৃ. ২১-২।

তাঁর সমর্থকদের অসহায় অবস্থাটি পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে। দারোগার হাতে আসার সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টির চেহারা যে পাল্টে যায়, তিতুমীরের লোকেরা যে গ্রেপ্তারের ভয়ে সাক্ষী দিতে হাজির হতে পারেন নি—এসব কিছুই তিনি বলেছেন। কিন্তু বিহারিলাল গোটা ব্যাপারটা এমনভাবে সাজিয়েছেন, যাতে এইসব ব্যাপারগুলো পাঠকের সামনে আসতে না পারে।

এইভাবে ইচ্ছামত তথ্যকে গ্রহণ ও বর্জন করে, স্বকপোলকল্পিত ঘটনা ও মন্তব্য জুড়ে দিয়ে বিহারিলাল তিতুমীরকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

তথ্যসংযোজন

তিতুমীরের জীবন এবং বারাসাত বিদ্রোহ সংক্রান্ত ঘটনাবলীর মোটামুটি বিবরণ আমরা বিহারিলাল সরকারের গ্রন্থে পাই। তাঁর গ্রন্থে নেই, এমন কিছু সংবাদ আমাদের হাতে এসেছে। এই সমস্ত সংবাদের কিছু তিতুমীর সম্পর্কে প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ বা সাময়িকপত্র থেকে সংগৃহীত। কিন্তু বেশিরভাগ সংবাদই আমরা সংগ্রহ করেছি অপ্রকাশিত সরকারি নথিপত্র থেকে।

তিতুমীরের পিতার নাম মীর হাসান আলী, মায়ের নাম আবেদা রোকাইয়া খাতুন। তাঁর আর এক ভাই ও দুই বোন ছিল—নাম সৈয়দ নিহাল আলী, হামিদা খাতুন ও হাসিনা খাতুন।[১]

আরবী ও ফারসীভাষায় তাঁর জ্ঞান ছিল। তিনি আরবী, ফারসী ও বাংলা ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা করতে পারতেন। তাঁর বিয়ে হয়েছিল ২৪ পরগণার বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত খালপুর গ্রামের মায়মুনা খাতুন সিদ্দিকার সঙ্গে।[২] তাঁর তিন পুত্র—জওহার আলী তোরাব আলী এবং গওহার আলী। এই তিনজনের মধ্যে অন্তত দু'জন তিতুর সহযোদ্ধা ছিলেন। বারাসাত বিদ্রোহের অবসানে তিতুব দুই পুত্র তোরাব আলী (২১) ও গওহার আলীকে (১৯) গ্রেপ্তার করে অন্যদের সঙ্গে বিচার করা হয়। তোরাব আলীর অল্প বয়স ও তাঁর পিতার মৃত্যুর কথা বিবেচনা করে তাঁকে ২ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। তিতুর অপর পুত্র গওহার আলীর পা হাঁটুর নীচ থেকে গোলার আঘাতে উড়ে যাবার জন্য তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।[৩]

পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায় তিতুমীরের প্রভাববৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে তাঁর শিষ্যদের জব্দ করার জন্য দাড়ি পিছু আড়াই টাকা হারে কর ধার্য করেন।[৪] পুঁড়া গ্রামে দায়েম এবং কায়েম নামে দু'জন তিতু শিষ্যের কাছ

১ শহীদ তিতুমীর, আব্দুল গফুর সিদ্দিকী (ঢাকা, ১৩৬৮), পৃ. ১১।

২ ঐ, পৃ. ১৬।

৩ *Bengal Judicial (Criminal') Cons. No 11*, 5.8.1833.

৪ সাজন গাজির গানেও এই কথা বলা হয়েছে :

'নামাজ পড়ে দিবারাতি
কি তোমার করিল খেতি

থেকে কৃষ্ণদেব প্রথম দাড়ি কর আদায় করেন। এরপর সর্পরাজপুরে তিতুর মতাবলম্বীদেরও এই কর দিতে বলা হয়। তারা দিতে অস্বীকার করাতেই কলহ বাধে। কলভিন তাঁর রিপোর্টে কৃষ্ণদেব রায়ের ভূমিকা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করে এই লোকটিকে শাস্তি দেবার কোনো উপায় তাঁর না থাকায় দুঃখপ্রকাশ করেন। সরকার তাঁর রিপোর্ট পেয়ে এ-বিষয়ে মন্তব্য করেন :

'With reference to Paragraph 34-37 of Mr. Colvin's Report regarding Kishan Dev Rai, the Zemindar whose oppressive and illegal exactions appear to have first aroused the Ryots to opposition. You will be pleased to direct the officiating Joint Magistrate to proceed against him under the general discreation which he possesses and in conformity with the Regulation applicable to the case.'[৫]

কৃষ্ণদেব রায় এবং তিতুমীরের সংঘর্ষের তদন্তব্যাপারে বসিরহাটের দারোগা খোলাখুলিভাবে জমিদারপক্ষ অবলম্বন করেন, একথা ওকেনলি তাঁর প্রবন্ধে ও কলভিন তাঁর রিপোর্টে স্বীকার করেছেন। এই পক্ষাবলম্বন কতখানি নির্লজ্জ হতে পারে, তা দারোগার রিপোর্টটি দেখলে আমরা বুঝতে পারব। এই রিপোর্টটির একটি সংক্ষিপ্তসার ২৫. ১১. ১৮৩১-এ মিঃ আলেকজাণ্ডার কমিশনার মিঃ বারওয়েলকে এই বিদ্রোহ সম্পর্কে যে বিস্তৃত রিপোর্ট দেন তার মধ্যে পাই :

'That on inquiring into and taking evidences on the case in question it appeared to him that a quarrel had originated between the two parties (but does not state the cause of the same) and that the Mussulman party had set fire to their own mosque in order to bring a case of complaint against the Tauloogdars, also that the Taloogdars-

---

কেনে কল্লে দাড়ির জরিপনা।

খেপেছে যতেক দেড়ে
কেষ্টদেবের লক্ষ্মী ছেড়ে
পুড়োয় কল্লে পীরির কারখানা।'—বাংলা পীরসাহিত্যের কথা,

ডঃ গিরীন্দ্রনাথ দাস (বারাসাত, ১৯৭৬), পৃ. ১৯০।

৫ *Bengal Judicial (Criminal) Cons. No. 7*, 3.4.1832.

party has assembled but had not committed any oppressive act. Therefore made both parties defendants, and the Government prosecutor had sent the case in for trial.'[৬]

১৫ নবেম্বর, ১৮৩১-এ আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে তিতুমীরের সংঘর্ষে ১০ জন সেপাই, ১ জন জমাদার এবং ৩ জন বরকন্দাজ নিহত হন। বসিরহাটের দারোগাসহ ৭/৮ জন আহত অবস্থায় বন্দী হন, দারোগাকে হত্যা করলেও অন্যদের ছেড়ে দেওয়া হয়। এই সংঘর্ষে যেসব পুলিশ-কর্মচারি আহত হন, তাঁদের মধ্যে মোট ৭ জনকে সরকার পুরস্কৃত করেন। পুরস্কারের মোট পরিমাণ ১০৬ টাকা।[৭]

আলেকজাণ্ডারের পর নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ স্মিথ বিদ্রোহীদের আক্রমণ করে তাঁদের হাতে নাকাল হন। এ সংবাদ বিহারিলালের বইতে আছে (পৃ. ৪৩-৪)। ১৭ নবেম্বর, মুলনাথ কুঠি থেকে মিঃ স্মিথ কিভাবে তিনি বিদ্রোহীদের আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছেন তা কর্তৃপক্ষকে জানান। এই বর্ণনা বিহারিলালের চেয়ে অনেকবেশি নির্ভরযোগ্য। মিঃ স্মিথ জানাচ্ছেন :

'১৭ নবেম্বর, সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ হাতিতে চড়ে সশস্ত্র দু'/তিনশো লোক নিয়ে তিনি নারকেলবেড়িয়ায় যাত্রা করেন, সেখানে গিয়ে দেখেন, অনেক লোক যুদ্ধার্থে সমবেত, দেখে ২০/৩০ জন পশ্চিমা ছাড়া তাঁর অনুচররা সবাই রণে ভঙ্গ দিল। ম্যাজিস্ট্রেটও বেগতিক দেখে, পশ্চাদপসরণ করার সঙ্গে সঙ্গে, বিদ্রোহীরা তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দু'জনকে কেটে ফেলে। ম্যাজিস্ট্রেট তাড়াতাড়ি একটি পানসিতে চড়ে বসেন, বিদ্রোহীরা ইছামতীর তীরে সমবেত হয়ে ইট নিক্ষেপ করতে থাকে, এবং যাকে সামনে পায় তাকেই হত্যা করে। পানসি থেকে তাদের ওপর গোলা ছুঁড়েও কোনো ফল হয় না। কেবল মিঃ এণ্ডস একজন সর্দারকে গুলিবিদ্ধ করতে ও কয়েকজনকে আহত করতে সক্ষম হন। তিতুর দলবল নৌকো কেড়ে তাদের দিকে ধেয়ে আসছে দেখে তারা অপর পাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে মাইলখানেক দৌড়ে সৌভাগ্যক্রমে হাতী পায়, এবং এইভাবে কোনোরকমে প্রাণটি বাঁচাতে সক্ষম হয়। মিঃ স্মিথের ফৌজদারি নাজির পালাবার সময় ধরা পড়েন, তাঁকে টুকরো টুকরো করে

৬ *Ibid, No. 3,* 3. 4. 1832.

৭ *Ibid, No. 10,* 3. 4. 1832

হত্যা করা হয়।[৮] এই ফৌজদারি নাজিরের নাম মহম্মদ সেলিম। সরকার এই নাজিরের বিধবার জন্য মাসিক ৪ টাকার একটি পেনসন মঞ্জুর করেন।

১৬ নবেম্বর, সরকার বিদ্রোহদমনে সেনাতলব করেন। বারাকপুর থেকে দেশীয় পদাতিকের একটি সম্পূর্ণ বাহিনী এবং দমদম থেকে ৬ পাউণ্ড গোলা-বর্ষণের উপযোগী দুটি কামানসহ গোলন্দাজ বাহিনীকে বিদ্রোহস্থানের দিকে যাত্রা করতে বলা হয়। পথে বারাসাতে ভাইস প্রেসিডেন্টের দেহরক্ষী বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত অশ্বারোহী দলের ১ জন হাবিলদারসহ কিছু সৈন্য এদের সঙ্গে মিলিত হয়। বারাসাতের জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজাণ্ডারকে এদের সঙ্গে যোগ দিতে বলা হয়।[৯]

পদাতি দলের অধিনায়ক হিসাবে আসেন মেজর স্কট, গোলন্দাজ বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন লেপটেনাণ্ট ম্যাকডোনাল্ড, অশ্বারোহী দলটি ছিল ক্যাপ্টেন সাদারল্যাণ্ডের নেতৃত্বাধীন। সৈন্যবাহিনীকে রসদ যোগান দেবার জন্য ও সবরকম সহযোগিতার জন্য স্থানীয় জমিদারদের আদেশ দেওয়া হয়। গোবরডাঙ্গা, চান্দুরিয়া ও রানাঘাটের জমিদারদের এই মর্মে নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট নির্দেশ দেন।

তিতুমীরের পক্ষ থেকেও ১৮ নবেম্বর, বিভিন্ন জমিদারের কাছে পত্র পাঠিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ফকিরের সেনাবাহিনীকে রসদ যোগান দিতে বলা হয়। আদেশ অমান্য করলে ৭/৮ দিনের মধ্যে সমুচিত প্রতিফল পাবার কথাও বলা হয়। নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রতিরোধ গড়ে না তোলার আদেশপত্র পাঠান হয়।[১০]

১৯ তারিখের যুদ্ধে তিতুমীরসহ প্রায় ৫০/৬০ জন নিহত হন, এদের

---

৮ *Ibid, No. 84,* 22. 11. 1831.

৯ *Ibid, No 70,* 22. 11. 1831.

১০ নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট সরকারকে ২১.১১. ১৮৩১-এ এ সম্পর্কে জানান :

'...a paper written in Bengalee and signed in the arabic character, was put into my hand purporting to be an order from *allah* to the Pal Chowdhury at Ranaghat to supply Russud for the army of the fukeers, who were about to fight with the Govt. In default of which a promise to visit them in 7 or 8 days and make *Hydayut Oollahs* of them. A similar document was forwarded to me, under the title of Judge Magistrate, holding out threats in case of resistance.' *-Bengal Judicial (Criminal) Cons. No, 87,* 22.11.1831.

মৃতদেহগুলি বাঁশের কেল্লায় অগ্নিসংযোগ করে আলেকজাণ্ডার পুড়িয়ে দেন। জনা তিবিশ আহত হন, সাড়ে তিনশোর মতো লোককে বন্দী করা হয়। বন্দীদের সতর্ক প্রহরায় প্রথমে বারাসাতে পাঠানো হয়। আহত বন্দীদের জলপথে সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে যথাস্থানে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। ২২. ১১. ১৮৩১-এ সরকারের অনুমতি দিয়ে মোট ৩৩৩ জন বন্দীকে আলিপুর জেলে পাঠানো হয়।[১১] অন্য বন্দীদের থেকে তাদের পৃথক রাখার ব্যবস্থা করতে বলা হয়।

যুদ্ধের অবসানে নির্বিচারে প্রচুর লোককে গ্রেপ্তার করা হলেও, তিতুমীরের বেশ কিছু সহচর আত্মগোপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অনেক চেষ্টাতেও এঁদের গ্রেপ্তার কবতে অক্ষম হয়ে, কলভিনের প্রস্তাবানুযায়ী প্রধান কয়েক-জনকে ধরার জন্য ৩. ৪. ১৮৩২-এ সরকার পুবস্কার ঘোষণা করেন। যে ১০ জনকে ধরার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয় তাঁরা হলেন :

নাম	পুরস্কারের পরিমাণ
মুশিরৎ শাহ, ফকির (যশোর থেকে আগত এই ফকির ছিলেন বিদ্রোহের একজন সক্রিয় নেতা)	২০০ টাকা।
শেখ উমীর	৫০ টাকা।
হায়দার	৫০ টাকা।
হাফিজুল্লা	৫০ টাকা।
বারকিজুদ্দিন ওরফে বিশু	৫০ টাকা।
করিম সর্দার	৫০ টাকা।
আলি মহম্মদ	৫০ টাকা।
মইজুদ্দিন	৩০ টাকা।
দিল মহম্মদ	৩০ টাকা।
করণ সর্দার	৩০ টাকা।[১২]

বন্দীদের মধ্যে অনেককেই বিচারের পুর্বে প্রমাণাভাবে মুক্তি দেওয়া হয়। শেষপর্যন্ত মোট ১৯৭ জনকে ৫টি বিভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্ত করে বিচার করা করা হয়। মূল অভিযোগ ৫টি হল :

১১ *Bengal Judicial (Criminal) Cons. No 80*, 22. 11. 1831

১২ *Ibid, No. 12*, 3. 4. 1832.

(১) of having rioutously assembled in arms and set at defiance the legal authority, by attacking the Joint Magistrate of Baraset, which attack was attended with murder, wounding and plundering.

(২) attacking in an armed body, the magistrate of Nadia and his attendants with murder, wounding and plundering.

(৩) having rioutously assembled together in arms to the disturbance of the public peace in the market place of Poora and then insulted the religious feelings of the Hindoos.

(৪) disturbance of the public peace and plundered the dwelling house of Yar Mohammad.

(৫) attacking, plundering and levying forcible exactions in a large armed body in the village of Junglepore.

অভিযুক্তরা তাঁদের বিরুদ্ধে আনীত দাঙ্গা ও গোলযোগের অভিযোগ অস্বীকার করেন। বিচারশেষে তাঁদের প্রতি যে দণ্ডাদেশ দেওয়া হয় তা হল:

মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত	১
যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত	১১
৭ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত	৯
৬ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত	৯
৫ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত	১৬
৪ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত	৩৫
৩ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত	৩৪
২ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত	২২
অপরাধী হিসাবে সাব্যস্ত অথচ দণ্ডপ্রাপ্ত নয়	৩
নির্দোষ হিসাবে মুক্তিপ্রাপ্ত	৪৯
	১৮৯
বিচারের পূর্বে মৃত	৪
উন্মাদ বলে মুক্তিপ্রাপ্ত	১
কমিশনারের আদেশে মুক্তিপ্রাপ্ত	৩
মোট অভিযুক্ত	১৯৭[১৩]

১৩ *Ibid, No. 11*, 5. 8. 1833

এ মামলায় সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মুসলমান ল' অফিসার এ সম্পর্কে যে ফতোয়া দেন, তাতে ঘটনাবলী বিচার করে এবং দলপতি তিতুমীরসহ অন্যদের মৃত্যুর কথা মনে রেখে, তাদের ভবিষ্যতে কোনোরকম বিদ্রোহী হবার সম্ভাবনা নেই বলে, অভিযুক্তদের সবাইকে মুক্তিদানের সুপারিশ করা হয়।[১৪]

ল' অফিসারের ফতোয়ার সঙ্গে কমিশনার মিঃ বারওয়েল একমত হতে পারেন নি, তিনি এদের শাস্তিপ্রদানই বাঞ্ছনীয় মনে করেছেন। তিতুর সেনাপতি মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত গোলাম মাসুমকে নারকেলবেড়িয়ায়—যেখান থেকে তিনি তাঁর দৌরাত্ম্য পরিচালনা করেছিলেন ফাঁসি দেওয়া হবে এবং অন্যদের সতর্ক করার জন্য তাঁর মৃতদেহটি ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে রেখে দেওয়া হবে—এই বাড়তি নির্দেশটুকু তিনি যোগ করেন।[১৫]

(২)

তিতুমীরের বিদ্রোহের চরিত্র

তিতুমীরের বিদ্রোহের ঠিক চরিত্রটি কি সে বিষয়ে সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত মতানৈক্য চলে আসছে। ব্যাপারটা যে নিছক সাম্প্রদায়িক একটা হাঙ্গামা একথা বলার মতো লোকের অভাব কোনোকালেই হয়নি। স্বয়ং কার্ল মার্কস বারাসাতের ভয়ঙ্কর বিদ্রোহকে তিতুমীরের নেতৃত্বে ধর্মান্ধ মুসলমানদের হিন্দুদের বিরুদ্ধে রক্তাক্ত সংঘর্ষ বলে বর্ণনা করেছেন।[১৬] এ যুগের একজন প্রখ্যাত গবেষক ডঃ এ. আর. মালিক তিতুমীরের সংগ্রামের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়ে সিদ্ধান্তে এসেছেন: যেহেতু জমিদার এবং তাঁর

১৪ *Ibid*

১৫ মিঃ বারওয়েল ১৪. ৯. ১৮৩২-এ লিখছেন,

'I would condemn the prisoner Gholam Masoom, No. 19, who appears under the sanction of Teetoo Meer to have headed the Insurgent Band and have been forward in urging them on to the excesses of which they were guilty, to suffer capital punishment at Narkool bariah the spot from whence he carried on his depredations, where his body should be exposed on a Gibbot as a warning to others...' -*Bengal Judicial (Criminal) Cons. No. 11,* 5 8.1833.

১৬ *Notes on Indian History,* Karl Marx, p. 152.

কর্মচারীরা সবাই ছিলেন হিন্দু—এটাই স্বাভাবিক যে তিতুর অনুচররা সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায়কেই নিজেদের শত্রু হিসাবে ধরে নিয়েছিলেন। এইভাবে একটি ধর্মীয় আন্দোলন হিসাবে শুরু হয়ে এটি একটি পুরোপুরি সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে রূপান্তরিত হয়।[১৭] ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এটিকে হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তাহলে তিতুমীর কি নিছক একজন 'ধর্মান্ধ' বা 'ধর্মোন্মত্ত মুসলমান'—না কি সরকারি আমলাদের কথামতো তিনি একজন 'দস্যু' বা 'ডাকাতদের সর্দার' ছাড়া আর কিছু নন—এটুকু বললেই তাঁর সব পরিচয় শেষ? ব্যাপারটা বোধহয় ঠিক তা নয়।

বিদ্রোহের অবসানে কলভিন সাহেব ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে এই বিদ্রোহের কারণ প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয়ে যে বিস্তৃত রিপোর্ট পেশ করেন, তাতে তিতু সম্পর্কে লেখেন:

তিতু চাঁদপুরের (নারকেলবেড়িয়ার কয়েক মাইল দক্ষিণ পূর্বে) বাসিন্দা, সাধারণ গ্রামবাসীর চেয়ে তিনি একটু সঙ্গতিপন্ন। একসময়ে তিনি ছিলেন দুর্ধর্ষ, একাধিকবার তাঁর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনা হয়, একবার তিনি শাস্তিও পান। বছর আষ্টেক আগে দিল্লীর রাজ পরিবারের একজনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়, তাঁর সঙ্গে তিনি মক্কা যান। সেখান থেকে ফেরার বছর খানেক পর থেকে তিনি ধর্মপ্রচারক ও ধর্মসংস্কারকের ভূমিকা নেন। তাঁর ৩/৪০০ অনুগামীও হয়, এদের সঙ্গে অন্য মুসলমানের কোনো সম্পর্ক ছিল না। সাজ-পোষাক আকৃতি-প্রকৃতির দিক দিয়ে অন্য মুসলমানদের থেকে তাঁরা ছিলেন পৃথক। নিজেদের গোষ্ঠীর বাইরে স্বসম্প্রদায়ের কারুর সঙ্গে তাঁরা একত্রে ভোজন করতেন না, বা মেলামেশাও না।[১৮]

তিতুমীরের প্রচার ছিল একেবারে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তিতুমীরের সমকালে বাঙালী মুসলমানসমাজে হিন্দুয়ানির ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটে। 'অনেক নও-মুসলমান দুর্বলতা ও অশিক্ষার কারণে পূর্বের দেবদেবীর পূজায় ও কুসংস্কার পালনে অভ্যস্ত থাকে; আবার অনেকে সুবিধামত সেগুলিকে ইসলামী পোষাক পরিয়ে ধর্মীয় মর্যাদায় উন্নীত করতে থাকে।' মু... বরকত, ওলা-বিবি, শীতলা বিবির পূজা দেওয়া, সিন্নী দেওয়া (হরিলুটের

---

১৭ *British Policy and the Muslims in Bengal.* A. R. Mallik, p. 102.

১৮ *Bengal Judicial (Criminal) Cons. No. 5.* 3.4.1832.

মতো), তবকরুক (প্রসাদ) বিতরণ করা মুসলমানসমাজে প্রচলিত হয়ে যায়। কোরয়ানের আয়েত লিখিত কিংবা হিন্দু ধর্মের মন্ত্র লিখিত তাবিয (কবচ) পরার প্রথা, কলেরা বসন্ত মহামারীর সময় হিন্দুর অনুকরণে মাটির পাত্রে এসব আয়েত বা মন্ত্র লিখে বাড়ির দরওয়াজায় টাঙান, তেলপড়া, নুনপড়া পানিপড়া, কালোজিরা পড়া প্রভৃতি খাওয়ার রেওয়াজ মুসলমানদের মধ্যে বেশ চলিত হয়ে ওঠে।'[১৯] একজন ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান হিসাবে এসব ব্যাপার দেখে তিনি চিন্তিত হয়ে উঠলেন। তারিখ-ই-মহম্মদী আন্দোলনের প্রবর্তক সৈয়দ আহমদ এবং শা ওয়ালিউল্লার মতবাদ প্রচার করে গ্রামীণ মুসলমানসমাজকে তিনি আত্মস্থ করে তুলতে চাইলেন। পীরের পূজা করা বা দরগা নির্মাণ করার অপ্রয়োজনীয়তা ও সেই সঙ্গে টাকা ধার দিয়ে সুদ নেওয়া, আনন্দোৎসবে বাদ্যোদ্দম করা ইত্যাদির বিরুদ্ধেও তিনি প্রচার করতে লাগলেন। এর ফলে একদিকে ধর্ম ব্যবসায়ীরা, অন্যদিকে বিত্তবান মুসলমানরা সন্ত্রস্ত বোধ করতে থাকলেও, দরিদ্র মুসলমান কৃষকসমাজে তাঁর প্রভাব দিনদিন বাড়তে থাকে। আশপাশের হিন্দু জমিদাররাও ব্যাপারটাকে ভালোচোখে দেখলেন না। মুসলমান সমাজের এই আভ্যন্তরীণ মতান্তরের সুযোগ পুরোমাত্রায় নিয়ে এই সুযোগে হিন্দু জমিদাররা নিজেদের ক্ষমতা জাহির করতে ও উপরিহিসাবে কিছু লাভের কড়ি কামাতে চাইলেন।[২০] তারাগুণিয়ার রামনারায়ণ নাগ, কুড়গাছির মহিলা জমিদারের প্রতিনিধি, নূরনগরের গৌরপ্রসাদ চৌধুরী প্রভৃতি জমিদাররা নানাভাবে তিতুমীরের মতাবলম্বীদের উত্যক্ত করতে থাকেন। এ বিষয়ে সবাইকে টেক্কা দেন পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায়। তিনি তিতুর মতাবলম্বীদের দাড়িপ্রতি আড়াই টাকা খাজনা ধার্য করেন, এবং যারা তা দেয়

১৯ মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ : সংস্কৃতির রূপান্তর, আবদুল মওদুদ, পৃ. ৩১২-৩।

২০ ঐতিহাসিক থর্নটন ব্যাপারটা পরিষ্কারভাবে বলেছেন 'Two sets of Mahometans engage in disputes on the comparative soundness and Purity of their belief and practice. Some disciples of another creed, possesing local influence and authority, exercise an offensive and, as it should seem, an illegal interference. An affray took place, the consequences of which are a general rising of one set of the Mahometan disputants, a general disruption of the public peace and the loss of many lives. *Hist. of the British Empire* (*vol 5*), Edward Thornton, p. 184.

না তাদের শাস্তি দেন। তিতুমীর এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার কৃষ্ণদেব রায় তাঁদের সমুচিত শিক্ষা দেবার জন্য প্রায় ৩০০ লোক নিয়ে সর্পরাজপুরে হামলা চালান ও আগুন ধরিয়ে একটি মসজিদ ধ্বংস করে দেন। উভয় পক্ষই নালিশ করেন। তদন্তকারী দারোগা নির্লজ্জভাবে জমিদারপক্ষ অবলম্বন করায় ম্যাজিস্ট্রেট সৎভাবে থাকার মুচলেকা নিয়ে উভয়পক্ষকে খালাস দেন। খালাস পেয়ে ১৭৯৯-এর সপ্তম আইনের সুযোগে জমিদাররা তিতুর অনুচরদের ওপর যথেচ্ছাচার চালাতে থাকেন। অন্যদিকে ম্যাজিস্ট্রেটের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করতে কলকাতা গিয়ে তিতুমীরের লোকেরা বিফল মনোরথ হন।

হয়ে তিতুমীরের ধারণা জন্মায় ইংরেজের আদালতে তাঁরা সুবিচার পাবেন না। সেইজন্য অত্যাচারীকে শিক্ষাদানের ভার তিনি স্বহস্তে গ্রহণ করেন। তাঁর আক্রমণের প্রথম লক্ষ্য হন কৃষ্ণদেব রায়। ৬ নভেম্বর পুঁড়া আক্রমণ করে তিনি গোহত্যা করেন, মন্দিরে গোরক্তলেপন করেন। মন্দিরে গোরুর মাংস টাঙিয়ে রাখেন, এবং ফেরার পথে হাট লুট করেন। পরের দিন লাউঘাটি আক্রমণ করে সেখানেও গোহত্যা করেন—সংঘর্ষ বাঁধে, সংঘর্ষে কয়েকজন আহত ও নিহত হন। এরপর তাঁরা ঐ অঞ্চলে একচ্ছত্র আধিপত্য করতে থাকেন। ৮ থেকে ১৫ই নভেম্বর—এই সময়কালে তাঁদের শক্তি ও সাহস দুই-ই বৃদ্ধি পেতে থাকে, এবং তাঁরা কর্তৃপক্ষের তোয়াক্কা না করে কাজ চালাতে থাকেন।[২১]

তিতুমীর তাঁর আক্রমণ শুধুমাত্র জমিদারদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে গ্রাম বাংলার আর এক বিভীষিকা নীলকরদের বিরুদ্ধেও তাকে ছড়িয়ে দেন। উনিশ শতকের প্রথম থেকেই 'নীল বাঁদরের' অত্যাচার বৃদ্ধি পেতে থাকে। জোর করে সেরা জমিতে নীলচাষ করতে বাধ্য করা, জমি মাপজোকের সময় কারসাজি করা, নীলকুঠিতে নীল জমা নেবার সময় প্রজা ঠকানো, নানাপ্রকার শারীরিক নির্যাতন প্রভৃতি প্রজাদের নিত্যপ্রাপ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ১৮৩০-এর কুখ্যাত পঞ্চম আইনে দাদন গ্রহণকারী কৃষকের পক্ষে

২১ 'From 8th to the 15th of the month they remained gradually increasing in numbers and confidence...acting in short in open contempt of all authority.' -*Bengal Judicial (Criminal) Cons. No. 5. 3. 4. 1832.*

নীলচাষ না করা আইনবিরুদ্ধ ঘোষিত হওয়ায়, অত্যাচার সব মাত্রা ছাড়ায়। যে এলাকায় তিতুমীরের প্রভাব প্রতিপত্তি, ২৪ পরগণা আর নদীয়ার সেইসব অঞ্চলে ছিল অসংখ্য নীলকুঠি। এই অঞ্চলে নীলকররা বছরের পর বছর নিরীহ কৃষকদের ওপর যে অত্যাচার করে চলেছিলেন, তারই প্রতিবিধানে এগিয়ে এলেন কৃষক নেতা তিতুমীর। একের পর এক নীলকুঠি ভস্মীভূত হতে থাকে। দাদন গ্রহণের কাগজপত্র নষ্ট করে[৭২] কৃষকসমাজকে বাঁচার পথ দেখানোর জন্য একের পর এক নীলকুঠি আক্রান্ত হতে থাকে। নীলকর সাহেবরা শঙ্কিত হয়ে ওঠেন, কেউ কেউ (যেমন হেনরি ব্লণ্ড) ভারতের অধীশ্বর হিসাবে তিতুমীরের পক্ষে নীল বোনার অঙ্গীকার করে অব্যাহতি পান।

এমন একজন মানুষ—যিনি সর্বহারা মানুষকে অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর শিক্ষা দেন, বাঁচার পথ কি তা দেখিয়ে এ বিষয়ে তাঁদের উদ্বুদ্ধ করে তোলেন, তাঁকে দমন করার জন্য নদীয়া, ২৪ পরগণার জমিদার ও নীলকররা শাসকশ্রেণীর সাহায্যার্থে অর্থ ও লোকবল নিয়ে এগিয়ে আসবেন —এটাই স্বাভাবিক। বারাসাতের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজাণ্ডার বিদ্রোহীদের দমন কবতে গিয়ে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। অনুগামীদের মনোবল বাড়ানোর জন্য তিতুমীর কোম্পানির রাজত্বের অবসানের কথা ঘোষণা করেন এবং কর আদায় করতে থাকেন। কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, প্রাণনাথ চৌধুরী ও অন্যান্য প্রধান জমিদারদের কাছ থেকে কর চেয়ে যে পরোয়ানা পাঠানো হয় তাতে বলা হয়: 'This country is now given to our Deen Muhummud ; you must therefore immediately send grain for the army. If you send grain, you shall be distinguished in the presence, and for three years revenue will be remitted. If you do not send it, then on receiving the answer to this purwanna we shall come and fight against

৭২ ...and the papers were destroyed, most probably by the villagers, for the purpose of destroying the records of their own debts. But mere wanton destruction did not seem, we have heard, to be the object of the molabees... *-The Govt. Gazette,* 24. 11. 1831.

you. Signed Nusar Ali's son, Teeton-meer.' ব্যাপারটা ক্রমেই প্রকাশ্য বিদ্রোহের চেহারা নেয়।[২৩]

আলেকজাণ্ডারের পরাজয়ের পর নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ স্মিথ ও তাঁর নীলকর বন্ধু মিঃ এণ্ড্রুস বিদ্রোহীদের দমনে অগ্রসর হয়ে পরাজিত হয়ে কোনোরকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বাঁচেন। অতঃপর মিলিটারি তলব করা হয়। কামান, বন্দুক, অশ্বারোহী, পদাতিক, গোলন্দাজ সৈন্যের এক সুসজ্জিত বাহিনী বিদ্রোহীদের দমনে পাঠানো হয়। ১৯ নভেম্বর, ১৮৩১ গ্রাম্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত তিতুমীরের সঙ্গীরা নারকেলবেড়িয়ার প্রান্তরে নির্ভয়ে ইংরেজ সৈন্যের মুখোমুখি হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ঘণ্টা দেড়েক লড়াই চলার পর সব প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়ে। তিতুমীরসহ জনা পঞ্চাশ নিহত, বেশ কিছু আহত ও প্রচুর মানুষকে বন্দী করা হয়। আলেকজাণ্ডার যুদ্ধ শেষ হবার পর তিতুমীরের মৃতদেহ আগুনে পুড়িয়ে দেবার নির্দেশ দেন—পাছে গ্রামবাসীরা তাঁর মৃতদেহ নিয়ে গিয়ে শহীদের মর্যাদায় তাঁকে সমাধিস্থ করেন।[২৪]

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার মধ্য দিয়ে এই বিদ্রোহের সূত্রপাত। বিদ্রোহের সূচনায় এমন কিছু কাজ তিতুমীর এবং তাঁর সঙ্গীরা করেছেন (যেমন গো-হত্যা, মন্দিরে গোরক্ত লেপন, ব্রাহ্মণের মুখে গোমাংস প্রদান) যাকে সাম্প্রদায়িক মনোভাবপ্রসূত না বলে উপায় নেই। তবে তিতুমীরের সমর্থনে আমরা এটুকু বলতে পারি, হিন্দু জমিদার তাঁর ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করার (যেমন দাড়ির ওপর খাজনা নির্ধারণ, মসজিদ ধ্বংস করা, তিতুর অনুচরের মুখে শূকরের মাংস প্রদান) পরই তিনি হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করেছিলেন।

---

২৩ পুঁড়ার ঘটনার পরই তাঁরা 'openly proclaimed themselves masters of the country, asserting that the period of the British rule has expired, and that the Mahomedans from whom the English had usurped it, were the rightful owners of the empire.' *-Bengal Judicial (Criminal) Cons. No. 11,* 5. 8. 1833.

২৪ এ সম্পর্কে কমিশনার মিঃ বারওয়েলকে তিনি জানান:

'I consider that the bodies of the dead should be burnt particularly as their Leader Teeto Meer is among them and they might take his body and bury him as a martyr.' *-Bengal Judicial (Criminal) Cons. No. 78,* 22. 11. 1831.

সত্যের প্রয়োজনে এটাও বলা দরকার যে, সব মুসলমানই তিতুকে ভালো চোখে দেখতেন না। তিতুমীর এবং তাঁর অনুগামীদের প্রভাব খর্ব করার জন্য রক্ষণশীল মুসলমানরা হিন্দু জমিদারদের শরণাপন্ন হন।[২৫] উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদের প্রতি তিতুমীরের মনোভাবও মোটেই প্রসন্ন ছিল না। স্বসম্প্রদায়-ভুক্ত নয়, এমন মুসলমানদের সঙ্গে তাঁরা কোনো সংস্রব রাখতেন না—একথা আগেই বলেছি। হাণ্টার সাহেব পরিষ্কার লিখেছেন :

'They were equally bitter, however, against any Muhammadan who would not join their Sect.'[২৬]

পুঁড়া আক্রমণ করে তিতুমীর বেছে বেছে শুধু হিন্দুদেরই আক্রমণ করেন নি, 'যে সকল মুসলমান তাহার দলভুক্ত হয় নাই, তাহারাও নানারূপে লাঞ্ছিত হইয়াছিল।'—একথা শুধু বিহারিলাল সরকারই লেখেননি, অপ্রকাশিত সরকারি নথিপত্রেও এর সমর্থন মেলে। শুধু তাই নয়, পুঁড়ার ঘটনার কয়েকদিন পরে তাঁরা শেরপুরে একজন ফকির ও ইয়ার মহম্মদ নামে একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের বাড়ী লুট করেন তাও আমরা জানি। অর্থাৎ এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, তিতুমীরের সংগ্রাম হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানের সংগ্রাম নয়। তাহলে তিতুর সংগ্রাম কার বিরুদ্ধে?

তিতুমীর যে সংগ্রামের নেতৃত্বে দিয়েছিলেন, তা অত্যাচারী শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে বাংলার নিপীড়িত কৃষকসমাজের স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রাম। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার মধ্যে এই বিদ্রোহের সূত্রপাত হলেও বিদ্রোহ যতই অগ্রসর হয়েছে ধর্মীয় আওতা থেকে বেরিয়ে এসে তা ব্রিটিশ শাসক, স্থানীয় নীলকর ও জমিদারদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছে।[২৭] তিতুমীরের অনুচররা সবাই ছিলেন ২৪ পরগণা ও নদীয়ার দরিদ্র কৃষক—দীর্ঘদিন ধরে জমিদার ও নীলকরের হাতে যে দুঃসহ অত্যাচার তাঁরা সহ্য করছিলেন—তাঁদের সেই অবরুদ্ধ ক্ষোভকে কাজে লাগান তিতুমীর, ফলে তিতুমীরের নেতৃত্বে তাঁরা

২৫ *History of the Faraidi Movement in Bengal,* M. D. Ahmad Khan, p. Lxvi

২৬ *A Statistical Account of Bengal (Vol 1),* W. W. Hunter P. 114. এই একই কথার পুনরাবৃত্তি হাণ্টার তাঁর *'The Indian Musalmans'* '(2nd Ed, Londan, 1872) গ্রন্থে করেছেন।

২৭ তিতুমীরের ধর্ম ও বিদ্রোহ, বিনয় ঘোষ, এক্ষণ, শারদীয় ১৩৮০, পৃ. ২০।

শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিনা দ্বিধায় সামিল হন।[২৮] সমকালেই হাজি শরিয়ৎউল্লার নেতৃত্বে পূর্ববঙ্গে ফরাজি আন্দোলন ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন হিসাবে শুরু হয়ে শেষপর্যন্ত জমিদার ও নীলকরের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পরিণত হয়। তিতুমীরের আন্দোলনের সঙ্গে ফরাজি আন্দোলনের কিছু কিছু মিল থাকলেও শরিয়ৎউল্লা বা তাঁর স্বনামধন্য পুত্র দুদু মিঞা কেউই তিতুমীরের মতো ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হন নি।

তিতুমীরের প্রভাব সমাজের একেবারে নিম্নস্তরে খেটে খাওয়া মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার জন্য বিত্তবান লোকদের সঙ্গে এ বিদ্রোহের কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না—একথা কলভিন তাঁর রিপোর্টে স্পষ্টই উল্লেখ করেছেন:

'It is satisfactory to be able to say which I do with confidence that the disturbance was entirely of a local, and as far as regards the individuals principally or subordinately concerned in it of a very unimportant character. With scarcely an exception all of these were inhabitants of the nothern portion of the Baraset and of a few of the adjoining villages of the Nuddea district and were merely common Ryots, weavers and others of the most ordinary classes of Muhammedan population...'[২৯]

সরকারও কলভিনের রিপোর্ট পড়ে সন্তুষ্ট হয়ে এই অভিমত প্রকাশ করেন:

'It is also satisfactory to learn that no person of wealth

২৮ কান্টওয়েল স্মিথ ব্যাপারটাকে শ্রেণীসংগ্রাম হিসাবে দেখেছেন। তাঁর ভাষায় '...the affair was a Pure Class struggle, and the communalistic confusion of the issue evaporated. The movement made use of a religious ideology, as class struggles in Pre-industrialistic society have offen done; but though religious it was not communalist.' *Modern Islam in India*, W. C, Smith, (Lahore, 1943) p, 189.

২৯ *Bengal Judicial (Criminal) Cons. No.* 5, 3,4,1832,

or consideration in the country joined the Insurgents.'[৩০]

আসলে ক্ষুধা এবং দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষ এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাঁচার পথ খুঁজে পেতে চেয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয়, সেকালের অত্যন্ত গোঁড়া রক্ষণশীল পত্রিকা 'জন বুলে'র চোখে ব্যাপারটা ধরা পড়েছিল। নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ স্মিথের সঙ্গে তিতুমীরের সংঘর্ষের বিবরণ দিতে গিয়ে পত্রিকাটি মন্তব্য করে, ধর্মীয় উন্মাদনার সঙ্গে এ বিদ্রোহের কতখানি সম্পর্ক আছে তা সংশয়সূচক, আসলে অনাহার আর দারিদ্র্যের তাড়নাই এই বিদ্রোহের কারণ।[৩১]

তিতুর এই বিদ্রোহ সেকালে কতখানি জনসমর্থন লাভ করেছিল সেটাও দেখা দরকার তিতুর বিদ্রোহাঞ্চলের দরিদ্র নিপীড়িত মানুষরা তিতুকে ব্যাপকভাবে সমর্থন করেছিলেন। নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ স্মিথের সাক্ষ্য এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ১৭ নভেম্বর বিদ্রোহীদের হাতে পরাজিত হবার পর তিনি সরকারকে জানান :

After what I have myself witnessed of the spirit, resolution and fanaticism of this most extraordinery body of men, whose numbers could not have been less than 1000 or 1500, *in league with all the surrounding villages*, I have no hesitation making the most urgent representation to Govt. of the absolute necessity for prompt and efficient aid....'[৩২]

শুধু আশপাশের গ্রামবাসীরাই নয়, তৎকালীন মুসলমানসমাজের একাংশ তিতুমীরের বিদ্রোহকে সমর্থন জানাতে দ্বিধা করেননি। ব্যাপারটা খুবই স্বাভাবিক। কারণ এই সময় বাংলাদেশে সৈয়দ আহমদের রীতিমতো প্রভাব ছিল। তাঁর শিষ্যরা স্বাভাবিকভাবেই তিতুমীরের বিদ্রোহকে নৈতিক সমর্থন

৩০ *Ibid*. No. 7, 3,4.1832

৩১ It is doubtful now how far fanaticism has anything to do with this disturbance. It rather seems to have arisen from absolute want and starvation. *John Bull*, reprinted in the Govt. Gazette. 21.11.1831.

৩২ *Bengal Judicial (Criminal) Cons*. No. 84, 22.11.1831, বক্রাক্ষর আমাদের।

জানিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত তিতুমীরের বিদ্রোহাঞ্চলের কলিঙ্গা থানার দারোগা ছিলেন সৈয়দ আহমদের মতাবলম্বী। তাঁর সঙ্গে সম্ভবত বিদ্রোহীদের যোগাযোগ ছিল, এবং যতক্ষণ সম্ভব চুপচাপ থেকে তিনি বিদ্রোহীদের সাহায্য করেন।[৩৩] মুসলমানসমাজের তিতুমীরের বিদ্রোহের প্রতি এই সমর্থন কতখানি ব্যাপক এবং বিস্তৃত ছিল তার পরিচয় পাই ৫ ডিসেম্বর, ১৮৩১-এ রিফর্মারে প্রকাশিত একটি সংবাদে :

We are astonished to learn that a Musulman, high in the service of government, and holding an important situation in one of the principal Judicial Courts of the metropolis, has offered up public prayers in conjunction with a great number of other Musulmans of this city, for the deliverence of the rioters now confined in the Allipore goal. This individual has built a musjid or mosque, and we believe at its consecration invited all the Musulmans of this city with whom he prayed almost a whole day that the rebels of Baraset may escape the punishment which the law of the land intends to inflict upon them ..

'This great affection of the Musulmans of Calcutta towards the rebel Teetoo Meer and his adherents can be easily accounted for, if we consider that when Suyud Ahmed came to Calcutta he made a great many disciples, who naturally entertain a strong sympathy for each other, and would go to any length to save the members of their own sect from any threatened danger.'[৩৪]

৩৩ কলভিন তাঁর রিপোর্টে কলিঙ্গার দারোগার সঙ্গে বিদ্রোহীদের যোগাযোগের কথা বলে মন্তব্য করেন, 'He has of course been dismissed from office, and I only regret that I had not the means of punishing him more severely', *Bengal Judicial* (*Criminal*) *Cons. No.* 5, 3,4,1832,

৩৪ *The Refomer* 5.12.1831, reprinted in the Asiatic Journal, May 1832, p. 14.

মুসলমানসমাজের একাংশের তিতুমীরের প্রতি এই সমর্থনের জন্য ভবিষ্যতে কোনো মুসলমানকে এদেশে থানাদার নিযুক্ত না করার জন্য 'ধর্মসভা'র মুখপত্র 'সমাচার চন্দ্রিকা' সরকারের কাছে কাতর আবেদন জানায়।[৩৫]

শুধু মুসলমানরাই নয়, হিন্দুসমাজের একাংশ তিতুমীরের বিদ্রোহকে সমর্থন করতেন। তিতুমীরের সহযোদ্ধাদের মধ্যে দু' একজন হিন্দুও ছিলেন। শুধু নিরন্ন হিন্দু কৃষকরাই নয়, ভূষণার জমিদার মনোহর রায়ও নানাভাবে তিতুমীরকে সাহায্য করেন বলে শোনা যায়।

তিতুমীরের এই অভ্যুত্থান আকস্মিক কোনো ঘটনা নয়। কলভিন যাকে 'সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ' বলে অভিহিত করেছেন, তার প্রস্তুতি তাঁরা ৩ বছর ধরে করে আসছিলেন—একথা নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ স্মিথ স্পষ্টই বলেছেন।[৩৬] কলভিনের কাছে সাক্ষ্যদানপ্রসঙ্গে নারকেলবেড়িয়ার অনেকেই বলেন, তিতুমীরের অনুচররা দীর্ঘদিন ধরে সরকারবিরোধী পরিকল্পনার আলোচনা করতেন।[৩৭] হয়তো তিতু এভাবে ধীরে ধীরে নিজের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছিলেন, প্রভাব দিকে দিকে ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন, বহিঃপ্রকাশ ঘটতে আরো কিছু সময় লাগত। কিন্তু জমিদারদের অত্যাচার তিতুকে যবনিকার অন্তরাল থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য করে। তিতুমীরের সবচেয়ে কৃতিত্ব বোধহয় এইটাই যে, তিনি বাংলার অশিক্ষিত নিপীড়িত কৃষকসমাজকে জমিদার-নীলকরের পৃষ্ঠপোষক ইংরেজরাজের সঠিক চরিত্রটি বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন, এবং ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সম্মুখ সংগ্রামে জনগণের একাংশকে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন। বাংলার বুদ্ধিজীবীরা যখন গদগদকণ্ঠে এদেশে ব্রিটিশের আগমনকে বিধাতার আশীর্বাদ হিসাবে গণ্য করে শ্বেত-প্রভুদের পদলেহনে ব্যস্ত, ঠিক সেইসময়ই তিতুমীরের ব্রিটিশবিরোধী ভূমিকা আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে।

---

৩৫ 'Pray that there may be no Moosoolman Thannadars either at the Presidency or in the country;...we have expressed the opinions of many of our chiefmen. Our Rulers, the Protectors of the country, will certainly take them into consideration.' *Teetoo-Meer, Samachar Chundrika,* reprinted in the 'India Gazette', 22.12.1831.

৩৬ *Bengal Judicial (Criminal) Cons. No.* 50, 6,12,1831

৩৭ *Ibid,* No. 5, 3,4,1832.

তিতুমীর ও তাঁর বিদ্রোহ সম্পর্কে আজ অনেক কথা বলা যায়। রাজনৈতিক চেতনা বলতে যা বোঝায় তিতুর তা ছিল না। ধর্মের দিকে তিনি একটু বেশি ঝুঁকেছিলেন—ফকিরদের প্রতি তাঁর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা তারই প্রমাণ। গেরিলা যুদ্ধকৌশল তিতুমীর জানতেন না, শক্তিশালী ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সম্মুখ সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়াটা যে নিরর্থক—এ বোধ সম্ভবত তাঁর ছিল না। এসবই সত্য, কিন্তু তার চেয়েও বড় সত্য, উনিশ শতকে এই মানুষটিই প্রথম নিপীড়িত মানুষকে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে শিক্ষা দিয়েছিলেন, ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে নিজের রক্ত দিয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাই তাঁর বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও, বিদ্রোহের শিক্ষা ব্যর্থ হয়নি, হতে পারে না।